কুরআন ও হাদীসের আলোকে

হজ্জ, উমরাহ্ ও যিয়ারত

সংক্রান্ত অনেক বিষয়াদির

প্রতিপাদন ও ব্যাখ্যা

প্রণীত

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায

অনুবাদ

শায়খ আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل
الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

1423 H

١٤٢٣ هـ

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالبديعة

بسم الله الرحمن الرحيم
١٤٠٥
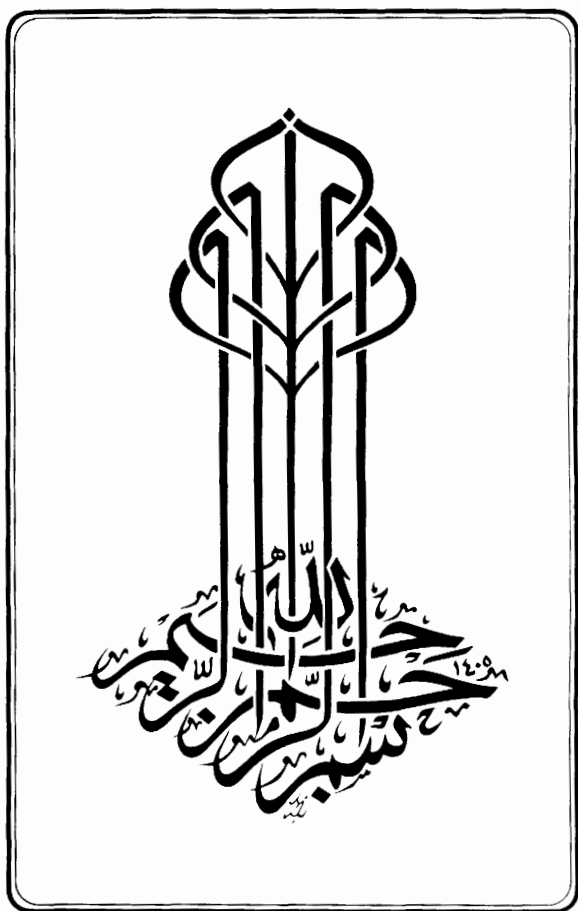
কুরআন ও হাদীসের আলোকে

হজ্জ, উমরাহ্ ও যিয়ারত

সংক্রান্ত অনেক বিষয়াদির

প্রতিপাদন ও ব্যাখ্যা

প্রণীত

শায়খ আব্দুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রাহেমাহুল্লাহ)

অনুবাদ

শায়খ আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী (হাফেযাহুল্লাহ)

Interactive Links

সূচীপত্র

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

পরিচ্ছেদ

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.

اما بعد فهذا منسك مختصر يشتمل على إيضاح وتحقيق كثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، جمعته لنفسي ولمن شاء الله من المسلمين، واجتهدت في تحرير مسائله على ضوء الدليل وقد طبع للمرة الأولى في عام ١٣٦٣ هـ على نفقة جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قدس الله روحه وأكرم مثواه.

ثم إني بسطت مسائله بعض البسط وزدت فيه من التحقيقات ما تدعو له الحاجة ورأيت إعادة طبعه لينتفع به من شاء الله من العباد، وسميته "التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة" ثم أدخلت فيه زيادات أخري هامة وتنبيهات مفيدة تكميلا للفائدة، وقد طبع غير مرة وأسأل الله أن يعمم النفع به وأن يجعل السعي فيه خالصاً لوجهه الكريم، وسبباً للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

المؤلف

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وحده والصَّلاةُ والسَّلامُ على من لا نبي بعده.

সমস্ত প্রশংসা একক আল্লাহ্‌র জন্য এবং দরূদ ও সালাম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁর পর আর কোন নবী নাই।

আম্মাবা'দঃ ইহা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের আলোকে হজ্জ উমরাহ্ এবং যিয়ারত সম্পর্কীয় অধিকাংশ মাসআলা সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। আমি নিজের জন্য এবং ঐ সমস্ত মুসলমানদের জন্য ইহা সংকলন করিয়াছি যাহাদিগকে আল্লাহ্ পছন্দ করেন। আমি এই মাসআলাগুলিকে দলীল প্রমাণ দ্বারা সমৃদ্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

এই পুস্তিকাটি সর্ব প্রথম ১৩৬৩ হিজরী সালে মহামান্য বাদশাহ আবদুল আযীয ইবনে আবদুর রহমান আল ফয়সল (কাদ্দাসাল্লাহু রূহাহু ওয়া আকরামা মাসওয়াহু)-এর অর্থানুকূলে প্রকাশিত হয়। অতঃপর আমি উহার আলোচ্য বিষয়গুলিকে কিছুটা বিস্তৃত করিয়াছি। আর যে সব বিশ্লেষণ প্রয়োজন বোধ করিয়াছি তাহাও সংযোজিত করিয়াছি। অতঃপর আল্লাহ্‌র বান্দাদের কল্যাণার্থে উহা পুনঃ প্রকাশের মনস্থ করি এবং উহার নামকরণ করিঃ

التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة.

আত-তাহ্‌কীকু ওয়াল ইযাহ লি কাসীরিম মিন মাসায়িলিল হজ্জে ওয়াল উমরাহ্ ওয়ায্‌যিয়ারাহ্ আলা যাউয়িল কিতাবে ওয়াস্‌সুন্নাহ্।

ইহার পর আমি আরও কিছু প্রয়োজনীয় এবং কল্যাণকর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উহার অন্তর্ভূক্ত করিয়াছি যেন এই পুস্তিকা দ্বারা সকলে পুরাপুরি উপকৃত হইতে পারে।

আল্লাহ্‌র নিকট আমার দোআ এই যে, ইহার কল্যাণ এবং উপকার ব্যাপক করিয়া দিন এবং এজন্য আমার প্রচেষ্টা ও উদ্যোগকে একমাত্র তাঁহার জন্যই নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ করিয়া দিন! তাঁহার সান্নিধ্যে জান্নাতে নাঈমে প্রবেশের তাওফীক আমাকে প্রদান করুন এই ক্ষুদ্র খেদমতের মাধ্যমে। আমীন!

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই হইতেছেন আমার জন্য যথেষ্ট, তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক, নাই কোন উপায় নাই কোন শক্তি মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌ ছাড়া।

আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ্‌ ইবনে বায
ডাইরেক্টর জেনারেল, জ্ঞান গবেষণা, ফাতওয়া,
দাওয়াত ও ইরশাদ বিভাগ, সাউদী আরব সরকার।

মাসায়েলে হজ্জ, উমরাহ, যিয়ারত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه، وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الإختصار والإيضاح قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقوله تعالى: ﴿ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين﴾ وقوله تعالى: ﴿ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه﴾ الاية، وقوله تعالى: ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وبما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الدين النصيحة" ثلاثا، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم."

وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله وإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم" والله المسئول أن ينفعني بها والمسلمين وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم إنه سميع مجيب وهو حسبنا ونعم الوكيل.

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র ঐ মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য নির্দিষ্ট-যিনি সমস্ত সৃষ্ট জগতের মালিক ও প্রতিপালক, আর সকল পরিণতি মুত্তাকীনদের জন্য। অতঃপর যাবতীয় আশীষ ও শান্তিধারা বর্ষিত হউক আল্লাহ্‌র বান্দাহ্ ও তদীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁহার পরিবার-পরিজন এবং সাহাবাবর্গের প্রতি।

এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাখানি হজ্জ এবং উহার ফযীলত ও নিয়মাবলী সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে। হজ্জ পালনের জন্য যাহারা সফরের ইচ্ছাপোষণ করেন, তাহাদের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। হজ্জ সম্বন্ধীয় মাসআলাগুলি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হইয়াছে। হজ্জ, উমরাহ ও যিয়ারতের যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম ও রীতিগুলি আমি পবিত্র কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের ভিত্তিতে সঠিকভাবে প্রমাণ সহকারে উপস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইয়াছি। উম্মাতে মুসলিমার প্রতি ঐকান্তিক মঙ্গলাকাঙ্খায় এবং মহান আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ পালনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমি এই কার্যে উদ্যোগী হইয়াছি। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"তুমি (আমার পক্ষ হইতে প্রেরিত বাণী দ্বারা) নসীহত কর। কারণ (আমার প্রদত্ত) নসীহত মুমিনদের জন্য উপকারী।"

(সূরা আয্‌যারিয়াতঃ ৫৫)

আল কুরআনের অপর আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

"যাহাদিগকে কিতাব (-এর ইলম) দান করা হইয়াছে তাহাদের নিকট হইতে আল্লাহ্ তাআলা এই সুদৃঢ় শপথ গ্রহণ করিয়াছেন যে, তোমরা লোকদিগকে উহা বিশদভাবে বর্ণনা করিবা এবং উহা বিন্দুমাত্র গোপন করিয়া রাখিবা না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৩)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলিয়াছেনঃ

"তোমরা নেক কাজে ও খোদা-ভীতির পথে একে অপরকে সহায়তা কর, পরস্পর সহযোগিতা করিয়া চল।" (সূরা মায়েদা ঃ ২)

সহীহ হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"দ্বীন হইতেছে উপদেশ-পরামর্শের নাম।" রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা তিনবার বলিলেন। তাঁহার খেদমতে আরয করা হইলঃ কাহার জন্য উপদেশ-পরামর্শ? তিনি বলিলেন, আল্লাহ্, তাঁহার কিতাব এবং তাঁহার রাসূলের (পক্ষে) এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য।

তাবরানী (রহঃ) হযরত হুযায়ফা রাযিআল্লাহু আনহু-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি (হুযায়ফা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের কল্যাণমূলক যাবতীয় কার্যে স্বীয় ভূমিকা পালন না করে সে মুসলিম সমাজের অন্তর্ভূক্ত নহে। আর যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সর্বক্ষণ) আল্লাহ্, তদীয় কিতাব, তাঁহার রাসূল, তাঁহার (অনুগত মুসলমানদের) অধিনায়ক এবং সর্বসাধারণ মুসলমানদের হিতাকাংখী না হইবে, সে ব্যক্তি উম্মাতে মুসলিমার অন্তর্ভূক্ত নহে।"

অতঃপর একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এই পুস্তিকার দ্বারা আমাকে এবং সমগ্র মুসলিম জনসাধারণকে উপকৃত করেন এবং ইহার পশ্চাতে গৃহীত যাবতীয় উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। তাঁহার দরবারে আমার ঐকান্তিক দোআ এই যে, তিনি যেন এই পুস্তিকাখানির বদৌলতে আমাকে তাঁর দরবারে জান্নাতে নাঈম লাভের তাওফীক প্রদান করেন। নিশ্চয় তিনিই হইতেছেন সর্বশ্রোতা ও একমাত্র প্রার্থনা মঞ্জুরকারী। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট, এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক।

পরিচ্ছেদ-فصل

হজ্জ ফরয হওয়ার দলীল এবং উহার গুরুত্ব

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! অতঃপর আপনারা জ্ঞাত হউন। আল্লাহ্ আমাকে এবং আপনাদিগকে 'হক' সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তাওফীক প্রদান করুন।

নিশ্চয় মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের উপর তাঁহার ঘর কা'বা শরীফের হজ্জ ফরয করিয়াছেন এবং এই হজ্জকে ইসলামের একটি স্তম্ভ হিসাবে নির্ধারণ করিয়াছেন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

﴿وللّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.﴾

"মানুষের উপর আল্লাহ্‌র এই অধিকার রহিয়াছে যে, যাহারা এই ঘর পর্যন্ত পৌঁছিবার সামর্থ আছে, সে যেন উহার হজ্জ সম্পন্ন করে। আর যে এই নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে তাহার জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)

বুখারী ও মুসলিম শরীফে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام."

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিতঃ

১। এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন যোগ্য উপাস্য নাই আর এই সাক্ষ্যদান করা যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার রাসূল,

২। নামায প্রতিষ্ঠা করা,

৩। যাকাত প্রদান করা,

৪। রমযানে সিয়াম (রোযা) পালন করা।

৫। এবং আল্লাহ্র ঘরের (কাবা গৃহে) হজ্জ্ব করা।

মুহাদ্দিস সাঈদ ইবনে মানসূর (রহঃ) তদীয় সুনানে হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ

ولقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.

"আমার ইচ্ছা হয় যে, কিছু সংখ্যক লোককে রাজ্যের শহরগুলিতে প্রেরণ করি এবং তাহারা (খুঁজিয়া খুঁজিয়া) দেখুক ঐ সমস্ত লোককে যাহারা হজ্জ্ব করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ্ব করে না-তাহাদের উপর তাহারা জিযিয়া কর চাপাইয়া দিক। কেননা, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যাহারা হজ্জ্ব পালন করে না, তাহারা মুসলমান নয়, তাহারা মুসলমান নয়।"

হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً.

"যে ব্যক্তি হজ্জ্বের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ্ব পরিত্যাগ করিল, সে ইহুদী হইয়া মরুক অথবা নাসারা হইয়া মরুক-তাহাতে কিছুই যায়-আসে না।"

যে ব্যক্তির উপর হজ্জ্ব ফরয হইয়াছে তাহার পক্ষে হজ্জ্ব পালনে ত্বরান্বিত করা একান্ত প্রয়োজন। কেননা, সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لايدري ما يعرض له.

"তোমরা ফরয হজ্জের জন্য তাড়াতাড়ি কর। কেননা, তোমাদের কেহই একথা জানে না যে, তাহার ভাগ্যে কি রহিয়াছে।"

(এই হাদীস ইমাম আহমদ ইবেন হাম্বল (রহঃ) রেওয়ায়েত করিয়াছেন।)

সুতরাং সফরের সামর্থ লাভের ফলে যাহার উপর হজ্জ্ব ফরয হইয়াছে, তাহার বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না করিয়া আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক হজ্জ্ব পালন করা অবশ্য কর্তব্য। আল-কুরআনে বিঘোষিত হইয়াছেঃ

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.﴾

"মানুষের উপর আল্লাহ্‌র এই অধিকার রহিয়াছে যে, যাহার এই ঘর পর্যন্ত পৌছিবার সামর্থ আছে, সে যেন উহার হজ্জ্ব সম্পন্ন করে। আর যে এই নির্দেশ পালন করিতে অস্বীকার করিবে তাহার জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ্ দুনিয়াবাসীদের প্রতি কিছুমাত্র মুখাপেক্ষী নন।" (সূরা আলে ইমরানঃ ৯৭)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেনঃ

أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا (أخرجه مسلم).

"হে মানব সমাজ! আল্লাহ্ তোমাদের উপর হজ্জ্ব ফরয করিয়াছেন, সুতরাং তোমরা হজ্জ্ব পালন কর।" (মুসলিম)

হজ্জের সহিত উমরাহ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে জ্ঞাতব্য

উমরাহ ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। উহার একটি হাদীসে হযরত জিব্‌রীল (আলাইহিস্ সালাম) কর্তৃক ইসলাম সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরদান প্রসঙ্গে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتصوم رمضان". (أخرجه ابن خزيمة والدار قطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الدار قطني هذا إسناد ثابت صحيح).

"ইসলাম হইল এইঃ তুমি সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য মা'বূদ নাই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র রাসূল, তুমি নামায কায়েম করিবে, যাকাত প্রদান করিবে, আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ্ব করিবে এবং উমরাহ্ পালন করিবে, জানাবাতের গোসল করিবে, সঠিক ও পূর্ণাঙ্গরূপে ওযূ সম্পন্ন করিবে এবং রমযানের সিয়াম (রোযা) পালন করিবে।"

এই হাদীস ইমাম ইবনে খুযায়মাহ এবং দারাকুত্‌নী হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উদ্ধৃতি বর্ণনা করিয়াছেন। ইমাম দারাকুত্‌নী বলিয়াছেন, এই হাদীস সঠিক এবং বিশুদ্ধ।

উমরাহ সম্বন্ধে আর একটি হাদীস উম্মুল মু'মেনীন হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে মুসনাদ আহমাদ এবং সুনান ইবনে মাজায় সহীহ সনদে বর্ণিত হইয়াছে।

হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মেয়েদের উপর কি জিহাদ ফরয? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ

(عليهن جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة).

মেয়েদের উপর এমন জিহাদ ফরয, যাহাতে লড়াই নাই-উহা হইতেছে হজ্জ ও উমরাহ্। (আহমাদ এবং ইবনে মাজাহ)

হজ্জ এবং উমরাহ জীবনে একবার মাত্র ফরয

জীবনে মাত্র একবার হজ্জ ও উমরাহ্ পালন করা ফরয। এসম্পর্কে সহীহ্ সনদে বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

(الحج مرة فمن زاد فهو تطوع).

"হজ্জ মাত্র একবার ফরয। অতএব যদি কেহ একাধিকবার হজ্জ করে, তবে উহা (অতিরিক্ত হজ্জগুলি) নফল হইবে।"

তবে নফল হজ্জ ও উমরাহ্ একাধিকবার করাও সুন্নাত। সহীহ্ বুখারী এবং সহীহ্ মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة".

"এক উমরাহ হইতে আর এক উমরাহ-এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়ে কৃত (সগীরা) গুনাহসমূহের কাফ্ফারা স্বরূপ অর্থাৎ এক উমরার পর আরেক উমরাহ করিলে দুই উমরার মধ্যবর্তী সময়ে যত (সগীরা) গুনাহ করা হইয়াছে সমস্তই মাফ করিয়া দেওয়া হয়।"

হজ্জযাত্রার পূর্বে ওসীয়ত এবং তাওবাহ্ করা

কোন মুসলমান যখন হজ্জ বা উমরার জন্য সফরের সংকল্প গ্রহণ করে, তখন তাহার উচিত স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং সঙ্গী-সাথীগণকে

তাক্ওয়ার জন্য নসীহত করা। এই নসীহতে আল্লাহ্র নির্দেশ পালন এবং তাঁহার নিষিদ্ধ কার্যাদি হইতে বিরত থাকার তাকীদ প্রদান করিবে। এমন কি তাহার কোন দেনা-পাওনা থাকিলে ওয়ারিসগণকে ডাকাইয়া- লিখিতভাবে উহা জানাইয়া দিবে এবং ইহার উপর সাক্ষী রাখিবে। ইহা ছাড়া, নিজের সকল প্রকার গুনাহ হইতে তাওবাতুন নাসূহার জন্য জলদী করা তাহার জন্য ওয়াজিব মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহার দ্বারা সংঘটিত যাবতীয় অন্যায় ও গুনাহগুলি স্মরণ করতঃ এমন খাঁটি ভাবে একাগ্রতার সাথে তাওবাহ করিবে যাহাতে ঐ অন্যায়গুলি পুনরায় সংঘটিত না করার জন্য দৃঢ়চিত্ত হওয়া যায়।

আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ

﴿وَتُوبُوْا إِلَى اللهِ جَمِيْعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾.

“হে মুমিনগণ! তোমরা সকলেই আল্লাহ্র নিকট তাওবাহ কর, সম্ভবতঃ তোমরা কামিয়াব হইবে। (সূরা নূরঃ ৩১)

তাওবাহ্র তাৎপর্য

((حقيقة التوبة))

তাওবাহ্র তাৎপর্য হইলঃ

অর্থঃ গুনাহ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সরাইয়া রাখা এবং উহা চিরতরে পরিহার করা। পূর্বে যাহা তাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে তাহার জন্য অনুশোচনা করা এবং ঐ রূপ কর্ম জীবনে পুনরায় না করার জন্য দৃঢ়সংকল্প হওয়া। যদি তাহার নিকট কাহারও জান, মাল ও সম্মান সম্পর্কে দাবী-দাওয়া থাকে, হজ্জের সফরে বাহির হওয়ার পূর্বেই তাহা হইতে মুক্ত হওয়া। অর্থাৎ অর্থের দাবী থাকিলে উহা পূরণ করা অথবা দাবীদারের নিকট হইতে ক্ষমা চাহিয়া লওয়া। কাহারও জানের ক্ষতি করিয়া থাকিলে যেভাবে সম্ভব হয় তাহার দাবী মুক্ত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لايكون دينار ولا درهم".

যদি কাহারও নিকট তাহার ভাইয়ের জান-মাল বা মান-ইয্যতের উপর কোন রকম জোর-যুলুম বা অন্যায় করা হইয়া থাকে তবে উহা তাহার নিকট ফিরাইয়া দিবে অথবা উহা হইতে পাক-সাফ হইয়া যাইবে সেইদিন সমাগত হওয়ার পূর্বেই যেদিন কোন মাল-দীনার ও দিরহাম থাকিবে না। যদি তাহার নেক আমল থাকে তাহা হইলে কিয়ামত দিনে ঐ নেক আমল হইতে অন্যায়ের পরিমাণ অনুসারে নেকী কর্তন করতঃ তাহার দাবীদারের দাবী পূরণ করা হইবে। অর্থাৎ যতটুকু অন্যায় সে করিয়াছে ততটুকু নেকী অন্যায়কারীর নিকট হইতে কর্তন করিয়া দাবীদারের দাবী পূরণ করা হইবে। আর যদি অন্যায়কারীর কোন নেকী না থাকে তবে দাবীদারের পাপের অংশ অন্যায়কারীর উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে।

হজ্জ ও উমরার জন্য হালাল মাল

হজ্জ ও উমরার জন্য পবিত্র ও হালাল মাল বাছিয়া লইতে হইবে। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"إن الله طيب لايقبل إلا طيباً".

"আল্লাহ্ পূত পবিত্র। তিনি পবিত্র মাল ব্যতীত অন্য কিছুই গ্রহণ করেন না।" এ সম্পর্কে ইমাম তাবারানী আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, যাহাতে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"إذا خرج الرجل حاجاً بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه من السماء لبيك وسعديك زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور مأزور...".

"যখন মানুষ বিশুদ্ধ মাল লইয়া হজ্জের উদ্দেশ্যে বাহির হয়, অতঃপর যখন সে সওয়ারীর রেকাবে পা রাখিয়া- এহরামের এই দোআগুলি উচ্চারণ করেঃ "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক", তখন আসমান হইতে জওয়াব আসে- "তোমার হজ্জের জন্য হাযির হওয়া ও হজ্জের উদ্দেশ্যে আগমন মঞ্জুর, তোমার সৌভাগ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত, তোমার পাথেয় হালাল, তোমার বাহন হালাল, তোমার হজ্জ কবুল ও ক্রটিমুক্ত করিলাম।" আর যখন বান্দাহ্ অপবিত্র হারাম মাল লইয়া হজ্জের জন্য বাহির হয় এবং সওয়ারীর রেকাবে পা রাখিয়া "লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক" দোআগুলি উচ্চস্বরে বলিতে থাকে, তখন আসমান হইতে একজন আহ্বানকারী জওয়াবে ডাক দিয়া বলে, "লা লাব্বায়েক ওয়া লা সা'দায়েক"- তোমার হাযিরা মঞ্জুর নহে এবং তোমার সৌভাগ্য বলিয়াও কিছুই নাই। তোমার পাথেয়, তোমার পথের খরচ, সবই হারাম, সুতরাং তোমার হজ্জও গ্রহণীয় নয়।

কোন ব্যক্তির নিকট হাজীদের সওয়াল-যাঞ্ছা করা অবৈধ

হাজীদের পক্ষে অন্যের মুখাপেক্ষী হওয়া এবং অন্য লোকের নিকট কিছু সওয়াল করা হইতে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"ومن يستعف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله".

"যে ব্যক্তি সওয়াল-যাঞ্ছা করা হইতে বাঁচিতে চায় আল্লাহ তাহাকে উহা হইতে বাঁচাইয়া দেন, আর যে আল্লাহ্‌র নিকট অভাব পূরণের কামনা করে, আল্লাহ্ তাহাকে অভাবমুক্ত করিয়া দেন।"

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ

"لايزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم".

"যে ব্যক্তি মানুষের নিকট পুনঃ পুনঃ সওয়াল -যাঞ্চা করিয়া বেড়ায়, কিয়ামতের দিনে এমন অবস্থায় সে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হইবে যে, তাহার মুখমণ্ডলে কোন গোশ্‌ত থাকিবে না।"

হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি

হাজীদের হজ্জ ও উমরার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালের সৌভাগ্য অর্জন। এরূপ লক্ষ্য স্থির করিয়া লওয়া হাজীদের জন্য ওয়াজিব। অতএব নির্দিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থানসমূহে এমন সব কথা ও আমল দ্বারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হন। আর দুনিয়া ও উহার মিথ্যা মায়াজাল চাকচিক্য হইতে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। লোক দেখানো বা হাজী নাম ভাঁড়াইয়া জনগণকে হজ্জের গল্প শুনাইয়া গর্ব প্রকাশ করা হইতে নিজেকে পূর্ণমাত্রায় বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। কারণ এই সমস্ত উদ্দেশ্য বড়ই জঘন্য, উহা তাহার আমল বাতিল হওয়ার এবং আল্লাহ্‌র নিকট তাহার আমল গ্রাহ্য না হওয়ার কারণ রূপে বিবেচিত হয়। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لاَ يُبْخَسُوْنَ * أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِيْ الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾.

যাহারা পার্থিব জীবন ও উহার জাঁকজমকের আকাংখা করবে, তাহাদের আমলের প্রতিদান আমি এই জগতেই দিয়া থাকি এবং তাহাদিগকে এই জগতে প্রতিদান দেওয়ার ব্যাপারে কিছুমাত্র কম করা হয় না। কিন্তু তাহারা ঐ শ্রেণীভুক্ত যাহাদের পরকালে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্য নাই। এই জগতে যাহারা যাহা কিছু করিয়াছে সমস্তই ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া গেল আর যাহা কিছু আমল করিয়াছে সবই বাতিল হইয়া গেল। (সূরা হূদ ঃ ১৫-১৬)

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলিয়াছেনঃ

﴿مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوْمًا مَّدْحُوْرًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوْرًا﴾.

"যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের সুখ সুবিধার আকাংখা পোষণ করিয়া থাকে, আমি তাহার জন্য এই জগতেই তাহার প্রার্থিত বস্তু দিয়া থাকি যেরূপ আমি ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি। তারপর তাহার জন্য নির্ধারিত করিয়া দেই সেই জাহান্নাম, সে উহাতে প্রবেশ করিবে হেয় প্রতিপন্ন হইয়া ভর্ৎসিত অবস্থায়; আর যে ব্যক্তি আখিরাতের কল্যাণ লাভের আকাংখা পোষণ করিয়া মুমিন থাকা অবস্থায় যথাযথ ভাবে সাধনা করিয়া চলে, এই ধরনের লোকদের সাধনা কবূল করা হয়।" (সূরা বনি ইসরাইলঃ ১৮-১৯)

এ সম্পর্কে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে একটি হাদীসে কুদসী সহীহ্ সনদে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ বলেনঃ

"أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركه وشركه". أخرجه مسلم عن أبي هريرة

"সমস্ত শরীকদের মধ্যে আমি শিরক হইতে সর্বাধিক বে-নেয়ায-বেপরওয়া।" অর্থাৎ শরীকানা কাজের সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই। সুতরাং যদি কেহ কোন কাজে আমার সহিত আমি ভিন্ন অন্যকে শরীক করে তখন আমি আল্লাহ্ তাহাকে এবং তাহার শিরককে পরিত্যাগ করিয়া থাকি। (ইমাম মুসলিম, হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণনা করেছেন।

হজ্জের সফরে হজ্জযাত্রীকে নেক্‌কার, পরহেযগার এবং শরীয়তের জ্ঞান সম্পন্ন আলেমের সাহচর্য বরণ করা বাঞ্ছনীয়। অপর পক্ষে জাহেল এবং ফাসেক ধরনের লোকদের সংস্রব হইতে নিজেকে দূরে রাখা কর্তব্য। হজ্জ ও উমরার প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকর্মাদি সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং ঐ সমস্ত মাসআলা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত-যাহা সাধারণের জন্য কঠিন বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে হজ্জ বিষয়ক লব্ধ জ্ঞানে উহার তাৎপর্য তাহার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

হজ্জ ও উমরাহ সফরের নিয়মাবলী

হজ্জের উদ্দেশ্যে যখন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিজের সওয়ারী পশু, অথবা মোটর গাড়ী কিংবা উড়োজাহাজ অথবা ইহা ভিন্ন অন্য কিছুতে আরোহণ করিবে তখন একবার বিসমিল্লাহ্ ও আলহামদু লিল্লাহ পাঠ করিয়া তিনবার আল্লাহু আকবার বলিবে, তারপর এই দোআগুলি পড়িবেঃ

﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ﴾.

বাংলা উচ্চারণঃ "সুবহা-নাল্লাযী সাখ্‌খারা লানা হা-যা ওয়ামাকুন্না লাহূ মু'করিনীন, ওয়া ইন্না-ইলা রাব্‌বিনা লামুন্‌কালিবূন।

"পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি ঐ মহান প্রভুর, যিনি আমাদের জন্য ইহাকে- সওয়ারী বা যাত্রার অন্য বাহনকে আমাদের অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন- আমরা কখনও উহাকে আয়ত্তে আনিতে পারিতাম না। নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইব।"(সূরাঃ আয-যুখরুফ) তারপর বলিবেঃ

" اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِيْ هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ

الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِيْ الأَهْلِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالأَهْلِ". (مسلم عن ابن عمر)

বাংলা উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্আলুকা ফী সাফারী হা-যাল বির্রা ওয়াত্তাক্ওয়া ওয়া মিনাল্ আমালি মা-তারযা; আল্লাহুম্মা হাওভিন আলায়না সাফারানা হা-যা ওয়াৎবি 'আন্না বু'দাহূ। আল্লাহুম্মা আনতাস্ সা-হিবু ফিস্ সাফারি ওয়াল্ খালিফাতু ফিল আহলে-আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন ওয়া'সায়িস্ সাফারি ওয়া কা'আ-বাতিল মান্যারি ওয়া সুয়িল মুনকালাবি ফিল মালি ওয়াল আহলি।

"হে আল্লাহ্! আমি তোমার দরবারে এই সফরে নেকী ও তাক্ওয়া যাচঞা করিতেছি- আর এমন কাজের কামনা করিতেছি যাহা তোমার সন্তোষ অর্জনে সক্ষম হইবে। হে আল্লাহ্! আমাদের এই সফরের কষ্ট তুমি লাঘব করিয়া দাও। আমাদের জন্য উহার দূরত্ব কমাইয়া দাও। হে আল্লাহ্ ! তুমিই এই সফরে আমার একমাত্র সাথী এবং পরিবার-পরিজনের জন্য তুমিই আমার উত্তম প্রতিনিধি। হে আমার পরওয়ারদেগার আমি তোমার নিকট সফরের ক্লান্তি, বেদনাদায়ক দৃশ্য এবং প্রত্যাবর্তনের পর আমার সব নিরাপত্তার জন্য তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।"

এই হাদীসটি সহীহ্ মুসলিম শরীফে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

হজ্জযাত্রী তাহার পুরা সফরে আল্লাহ্র যিক্র এবং স্বীয় গুনাহের কথা মনে করিয়া বারবার ইস্তেগফার পড়িতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র নিকট বিনয় সহকারে তাঁহার করুণা প্রার্থনা করিবে। সে পবিত্র কুরআন পাঠ করিবে এবং উহার অর্থ অনুধাবনে সচেষ্ট হইবেঃ জামাতে নামায আদায় করিবার ব্যাপারে খুব যত্নবান হইবে। স্বীয় জিহ্বাকে বাজে

কথার উচ্চারণ কথাবার্তা হইতে নিজেকে সংযত রাখিবে। অপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম ও অতিরিক্ত তামাসামূলক কথাবার্তা হইতে নিজেকে বিরত রাখিবে। স্বীয় রসনাকে মিথ্যা কথন, গীবত ও চুগলখুরী হইতে এবং স্বীয় সহচর ও অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে হাস্যাস্পদ করার মত অবস্থা হইতে নিজেকে সংযত রাখিবে। এতদ্ব্যতীত হজ্জযাত্রীদের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, তাহাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করিবে, সাধ্যমত সুকৌশলে এবং মিষ্টি ভাষায় তাহাদিগকে ভাল কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং অপ্রিয় কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য নসীহত করিবে।

পরিচ্ছেদ-فصل

ইহ্‌রাম বাঁধার সময়ে যাহা করণীয়

অতঃপর হজ্জযাত্রী যখন মীকাতে-ইহ্‌রাম বাঁধিবার নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবে তখন তাহার জন্য গোসল করা এবং সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব-উত্তম কাজ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি ইহ্‌রামের সময় সিলাইযুক্ত কাপড় ছাড়িয়া দিয়া গোসল করিতেন এবং সুগন্ধি মাখিতেন। বুখারী ও মুসলিম-এর হাদীসে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت."

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে সুগন্ধি মাখাইয়া দিয়াছি এবং হালাল হইবার সময়-১০ই যিলহাজ্জ তারিখে আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফ করিবার পূর্বেও সুগন্ধি মাখাইয়াছি।" হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) উমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পর হায়েয হইয়া গেলে হযরত রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং উমরার ইহ্‌রাম ছাড়িয়া দিয়া হজ্জের ইহ্‌রাম বাঁধিবার আদেশ প্রদান করেন।

আর আস্‌মা বিনতে উমায়স- হযরত আবূ বকর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী মদীনা হইতে হজ্জের জন্য বাহির হওয়ার পর যূল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছিয়া সন্তান প্রসব করিলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহাকে গোসল করার নির্দেশ দেন এবং লজ্জাস্থানে আলাদা কাপড় ব্যবহার করিয়া ইহ্‌রাম বাঁধার হুকুম দেন।

ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, মেয়েরা ঋতুবর্তী হওয়া অথবা সন্তান প্রসব করার পর রক্তক্ষরণ বন্ধ হওয়ার পূর্বে যখন মীকাতে পৌঁছাইবে, তখন গোসল করিবে এবং অন্যান্য হজ্জযাত্রীদের সহিত ঐ অবস্থায় ইহরাম বাঁধিবে। হাজীগণ হজ্জের যেসব নিয়মাবলী পালন করে তাহারাও ঐগুলি পালন করিবে- কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করা ছাড়া, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) ও হযরত আস্‌মাকে পূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

ইহরাম অবস্থায় করণীয় কাজসমূহ

যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধিতে যাইতেছে তাহাকে নিজের গোঁফ, নখ, নাভির নীচের লোম এবং বগলের লোমগুলি পরিস্কার করার প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখিতে হইবে। সুতরাং ঐগুলি পরিস্কার করার প্রয়োজন হইলে অতি অবশ্য উহা পরিস্কার করিবে, যাহাতে ইহরাম বাঁধার পর ঐগুলি কাটার প্রয়োজন না হয়। কেননা ঐগুলি ইহরাম অবস্থায় কাটা হারাম। ইহার আরও কারণ হইল- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐগুলি পরিস্কার করার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظـــافر ونتف الاباط".

ইসলামের স্বভাবসুলভ কাজ হইতেছে পাঁচটিঃ খাতনা করা, নাভির নীচের লোম ক্ষুর প্রভৃতি দ্বারা পরিস্কার করা, গোঁফ কাটিয়া ছোট করা, নখ কাটা ও বগল পরিস্কার করা।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لانترك ذلك أكثر من أربعين ليلة".

"গোঁফ ছোট রাখা, নখ কাটা, বগল পরিস্কার করা এবং নাভির নীচের লোম পরিস্কার করিবার ব্যাপারে আমাদিগকে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যেন চল্লিশ দিনের অধিক আমরা উহা ছাড়িয়া না দেই। অর্থাৎ উহার কর্তন বা পরিস্কার করার কার্যে চল্লিশ দিনের অধিক সময় যেন অতিক্রম না করে। আর নাসায়ীতে এই কথা বলা হইয়াছে যে, এই সব কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।" ঐ হাদীস আহমাদ, আবূ দাউদ ও তিরমিযীতেও নাসায়ীর শব্দে বর্ণিত হইয়াছে।

وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام لا في حق الرجال ولا في حق النساء.

"আর মাথার চুল সম্পর্কে কথা এই যে, পুরুষদের জন্য হউক অথবা মেয়েদের জন্য হউক কাহারও পক্ষেই ইহরাম বাঁধিবার সময় মাথার চুল কাটা শরীয়তসম্মত নহে।" আর দাড়ি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, উহা মুন্ডন করা বা উহার কিছু অংশ কর্তন করা সব সময়েই হারাম, বরং উহা ছাড়িয়া দেওয়া এবং বর্ধিত করা ওয়াজিব। কারণ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"خالفوا المشركين، وفروا اللحى واحفوا الشوارب".

দাড়ি সম্পর্কে "তোমরা মুশরিকদের বিপরীত আচরণ অবলম্বন কর। দাড়ি বর্ধিত কর আর গোঁফ-মোচ ছোট কর। সহীহ মুসলিমে আবূ হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"جزوا الشوارب، وأرخو اللحى، خالفوا المجوس".

"তোমরা মোচ ছাটিয়া ফেল, দাড়ি ছাড়িয়া দাও, অগ্নি উপাসক সম্প্রদায়ের বিপরীত-ইসলামের নীতি অবলম্বন কর।"

এই যুগে অধিকাংশ মানুষ এই সুন্নাতের বিপরীত আচরণ করার ধর্মীয় মুসীবত এমন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে যে, তাহারা দাড়ির সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে এবং কাফিরদের অনুকরণে এমন সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, ঐ সঙ্গে নারী জাতির সহিত সাদৃশ্য স্থাপনের দিকে ঝুঁকিয়াছে।

لاسيما من ينتسب إلى العلم والتعليم.

বিশেষ করে আফসোস ঐ সমস্ত লোকের জন্য যাহারা বিদ্যাচর্চা ও শিক্ষার সহিত সম্পর্কিত! তাদের জন্য-

إنا لله وإنا إليه راجعون.

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন পড়া ছাড়া গত্যন্তর নাই।

نسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها... وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

আমরা আল্লাহ্‌র নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, তিনি যেন আমাদের এবং মুসলমানদেরকে যাবতীয় সুন্নাত মেনে চলার এবং সুন্নতকে মযবূত সহকারে আঁকড়াইয়া ধরার এবং উহার প্রতি লোকদের আহ্বান জানানোর দিকে আমাদেরকে পরিচালিত করেন, যদিও অধিকাংশ লোক সুন্নত হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে। তবে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম ব্যবস্থাপক। আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত মানুষের জন্য অন্যায় কর্ম ও কষ্টদায়ক বস্তু হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকা এবং লাভজনক কর্মে আত্মনিয়োগ করার কোন শক্তি নাই।

ইহরাম অবস্থায় পরিধেয় বস্ত্র

অতঃপর পুরুষগণ-সিলাইবিহীন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করিবে, লুঙ্গী ও চাদর উভয়ই সাদা এবং পরিস্কার হওয়া মুসতাহাব। এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নিম্নরূপঃ

"وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" أخرجه الامام أحمد رحمه الله.

তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হজ্জ অথবা উমরার জন্য ইহরাম বাঁধার সময় যেন একটি লুঙ্গী ও চাদর এবং এক জোড়া জুতা পরিধান করে। ইমাম আহমাদ (রাহেমাহুল্লাহ) উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আর মেয়েদের বেলায় যে কোন রংয়ের কাপড় পরিধান পূর্বক ইহ্‌রাম বাঁধা বৈধ। উহা কালো, সবুজ অথবা যে কোন রংয়ের হওয়া জায়িয আছে। তবে এই বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যে, তাহাদের পোশাক যেন পুরুষদের পোশাকের মত না হয়। আর যাহারা মেয়েদের ইহরামের জন্য অন্য সব রং বাদে কেবলমাত্র সবুজ বা কালো রংয়ের কাপড় পরিধান করিবার কথা নির্দিষ্ট করিয়া দেন-শরীয়তে তাহাদের এই কথার কোন ভিত্তি নাই।

ইহরাম কালীন নিয়ত

তাহার পর হাত-পায়ের নখ, গোঁফ, বগলের লোম প্রভৃতি পরিস্কার করা এবং গোসল ও ইহরামের কাপড় পরিধানের পর হজ্জ বা উমরা-এই দুই ইবাদতের যেটিই সে করিতে চায় তাহার সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করিবে, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى" ويشرع له التلفظ.

"আমলসমূহ নিয়তের উপরই নির্ভরশীল-প্রত্যেক মানুষ যে উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া নিয়ত করিবে তাহাই সে পাইবে।"

হজ্জ বা উমরা এই দুই ইবাদতের যে কোনটির জন্য সে নিয়ত করিবে, উহা মৌখিক উচ্চারণ করা শরীয়ত সিদ্ধ। অতএব যদি তাহার নিয়ত উমরার জন্য হয় তবে বলিবে-

لَبَّيْكَ عُمْرَةً أَو اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً.

"লাব্বাইকা উমরাতান" কিম্বা "আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান"। আর যদি তাহার নিয়ত হজ্জের জন্য হয়, তবে বলিবেঃ

لَبَّيْكَ حَجًّا أَوْ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ حَجًّا.

লাব্বাইকা হাজ্জান অথবা লাব্বাইকা হাজ্জান।

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপই করিয়াছেন। পরিবহণ পশু হউক অথবা মোটর বা বিমান হউক অথবা অন্য যাই হোক, নির্দিষ্ট পরিবহণের উপর আরোহণের পর উক্ত নিয়তের শব্দ মুখে উচ্চারণ করা উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় সওয়ারী-উটের উপর উপবেশন করিলেন এবং উট মীকাত হইতে সফরের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে লইয়া চলিবার জন্য খাড়া হইল, তখনই তালবিয়া-লাব্বাইক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণের বহুমতের মধ্যে এইটিই বিশুদ্ধতম।

ইহরাম ব্যতীত অন্য ইবাদতে সশব্দে নিয়ত উচ্চারণ বিদ্আত

ইহরাম ছাড়া অন্য কোন ইবাদাতে মৌখিক নিয়তে শব্দ উচ্চারণ করা শরীয়তে বৈধ নয়, কেননা কেবল ইহরামের সময়ই "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম" হইতে ঐরূপে বলিবার কথা বর্ণিত হইয়াছে।

وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له أن لايتلفظ في شيء منها بالنية.

কিন্তু নামায, তওয়াফ বা অন্য যে কোন ইবাদতে নিয়তের কোন শব্দ মুখে উচ্চারণ না করাই উচিত।

فلا يقول: نويت أن أصلي كذا وكذا...

অতএব বলিবে না যে, অমুক অমুক নামায পড়ার নিয়ত করিতেছি,

نويت أن أطوف كذا...

নাওয়াইতু আন্ আতুফা কাযা-আমি অমুক তওয়াফের নিয়ত করিতেছি।

بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة والجهر بذلك أقبح وأشد إثمًا.

বরং মুখে নিয়তের কথা উচ্চারণ করা অভিনব বিদ'আত, আবার জোরেশোরে বলা আরও জঘন্য বিদ'আত এবং শক্ত গোনাহ।

ولو كان التلفظ بالنية مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأو ضحه للأمة بفعله أو قوله ولسبق إليه السلف الصالح.

"যদি নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা শরীয়তে বৈধ হইত, তাহা হইলে এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য উহা স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিতেন এবং আমলে বা বর্ণনায় স্বীয় উম্মতকে উহা পরিস্কার ভাবে বুঝাইয়া দিতেন। উপরন্তু সাল্ফে সালেহীন-সাহাবায়ে কেরাম (রাযিআল্লাহু আনহুম) ও তাবেয়ীগণ আমাদের পূর্বে উহা অবশ্যই করিতেনঃ

فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه المرضيين علم أنه بدعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة" أخرجه مسلم في صحيحه.

অতঃপর যখন উহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হয় নাই এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয়

সাহাবাগণ হইতেও উহার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নাই, অতএব একথা নিশ্চিতরূপে জানা গেল যে, উহা বিদ'আত।

রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমাইয়াছেন, সবচেয়ে খারাপ কাজ হইতেছে-শরীয়তে নব উদ্ভাবিত কাজসমূহ আর শরীয়তে প্রমাণ নাই এমন প্রত্যেক নূতন কাজ গোমরাহী। (সহীহ মুসলিম)

পরিচ্ছেদ-فصل

মীকাতের বর্ণনা

المواقيت خمسة

মীকাত পাঁচটিঃ

প্রথম মীকাতঃ মদীনাবাসীদের জন্য। উহার নাম হইলঃ ذو الحليفة

"যুলহুলাইফা"। আজকাল সর্বসাধারণের মাঝে উহা ابيار علی আবইয়ারে আলী বলিয়া কথিত।

দ্বিতীয় মীকাত হইতেছেঃ الجحفة "আলজুহ্ফাহ" সিরিয়াবাসীদের এবং ঐ রাস্তা দিয়া যাহারা আসিবে তাহাদের জন্য।

জুহ্ফা-রাবাগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি বিরান গ্রাম। যদি রাবাগে পৌঁছিয়াই কেহ ইহ্রাম বাঁধে, তাহাও যথেষ্ট হইবে। কারণ রাবাগ জুহ্ফার অনতিদূরেই অবস্থিত।

তৃতীয় মীকাত হইল ঃ قرن المنازل "করনুল মানাযিল"। উহা নজদ্বাসীদের ইহরাম বাঁধিবার স্থান। আজকাল উহার নাম হইয়াছে "আস্সায়েল"।

চতুর্থ মীকাত হইলঃ يلملم "ইয়ালাম্লাম"। উহা ইয়ামানবাসীদের মীকাত।[১]

পঞ্চম মীকাত হইলঃ ذات عرق "যাতে-ইর্ক"। উহা ইরাকবাসীদের মীকাত।

---

[১]। ইহাই বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান হইতে জলযানে হজ্জযাত্রীদেরও মীকাত। ইয়ালামলাম একটি পর্বতের নাম-সমুদ্র হইতে দেখা যায় না। জাহাজ উহার বরাবর আসার প্রাক্কালে জাহাজের কাপ্তান বা হজ্জযাত্রীদের আমীরগণ উহা জানাইয়া দেন।

উপরোল্লিখিত মীকাতসমূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উল্লেখিত এলাকাবাসীদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং ঐ এলাকাবাসী ছাড়া অন্যান্য স্থানের লোক যাহারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে ঐ মীকাত দিয়া অতিক্রম করিবেন তাঁহাদের জন্যও উহা নির্ধারণ করিয়াছেন।

ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করা হারাম

والواجب على من مر عليها أن يحرم منها ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون احرام...

"যে ব্যক্তি ঐ মীকাত অতিক্রম করিবে, তাহার জন্য ঐখানেই ইহরাম বাঁধিয়া লওয়া ওয়াজিব হইবে এবং ইহরাম ব্যতীত ঐস্থান দিয়া অতিক্রম করা হারাম হইবে যখন হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌছিবার এরাদা রাখিবে। স্থলপথে ঐ স্থান অতিক্রম করা হউক অথবা আকাশ পথে উহক। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী ঐরূপ ব্যাপক অর্থে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة".

"ঐ মীকাতগুলি ঐ এলাকাবাসীদের জন্য। আর যাহারা হজ্জ ও উমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে পৌছিবে, তাহাদের জন্যও মীকাত নির্ধারিত।" স্থল পথে ঐ স্থান অতিক্রম করা হউক অথবা আকাশ পথে হউক। আর যাহারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্য লইয়া মক্কার আকাশপথে আসিবার এরাদা করিবে তাহাদের জন্য বিমানে আরোহণের পূর্বেই গোসল প্রভৃতির মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সারিয়া লইবে। অতঃপর যখন মীকাতের কাছে পৌছিবে তখন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করিবে, তারপর যদি দীর্ঘ সময় থাকে তবে "লাব্বায়কা" বলিয়া উমরার ইহরাম বাঁধিবে। আর যদি সময় সংকীর্ণ হয় তবে লাব্বাইকা বলিয়া হজ্জের ইহরাম বাঁধিবে। আর যদি বিমানে আরোহণের পূর্বে কিংবা

মীকাতের নিকট পৌঁছিবার পূর্বে কোন হজ্জযাত্রী লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করিয়া নেয় তাতেও কোন দোষ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে হজ্জের ইবাদতে শামিল হইয়াছে, একথা মনে করা চলিবে না। অর্থাৎ "লাব্বাইকা" মুখে উচ্চারণ করা চলিবে না। কিন্তু যখনই জানিতে পারিবে যে, জলযান বা বিমান-মীকাতের কাছাকাছি কিংবা উহার বরাবর স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, তখন "লাব্বাইকা" বলিয়া ইহরামের নিয়ত করিতে হইবেঃ

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات.

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাত ছাড়া ইহরাম বাঁধেন নাই।

الواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم.

উম্মতে মোহাম্মদীর উপর অবশ্যই কর্তব্য এই যে, তাহারা যেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থাপিত দ্বীনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় হজ্জের বিষয়েও তাঁহার পূর্ণ অনুসরণ করিয়া চলে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

তোমাদের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যাবতীয় কাজে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে বলিয়াছেনঃ

"خذوا عني مناسككم".

"তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের আহকামসমূহ গ্রহণ কর।"

হজ্জ অথবা উমরাহ ব্যতীত অন্য কোনও উদ্দেশ্য লইয়া যাহারা মক্কায় আসে তাহাদের জন্য ইহরাম বাঁধা জরুরী নহে। যেমন ব্যবসায়ী, লাকড়ী সংগ্রহকারী, ডাক পিয়ন ইত্যাদি। তবে ইহারা যদি নিজেরা ইহা

করিতে চায়, করিতে পারে। ইহার প্রমাণ স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস বর্ণিত।

"هن لهن ولمن أتي عليهن"-

এই সব "মীকাত" ইহরাম বাঁধার স্থান তাহাদের জন্য যাহারা হজ্জ ও উমরার উদ্দেশ্যে আগমনকারী এবং ঐ সমস্ত লোকদের জন্যও যাহারা ঐ মীকাত অতিক্রম করে।

যে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইরাদা ব্যতীত মীকাতের নিকট দিয়া অতিক্রম করিবে তাহার জন্য ইহরাম জরুরী নহে। স্বীয় বান্দাদের উপর দ্বীনকে সহজ করিবার জন্য ইহা আল্লাহ্ তাআলার অন্যতম রহমত। সুতরাং ইহার জন্য আল্লাহ্ তাআলার হামদ এবং শোকর। উহার আর একটি প্রমাণ এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মক্কা বিজয়ের বৎসরে সাহাবাগণ সমভিব্যহারে মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি ছিলেন সৈনিকের বেশে লৌহ শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায়। সেই সময় তিনি ইহরাম বাঁধেন নাই বা সাহাবাগণকেও উহা বাঁধিবার নির্দেশ দেন নাই। কেননা তখন তিনি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে নয়, বরং মক্কা বিজয় এবং কাবার অভ্যন্তরে যে শিরক প্রচলিত ছিল তাহা দূর করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন।

মীকাতের চতুঃসীমায় অবস্থানকারীদের জ্ঞাতব্য

وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة...

মীকাতের চতুঃসীমার ভিতরে যাহাদের বাসস্থান যেমনঃ জেদ্দা, উম্মুসসালাম, বাহরাহ-তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী একটি স্থান- আশ্‌শারায়েঅ, বদর, মাসতুরাহ প্রভৃতি স্থানসমূহে অবস্থানকারীগণকে হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য উল্লেখিত পাঁচটি মীকাতের মধ্যে কোন একটির নিকটও পৌঁছাইতে বা যাইতে হইবে না।

بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه.

"বরং তাহাদের অবস্থান স্থলই তাহাদের মীকাত স্বরূপ।" অতঃপর হজ্জ বা উমরার ইরাদা করিলে ঐ স্থান হইতেই ইহরাম বাঁধিবে। আর যদি কাহারও মীকাতের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে দুই স্থানেই বাসস্থান থাকে তবে তাহার জন্য এখ্‌তিয়ার আছে যেখান হইতে ইচ্ছা সেখান হইতেই ইহরাম বাঁধিতে পারে। অথবা যদি সে ইচ্ছা করে তাহার বাসস্থান হইতেই ইহরাম বাঁধিতে পারে, যাহা মীকাত হইতে মক্কার অধিক নিকটবর্তী।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাতের উল্লেখ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়াছেনঃ

"ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة". أخرجه البخاري ومسلم.

"যাহারা মীকাতের ভিতরে অবস্থান করে তাহাদের ইহরাম বাঁধিবার স্থান হইবে তাহাদের নিজস্ব অবস্থানস্থল, এমন কি মক্কার লোক মক্কাতেই ইহরাম বাঁধিবে।" (বুখারী-মুসলিম)

لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة.

"কিন্তু যে ব্যক্তি উমরার ইরাদা করিবে 'হারাম' সীমায় থাকা অবস্থায় তাহাকে হারামের সীমানা হইতে বাহির হইয়া আসিতে হইবে এবং হারামের চতুঃসীমার বাহিরে গিয়া উমরার ইহরাম করিতে হইবেঃ

لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه.

কেননা নবী সহধর্মিনী হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উমরাহ পালন সম্পর্কে তাঁহার আকাঙ্খার কথা জানাইলেন, তখন হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আয়িশার (রাযিআল্লাহু আনহা) সহোদর ভ্রাতা আবদুর রহমানকে তাঁহার ভগ্নি আয়িশাকে (রাযিআল্লাহু আনহা) সঙ্গে লইয়া হারাম সীমার বাহিরে যাওয়ার এবং সেখান হইতে ইহরাম বাঁধিয়া লইয়া আসার হুকুম প্রদান করিলেন।

ইহাতে বুঝা গেল যে, হারামের সীমানার ভিতরে অবস্থানকারীগণ উমরাহ করা কালে হারাম সীমার ভিতরে ইহরাম বাঁধিবে না। বরং হারাম হইতে বাহিরে আসিতে হইবে। এখন রহিল পূর্বোল্লিখিত ইবনে আব্বাসের হাদীস যাহার সারমর্ম "মক্কাবাসীগণ মক্কা হইতেই ইহরাম বাঁধিবে" উহা কেবল মাত্র হজ্জের জন্য প্রযোজ্য উমরার জন্য প্রযোজ্য নহে। কেননা উমরার ইহরাম হারাম সীমার অভ্যন্তরে বৈধ হইলে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)- কে উহার অনুমতি দিতেন এবং হারাম সীমার বাহিরে পৌঁছাইয়া উমরার ইহরাম বাঁধার জন্য কষ্ট স্বীকারের নির্দেশ দিতেন না। ইহা একটি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ব্যাপার। ইহাই অধিকাংশ আলেমগণের উক্তি এবং মুমিনের জন্য সন্দেহাতীত পন্থা। কেননা উহাতে উভয় হাদীসের প্রতি আমল করা হইল। আল্লাহ্ তাআলাই হইতেছেন তাওফীকদাতা

হজ্জের পর বেশী সংখ্যায় উমরাহ করা শরীয়তসম্মত নহে

পূর্বে উমরাহ করা সত্ত্বেও উহার পর কিছু সংখ্যক লোক হজ্জের পর অধিক সংখ্যক উমরাহ করার আগ্রহ প্রবণতায় 'তানয়ীম' বা জে'এরানা নামক স্থানে গিয়া উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধিয়া আসে। ইহার কোন দলীল নাই। বরং সমুদয় দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উহা না করাই উত্তম।

لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج.

"কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম)গণ হজ্জ হইতে ফারেগ হওয়ার পর কখনই এরূপ উমরাহ করেন নাই।"

অবশ্য তানয়ীম হইতে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর উমরাহ শুরু করার বিষয়টি সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, উহা শুধু এই কারণে হইয়াছিল যে, স্বীয় মাসিক-ঋতু শুরু হওয়ার কারণে তিনি লোকদের সহিত মক্কায় প্রবেশকালে উমরাহ সমাপন করিতে পারেন নাই। ফলে হজ্জের পর পাকসাফ অবস্থায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সেই উমরাহ যাহা মীকাত হইতে শুরু করিয়াছিলেন তাহা ঋতুর কারণে বাতিল হইয়া যাওয়ায় উহার পরিবর্তে নতুনভাবে উমরাহ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ফলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহাকে সেই অনুমতি প্রদান করেন।

এইভাবে তাঁহার দুইটি উমরাহ্ পালন হইয়া গেল-একটি হজ্জের সহিত সম্পাদিত উমরাহ, অপরটি এই পৃথক উমরাহ। অতএব যদি কেহ হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর মত অবস্থার সম্মুখীন হন, তাহা হইলে তিনি হজ্জের পরও উমরাহ করিতে পারেন। এইভাবে শরীয়তের সমস্ত দলীল মুতাবিক কার্য সম্পাদিত হইবে এবং হজ্জে সকল মুসলমানের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা হইবে। হজ্জের পর হাজীদের মক্কায় প্রবেশকালীন উমরাহ ছাড়া আর একটি উমরাহ করিতে উদ্যোগী হওয়া সকলের জন্যই কষ্টের কারণ হইয়া থাকে। কেননা, উহাতে একদিকে লোকদের ভয়ঙ্কর ভিড় হয়, দুর্ঘটনা আশঙ্কা দেখা দেয়, অপরদিকে উহা দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত এবং সুন্নতের পরিপন্থী কাজ করা হয়। সঠিকভাবে সুন্নতের অনুসরণ করিয়া চলার তাওফীক দানকারী হইলেন একমাত্র মহান আল্লাহ্ তাআলা।

হজ্জের সময় ছাড়া অন্য সময় মীকাত অতিক্রমকারীদের করণীয়

জানিয়া রাখা কর্তব্য মীকাত অতিক্রমকারীদের করণীয় কাজসমূহে দুইটি নিয়ম রহিয়াছেঃ

প্রথমঃ হজ্জের মওসূম ছাড়া যেমন রমযান অথবা শা'বান মাসে যদি কেহ মীকাতে পৌঁছে তবে তাহার জন্য সুন্নত তরীকা হইতেছে এই যে, সে অন্তরে উমরার নিয়তে ইহরাম বাঁধিবে এবং এইভাবে মুখে সশব্দে লাব্বাইকা উচ্চারণ করিবেঃ

لَبَّيْكَ عُمرَةً أَوْ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً.

লাব্বাইকা উমরাতান অথবা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান।

উহার পর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ন্যায় এইভাবে তালবিয়া পাঠ করিতে থাকিবেঃ

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

"লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা লা শরীকা লাকা লাব্বায়কা, ইন্নাল্ হাম্‌দা ওয়ান্ নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা-শারীকা লাকা।

আমি হাযির তোমার দরবারে, আয় আল্লাহ্! তোমার দ্বারে আমি হাযির, তোমার কোনই অংশীদার নাই। তোমার দরবারে উপস্থিত হইয়াছি। সর্বপ্রকার প্রশংসা এবং নি'য়ামত সামগ্রী সবকিছুই তোমার, সর্বযুগে ও সর্বত্র তোমারই রাজত্ব, তোমার কোন অংশীদার নাই।

এই তালবিয়া খুব বেশী মাত্রায় পড়িতে থাকিবে এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু এর অধিক মাত্রায় যিক্‌র করিতে থাকিবে। অতঃপর এইভাবে তালবিয়া এবং যিক্‌র করিতে করিতে যখন আল্লাহ্‌র ঘর কাবায়

পৌঁছিবে, তখন তালবিয়া পড়া বন্ধ করিয়া দিবে এবং সাতবার আল্লাহ্‌র ঘরের তওয়াফ করিবে। তওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পিছনে দুই রাকাত নামায পড়িবে। তারপর সাফার দিকে যাইবে এবং সাফায় পৌঁছিয়া সাফা-মারওয়ার মধ্যভাগ সাতবার সাঈ করিবে। ইহার পর মাথার চুল মুন্ডন করিবে অথবা ছোট করিবে।

এই নিয়মে তাহার উমরাহ পূর্ণ হইয়া গেল এবং ইহরামের কারণে যাহা যাহা হারাম ছিল তাহা এখন হালাল হইয়া গেল।

আর দ্বিতীয় হইল হজ্জঃ হজ্জের মাসগুলিতে মীকাতে পৌঁছা আর ঐগুলি হইতেছে শওয়াল, যিলক্বদ, এবং যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক- এই সময়ের মধ্যে আগমনকারীদের জন্য নিম্নলিখিত তিন নিয়মের যে কোন একটি নিয়ম তাহাদের অবলম্বন করার ইখ্‌তিয়ার আছে।

একঃ কেবলমাত্র হজ্জ। দুইঃ কেবলমাত্র উমরাহ। তিনঃ হজ্জ ও উমরাহ উভয়ই একসাথে।

কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিলক্বদ মাসে বিদায় হজ্জে মীকাতে পৌঁছিয়া সাহাবাদেরকে (রাযিআল্লাহু আনহুম) এই তিন নিয়মের যে কোন একটি অবলম্বনের ইখ্‌তিয়ার দিয়েছিলেন।

কিন্তু সুন্নত নিয়ম এই যে, ইহ্‌রাম বাঁধার সময়ে যাহার সহিত কোরবানীর জানোয়ার না থাকে সে কেবলমাত্র উমরার ইহরাম বাঁধিবে এবং হজ্জের নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে উমরাহ করার নিয়মে- যাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে ঐ নিয়মে উহা পালন করিবে। কারণ সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) যখন মক্কার নিকটবর্তী হইলেন তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদের হজ্জের ইহরামকে উমরার হিসাবে গণ্য করিবার নির্দেশ দেন এবং ঐ বিষয়ে তাঁহাদেরকে মক্কায় গিয়া জোর তাকীদও দেন। সে মতে সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করিলেন, সাফা মারওয়াহ সাঈ করিলেন

এবং মাথার চুল ছোট করিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মুতাবিক ইহরাম ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত ইহরামকারীগণ যাহাদের সহিত কোরবানীর জানোয়ার ছিল তাঁহারা উমরাহ সমাপন করার পর ইহরাম অবস্থায় রহিয়া গেলেন। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদিগকে ১০ই যিলহজ্জে কোরবানী করার পর হালাল না হওয়া পর্যন্ত ইহরাম অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعًا.

ইহরামের সময়ে অথবা মক্কায় প্রবেশের পূর্বে কোরবানীর জানোয়ার যাহার সহিত থাকিবে তাহার জন্য সুন্নত নিয়ম এই যে, সে ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার ইহরাম একই সাথে বাঁধিবে।

لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي وأمر من ساق الهدي من أصحابه وأهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته.

"কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বয়ং ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং তিনি কোরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আর যে সমস্ত সাহাবা (রাযিআল্লাহু আনহুম) কোরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনিয়াছিলেন অথচ কেবল উমরার ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন, তাহাদেরকেও তিনি নির্দেশ দিলেন যে, তাহারা উমরার ইহরামের সাথে হজ্জের ইহরামও বাঁধিবে এবং আল্লাহুম্মা লাব্বায়কা হাজ্জাতান ও উমরাতান বলিবে। আর মক্কায় পৌঁছাইয়া উমরাহ সমাপনের পরই হালাল হইবে না; বরং হজ্জ সমাপন করিয়া কোরবানীর দিবসে কোরবানীর পর হালাল হইবে। আর যাহারা কেবলমাত্র হজ্জের ইহরাম বাঁধে, উমরার নিয়ত করে না, অথচ কোরবানীর জন্য জানোয়ার সঙ্গে আনে তাহারাও ইহরাম অবস্থায় থাকিয়া যাইবে এবং (উমরাহ ও হজ্জ দুইটি সমাপন করার পর ১০ই যিলহজ্জ ইহরাম ছাড়িবে।)[১] হজ্জে-কেরানকারীদের ন্যায় তাহারা কোরবানীর দিবসে হালাল হইয়া যাইবে।

[১]। অনুবাদকের ব্যাখ্যা।

অতএব ইহা দ্বারা জানা গেল, যে ব্যক্তি শুধু হজ্জের অথবা হজ্জ ও উমরাহ উভয়েরই নিয়ত করিয়াছে অথচ তাহার সহিত কোরবানীর জানোয়ার নাই, তাহার জন্য মক্কায় পৌঁছাইয়া আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ, সাফা মারওয়াহ সাঈ এবং মাথার চুল ছোট করার পর অর্থাৎ উমরাহ সমাপনের পর ইহরাম অবস্থায় থাকা আদৌ উচিত হইবে না।

بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك إلا أن يخشي فوات الحج.

বরং তাহার জন্য সুন্নত পদ্ধতি এই যে, হজ্জে কেরানের নিয়ত এর ইহরামকে উমরার ইহরাম গণ্য করিয়া তওয়াফ ও সাঈ-এর পর মাথার চুল ছোট করিয়া ইহরাম ছাড়িয়া দিবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সমস্ত সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) যাহাদের সহিত কোরবানীর জানোয়ার ছিল না অথচ শুধু হজ্জের বা হজ্জ-উমরাহ উভয়েরই একত্রে নিয়ত করিয়া ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ঐরূপ হালাল হওয়ার হুকুম দিয়াছিলেন।

হ্যাঁ, তবে যদি অবস্থা এইরূপ হয় যে, ঐ ধরনের নিয়ত করার পর মক্কায় পৌঁছাইতে দেরী হইয়া গেল, যান-বাহন প্রভৃতির গোলযোগের জন্য রাস্তায় এত দেরী হইয়া গেল যে, উমরাহ পূর্ণ করার পর হজ্জ ছুটিয়া যাওয়ার আশংকা দেখা দিল, তাহার জন্য ঐ অবস্থায় একই ইহরামে হজ্জ ও উমরাহ করা জায়েয হইবে। এই অবস্থায় ইহরাম না ছাড়িয়া "আল্লাহুম্মা লাব্বায়েকা হাজ্জাতান" বলিয়া তালবিয়া পড়িতে পড়িতে মীনা চলিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় সাবেক ইহরাম না ছাড়িলে কোন দোষ হইবে না।

পথে অসুস্থ হইলে অথবা দুশমন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তির আশংকা দেখা দিলে ইহরাম বাঁধিবার নিয়ম

কোন ইহরামকারী তাহার অসুস্থতা, শত্রুর ভয়, অথবা অনুরূপ অন্য কোন কারণে হজ্জের অনুষ্ঠানগুলি পালন করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া আশংকা হইলে তাহার নিম্নলিখিত দোআ পাঠ করা উত্তম হইবেঃ

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ.

"যদি কোন বাধাদায়ক বস্তু আমায় হজ্জের অনুষ্ঠান পুরাপুরি আদায়ে বাঁধা দেয়, তবে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যেখানেই আটকাইয়া দিবে সেখানে আমার ইহরাম ভঙ্গ হইবে, ফলে আমি হালাল হইয়া যাইব।

ইহার স্বপক্ষে যুবাআ'হ বিনতে যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব-এর হাদীসটি উল্লেখযোগ্য।

যুবাআ'হ বিনতে যুবাইর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একদা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি হজ্জ করার ইরাদা রাখি, কিন্তু আমি পীড়িত! এখন আমার কি করা উচিত?

তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

"حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني". (متفق عليه)

"তুমি হজ্জে বাহির হও এবং ইহরামের সময় শর্ত আরোপ কর - হে আল্লাহ্! অসুখ প্রভৃতি কারণে আমাকে তুমি যেখানেই আটকাইয়া দিবে সেখানেই আমার ইহরাম শেষ হইবে, আমি তখনই হালাল হইয়া যাইব।"

এই শর্তারোপের উপকারিতা এই যে, মুহরিম ব্যক্তির উপর যখন অসুস্থতা দুশমন প্রভৃতির বিপদাশংকা তাহার হজ্জের আরকান পুরা করিতে বাঁধা সৃষ্টি করে, যাহার ফলে ইহরাম পরিত্যাগ করিতে হয় এইরূপ অবস্থায় তাহাকে কোন ক্ষতিপূরণ বা কাফ্ফারা দিতে হইবে না।

পরিচ্ছেদ-فصل

حج الصغار

অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়েদের হজ্জ

ছোট বালক-বালিকার হজ্জ সিদ্ধ হইবে। সহীহ মুসলিম শরীফে ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন মহিলা তাঁহার এক শিশু পুত্রকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই শিশুর কি হজ্জ হইবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তরে বলিলেন,

"نعم ولك أجر".

হ্যাঁ, তাহার হজ্জ হইয়া যাইবে, আর উহার সওয়াব তুমি পাইবে।

সহীহ বুখারী শরীফে সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين".

"আমার বয়স যখন সাত বৎসর, তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করান হয়।"

তবে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের হজ্জ ইসলামের ফরয হজ্জ হিসাবে গণ্য হইবে না। অনুরূপভাবে গোলাম ও বান্দী-কৃতদাস ও কৃতদাসীরও তাহাদের মনিবদের সহিত হজ্জ করিলে উহা ফরয হজ্জরূপে আদায় হইবে না। ইহার দলীল হইতেছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাদীস যাহাতে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخري، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخري"، (أخرجه ابن أبي شيبـــة والبيـــهقي بإسناد حسن).

"যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক অথবা বালিকা-তাহার অভিভাবকের সহিত হজ্জ করিল, বয়প্রাপ্ত এবং সামর্থের অধিকারী হওয়ার পর তাহার উপর পুনঃ হজ্জ ফরয হইবে। আর যে গোলাম তাহার মনিবের সঙ্গে হজ্জ করিল, তারপর সে আযাদ হইল এবং হজ্জের সামর্থ অর্জন করিল তখন তাহার উপর দ্বিতীয় বার হজ্জ ফরয হইবে।

এই হাদীস ইবনে শায়ব মুহাদ্দিস এবং ইমাম বায়হাকী প্রামাণ্য সনদে রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

অতঃপর জ্ঞাতব্য এই যে, বালক যদি ভাল-মন্দ ও পবিত্র-অপবিত্র বোধশুন্য হয় তবে তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষে নিয়ত করিয়া লইবে। সেলাই করা কাপড় ছাড়াইয়া তাহাকে সেলাইবিহীন কাপড় পরাইবে এবং তাহার পক্ষ হইতে তালবিয়া পড়িবে। এইভাবে বাচ্চা মুহরিম বলিয়া গণ্য হইবে। সুতরাং প্রাপ্তবয়স্ক মুহরিমের জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহার জন্যও তাহা নিষিদ্ধ হইবে। ঐ একইভাবে যে বালিকা অনুরূপ ভালমন্দ ও পবিত্র-অপবিত্র বোধশুন্য, তাহার অভিভাবক তাহার পক্ষে ইহরামের নিয়ত করিয়া তাহার পক্ষ হইতে তালবিয়া পাঠ করিবে এবং এইভাবে সে মুহরিমা হইয়া যাইবে। আর বয়স্কা মুহরিমার জন্য যাহা নিষিদ্ধ তাহা উহার জন্যও নিষিদ্ধ হইবে। তওয়াফের সময় তাহার কাপড় এবং দেহ পাক-সাফ রাখিতে হইবে। কেননা তওয়াফ নামাযেরই অনুরূপ। নামাযের জন্য শরীর ও কাপড় পাক-সাফ হওয়া যেমন শর্ত, তাওয়াফের জন্যও তাই।

আর বালক ও বালিকা যদি বোধ-শক্তি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ পাক-নাপাকির জ্ঞান রাখে, তবে তারা অভিভাবকের অনুমতি লইয়া ইহরাম

বাঁধিবে এবং তাহারা ইহরামের সময় ঐ নিয়মগুলি পালন করিবে যাহা বয়স্করা করিয়া থাকে-অর্থাৎ গোসল করা, সুগন্ধি মাখা প্রভৃতি কাজসমূহ। হজ্জ সম্পর্কীয় প্রয়োজনীয় কাজগুলির তত্ত্বাবধান করিবে তাহাদের অভিভাবকগণ-তাহারা পিতা হউন অথবা অন্য কেহ। কঙ্কর মারা প্রভৃতি যেসব কাজ করিতে তাহারা অসমর্থ তাহাদের অভিভাবকগণ তাহা তাহাদের পক্ষ হইতে করিয়া দিবে। এই গুলি ছাড়া অন্যান্য কাজগুলি নিজেই করিবে যেমন আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রি যাপন, তওয়াফ এবং সাঈ করা। আর যদি নাবালক ও নাবালিকাগণ তওয়াফ, সাঈ প্রভৃতি করিতে অপারগ হয় সেই অবস্থায় তাহাদিগকে উঠাইয়া লইয়া তওয়াফ এবং সাঈ করাইতে হইবে।

এক্ষেত্রে উত্তম পন্থা এই যে, তাওয়াফ ও সাঈ উভয়ের একত্রে সম্পাদন করা চলিবে না। বরং বালক-বালিকার জন্য তওয়াফ ও সাঈ-এর নিয়ত করিবে এবং নিজের জন্য পৃথক তওয়াফ ও পৃথক সাঈ করিবে। ইবাদতের ক্ষেত্রে ইহাই সাবধানতামূলক নীতি আর ইহাতে ঐ হাদীস শরীফ মুতাবিক আমল হইবে যে হাদীসে বলা হইয়াছেঃ

"دع ما يريبك إلى ما لايريبك".

"সন্দিগ্ধ কথা পরিত্যাগ করিয়া সন্দেহমুক্ত কথার প্রতি আমল কর।"

কিন্তু যদি বাহক তার নিজের এবং তার পরিবাহিত বাচ্চার তওয়াফ এবং সাঈ-এর নিয়ত একসঙ্গে করে তবে আলেমগণের দুই প্রকার উক্তির মধ্যে বিশুদ্ধতর উক্তি মুতাবিক ইহাও যথেষ্ট হইবে।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই মেয়েটিকে পৃথকভাবে তওয়াফ করার হুকুম প্রদান করেন নাই, যে মেয়েটি স্বীয় বাচ্চার হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যদি উহা ওয়াজিব হইত, তাহা হইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে উহা স্পষ্টভাবেই বলিয়া দিতেন। একমাত্র আল্লাহ্ই তওফীকদাতা।

আর যে বালক ও বালিকা পাক-নাপাকির জ্ঞান রাখে তাহাকে তওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে নাপাক হইতে পাক হওয়ার এবং ওযূ অবস্থায় থাকার নির্দেশ দিতে হইবে- বয়স্ক মুহরিম ঠিক যেরূপ পবিত্র অবস্থায় থাকে। ছোট বালক-বালিকাদের পক্ষ হইতে তাহাদের অভিভাবকের প্রতি ইহরাম বাঁধা ওয়াজিব নহে, যদি সে উহা করে, তাহা হইলে সেজন্য নেকী পাইবে আর যদি উহা পরিহার করে তবে সেজন্য তাহার উপর কোন দোষ বর্তিবে না। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ-فصل

في محظورات الإحرام

ইহরাম অবস্থায় যাহা নিষিদ্ধ এবং যাহা সিদ্ধ

ইহরামের নিয়ত করার পর মুহরিমের জন্য- সে পুরুষ হউক অথবা স্ত্রীলোক নিজের চুলের কিছু অংশ কর্তন করা বা নখ কাটা কিংবা সুগন্ধি মাখা সিদ্ধ নয়। বিশেষ করে পুরুষদের জন্য ঐ পোশাক পরিধান জায়েয নহে যাহা মুলতঃ সেলাই করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে, যেমন গেঞ্জী, পায়জামা, চামড়ার মোজা, পশমী ও কাপাশ সুতার মোজা। হ্যাঁ যদি লুঙ্গী না পায় তবে তাহার জন্য পায়জামা পরা চলিবে। অনুরূপভাবে জুতা না পাইলে চামড়ার মোজা পরিবে, তাই বলিয়া ঐ মোজার কিয়দাংশ অর্থাৎ পায়ের গিরার উপরাংশ কাটিয়া ফেলার প্রয়োজন হইবে না। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل".

"যে ব্যক্তি জুতা না পাইবে, সে চামড়ার তৈয়ারী মোজা পরিধান করিবে, আর যে লুঙ্গী না পাইবে, সে পায়জামা ব্যবহার করিবে।"

আর ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যাহাতে উল্লেখিত হইয়াছে যে, ইহরাম অবস্থায় জুতা না পাইলে খুফফাইন অর্থাৎ চামড়ার মোজার পায়ের গিরার উপরাংশ কাটিয়া পরিধান করিবে। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, উক্ত হাদীসটি মানসুখ অর্থাৎ উহার হুকুম রহিত হইয়াছে। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাদীসটি বলিয়াছিলেন বিদায় হজ্জে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে। মদীনায় থাকা অবস্থায় যখন তাঁহাকে মুহরিমের জন্য পরিধেয় বস্ত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, তখন তিনি এরূপ বলিয়াছিলেন। তারপর যখন বিদায় হজ্জে আরাফায় খুৎবা প্রদান করেন

ঐ সময় জুতা না পাওয়া অবস্থায় চামড়ার মোজা পরিধান করার অনুমতি দেন, উহাতে ঐ মোজার পায়ের গিরার উপরাংশ কাটিয়া ফেলার নির্দেশ প্রদান করেন নাই। আরাফার এই খুৎবায় ঐ সব লোক উপস্থিত ছিলেন যাহারা মদীনায় প্রদত্ত হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বের নির্দেশ শুনেন নাই। এহেন প্রয়োজন মুহূর্তে ঐরূপ গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা স্থগিত রাখা বিধিসম্মত নহে, ইহা উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্‌হের সুবিদিত কথা। অতএব শেষোক্ত হাদীস দ্বারা চামড়ার মোজার পায়ের গিরার উপরাংশ কাটার নির্দেশ মানসুখ হওয়া সাব্যস্ত হইতেছে। যদি উহা কাটিয়া ফেলা ওয়াজিব হইত, তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার শেষ উক্তিতে উহা অবশ্যই প্রকাশ করিতেন। ওয়াল্লাহু আলামু- আল্লাহই অধিক জানেন।

আর মুহরিমের জন্য ঐ ধরনের চামড়ার মোজা পরিধান করা সিদ্ধ যাহা পায়ের গিরার নীচে পর্যন্ত প্রস্তুতকৃত, কেননা উহা জুতার পর্যায়ভুক্ত আর মুহরিমের জন্য লুঙ্গীতে গিরা দিয়া বাঁধা কিংবা সুতা ফিতা বা রশি জাতীয় কিছু দিয়া বাঁধিয়া লওয়া জায়েয। কেননা ঐ ধরনের কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কোন দলীল নাই। মুহরিমের জন্য গোসল করা এবং মাথা ধৌত করা জায়েয এবং যখন মাথা চুলকাইবার দরকার হইবে, তখন ধীরে ধীরে সহজভাবে চুলকাইবে। এই চুলকানোর কারণে মাথা হইতে চুল, খুসকী প্রভৃতি কিছু পড়িলে কোন দোষ হইবে না- অর্থাৎ উহার কারণে কোন কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। ইহরামকালে মহিলাদের জন্য সিলাইকৃত বোরকা অর্থাৎ মুখাবরণ, মুখাচ্ছাদন বস্ত্র পরিধান করা হারাম এবং হাত- মোজা পরিধান করাও হারাম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামকারী মেয়েদের সম্পর্কে এই বলিয়া নির্দেশ প্রদান করিয়াছেনঃ

"لاتنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري.

মেয়েরা মুখাচ্ছাদন পরিবে না এবং দস্তানা- হাত মোজাও পরিবেনা। (বুখারী)

দস্তানা হইতেছে সেই হাত মোজা যাহা পশমী কিংবা তুলার সুতায় অথবা অন্য কিছুর দ্বারা দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত বানানো হয়। ইহা ছাড়া মেয়েদের জন্য অন্যান্য সিলাই করা কাপড় পরা বৈধ হইবে, যেমন কামীজ, জামা, পায়জামা, পায়ের জন্য চামড়ার মোজা, সূতী মোজা ইত্যাদি। অনুরূপভাবে মেয়েদের যখন প্রয়োজন দেখা দিবে তখন তাহাদের মুখমন্ডলের উপর উড়না লটকানো জায়েয হইবে, তবে ঐ অবগুণ্টন বন্ধনী ছাড়া হইতে হইবে।

যদি উড়না মেয়েদের মুখ স্পর্শ করে তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি নাই ; যেমন আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেনঃ

"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأخرج الدارقطني من حديث أم سلمة مثله.

"যখন আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহিত বিদায় হজ্জযাত্রী ছিলাম তখন আমাদের পার্শ্ব দিয়া কাফেলা অতিক্রম করিত। যখন কাফেলার লোকজন আমাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিত, তখন আমরা মাথা হইতে চাদর চেহারার উপর ঝুলাইয়া দিতাম আর যখন তাহারা আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইত তখন আমরা মুখের উপর হইতে কাপড় তুলিয়া দিতাম।" এই হাদীস আবূ দাউদ ও ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করিয়াছেন। ইমাম দারাকুতনী উম্মে সালমা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে অনুরূপ হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন। অনুরূপভাবে মেয়েরা যদি তাহাদের হস্তদ্বয় বস্ত্র বা অন্য

কিছু দ্বারা ঢাকিয়া রাখে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। বরং পর পুরুষের উপস্থিতিতে নারীদের চেহারা এবং হাত ঢাকিয়া রাখা ওয়াজিব ; কারণ উহা ঢাকিয়া রাখারই বস্তু-আওরাত। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ﴾.

নারীরা তাহাদের সৌন্দর্য তাহাদের স্বামী ব্যতীত অন্য কাহারও সম্মুখে প্রকাশ করিবে না। (সূরা নূরঃ ৩১)

তিনি আরও বলিয়াছেনঃ

ولا ريب أن الوجه والكفين من أعظم الزينة والوجه في ذلك أشد وأعظم.

"এবং নিঃসন্দেহে নারীদের মুখমন্ডল ও হস্তের অগ্রভাগ সৌন্দর্যের স্থল, বিশেষ করিয়া মুখমন্ডল এই ব্যাপারে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মারাত্মক উপাদান। আল্লাহ্ তাআলা এসম্পর্কে সাবধান করিয়া বলিয়াছেনঃ

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْئَلُوْهُنَّ مِن وَّرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ﴾. الآية.

"আর যখন তোমরা পর নারীর নিকট কোন বস্তু চাহিবা, তখন পর্দার আড়াল হইতে চাহিবা, যেন একে অপরকে দেখিতে না পাও। ইহা তোমাদের ও তাহাদের হৃদয়ের জন্য পবিত্র পন্থা।"

(আল-আহ্যাবঃ ৫৩-৫৪)

وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا أصل له في الشرع فيما نعلم-

ولو كان مشروعًا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته و لم يجز له السكوت عنه.

"আর বস্তুত পক্ষে অধিকাংশ নারী (পাংখাজালী নামক) যে এক প্রকার মুখাবরণী ইহরাম অবস্থায় ব্যবহার করিবার অভ্যাস করিয়াছে, যাহাতে উড়নাটা মুখ হইতে উপরে উঠাইয়া রাখা হয়, আমাদের জানা মতে শরীয়তে উহার ভিত্তি নাই। যদি শরীয়তে উহা সিদ্ধ হইত, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মতের জন্য উঁহা অবশ্যই বর্ণনা করিয়া যাইতেন। এই ব্যাপারে তিনি কিছুতেই নীরব থাকিতেন না।"

ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه ... وإبدالها بغيرها.

"মুহরিম পুরুষ অথবা নারী যে কাপড় পরিধান করিয়া ইহরাম গ্রহণ করিয়াছে ঐ কাপড় ময়লা হইলে অথবা ঘর্মে সিক্ত কিংবা অন্য কোন অনুরূপ কারণে উহা ব্যবহারের অযোগ্য হইলে উহা ধুইতে পারে এবং ঐ কাপড় বদলাইয়া অন্য কাপড় পরিতে পারে। জাফরান বা কুসুম রঞ্জিত কাপড় মুহরিমের জন্য পরা জায়েয নহে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে উমরের (রাযিআল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসে ঐরূপ কাপড় পরিতে নিষেধ করিয়াছেনঃ

ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال.

"বেহায়াপনা, শরীয়ত পরিপন্থী কথা ও কাজ এবং বিবাদ-বিসংবাদমূলক কথা পরিত্যাগ করা মুহরিমের জন্য ওয়াজিব, যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِيْ الحَجِّ﴾.

"হজ্জ অনুষ্ঠিত হয় সুবিদিত মাসগুলিতে, অতঃপর যে ব্যক্তি এই মাসগুলিতে হজ্জ করা তাহার কর্তব্য মনে করে তাহার জন্য হজ্জের

সময়ে স্ত্রী সম্ভোগ, বেহুদা ও ফাসেকী কাজ ও কথা এবং ঝগড়া-বিবাদ করা উচিত নয়।" (সূরা বাকারাঃ ১৯৭)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

"من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه".

"যে ব্যক্তি হজ্জ করিল এবং নির্লজ্জ ও শরীয়ত বিরোধী কাজ হইতে নিজেকে বিরত রাখিল, সে ব্যক্তি হজ্জ হইতে এরূপ অবস্থায় বাড়ী প্রত্যাবর্তন করিল, যেন সেই দিনই তাহার মা তাহাকে নবজাত শিশুরূপে প্রসব করিল।" অর্থাৎ সে শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হইল। কুরআন ও হাদীসে 'রাফাস' বলিতে বুঝায় স্ত্রী-সম্ভোগ এবং নির্লজ্জ কথা ও কাজকে, ফুসূক হইল সাধারণ গুনাহের কাজ এবং 'জেদাল' বলিতে বুঝায় এমন বাজে কথা যাহাতে কোনই কল্যাণ নাই এবং এমন বিষয় যাহা লইয়া না-হক ঝগড়া-বিবাদ করা হয়। কিন্তু

فأما الجدال بالتي هي أحسن لإظهار الحق ورد الباطل فلا بأس بل هو مأمور به.

সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং বাতিল ও শরীয়ত পরিপন্থী কাজ দমন করার জন্য কথা কাটাকাটি ও তর্কযুদ্ধ করাতে কোনই দোষ নাই। বরং কুরআন করীমে উহার নির্দেশই দেওয়া হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿ أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ﴾.

"হে রাসূল! আপনি মানব সমাজকে আপনার প্রভু-প্রতিপালকের পথে আহ্বান করুন হিকমতের সাথে এবং হৃদয়গ্রাহী উপদেশ দ্বারা এবং উহাদেরকে যুক্তিতর্ক দ্বারা বুঝান সদ্ভাবে উত্তম পন্থায়।" (সূরা নহলঃ ১২৫)

পুরুষ মুহরিমের জন্য মাথায় লাগিয়া থাকে এমন কিছু দ্বারা মাথা ঢাকা হারাম, যেমন টুপী, রুমাল, পাগড়ী কিংবা ঐ ধরনের কাপড় দ্বারা। অনুরূপভাবে তাহার মুখমন্ডলও ঢাকা চলিবে না। যেমন হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি আরাফার দিবসে সওয়ারী উট হইতে পড়িয়া মারা গেলে তাহার সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহাকে পানি ও কুলপাতা দ্বারা গোসল দাও, (কুলপাতা কুটাইয়া সাবানের পরিবর্তে) এবং তাহার ইহরামের ঐ দুই কাপড়েই তাহাকে দাফন দাও। আর কাফন দেওয়ার সময় মাথা ও মুখ ঢাকিও না, কেননা ঐ ব্যক্তি কিয়ামত দিবসে তালবিয়া লাব্বায়কা আল্লাহুম্মা লাব্বায়ক পড়িতে পড়িতে উঠিবে-বুখারী ও মুসলিম। হাদীসের শব্দগুলি মুসলিমের। তবে সে গাড়ীর ছাদ, ছাতা কিংবা তাঁবু অথবা কোন গাছের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোন দোষ হইবে না। কারণ সহীহ্ হাদীসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ১০ই যিলহজ্জ তারিখে জামরাতুল উকবায় যখন কাঁকর মারিতেছিলেন, তখন তাঁহার মাথার উপর কাপড় দ্বারা ছায়া করা হইয়াছিল এবং ৯ই যিলহজ্জ তারিখে নামেরা নামক স্থানে তাঁহার জন্য তাঁবু নির্মাণ করা হইয়াছিল। তিনি আরাফার দিবসে উহার নীচে অবতরণ করেন এবং সূর্য ঢলিয়া পড়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করেন।

ইহরাম অবস্থায় পুরুষ অথবা মহিলা সকলের জন্য স্থলচর জানোয়ার শিকার করা হারাম, এই ব্যাপারে অপরকে সহায়তা করাও হারাম। কোন শিকারকে উহার অবস্থান জায়গা হইতে বিতাড়িত করাও হারাম। ইহরাম অবস্থায় বিবাহ করা বা বিবাহের পয়গাম দেওয়া হারাম। নারীদের সহিত যৌন আকর্ষণে শরীরের সঙ্গে শরীর লাগানও হারাম।

হযরত উসমান (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"لاينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب". (رواه مسلم)

"মুহরিম নিজে বিবাহ করিবে না, অপরকে বিবাহ করাইবে না এবং বিবাহের কোন পয়গামও দিবে না। (মুসলিম)

মুহরিম যদি ভুলবশতঃ অথবা অজ্ঞানতার কারণে সিলাই করা কাপড় পরিধান করে অথবা মাথা ঢাকিয়া ফেলে কিংবা সুগন্ধি লাগায়, তবে তজ্জন্য তাহাকে কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। তবে যখনই উহা স্মরণ হইবে কিংবা জানিতে পারিবে তখনই উহা হইতে বিরত থাকিবে। অনুরূপভাবে যদি মাথা কামাইয়া ন্যাড়া করিয়া ফেলে অথবা চুলের অংশবিশেষও কাটিয়া ফেলে, কিংবা ঐরূপ ভুল অথবা না জানার কারণে নখ কাটিয়া ফেলে তবে এই সব ত্রুটির জন্য সহীহ্ হাদীস মুতাবিক তাহার উপর কোন দোষ বর্তিবে না এবং এজন্য তাহাকে কোনরূপ কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না।

'হারাম' এলাকার মর্যাদা রক্ষা

যে কোন মুসলমানের জন্য পুরুষ অথবা নারী সে মুহরিম হউক অথবা গায়র-মুহরিম- ইহরাম অবস্থায় না থাকুক সর্ব অবস্থাতেই হারাম সীমানার মধ্যে শিকারযোগ্য যে কোন জানোয়ার হত্যা করা হারাম। উহা হত্যার জন্য অস্ত্র কিংবা কোনরূপ ইঙ্গিত দ্বারা সাহায্য করাও হারাম। 'হারাম' সীমানায় বৃক্ষ কর্তন এমন কি তাজা ঘাস কাটাও হারাম। 'হারাম' সীমানার ভিতরে পতিত কোন বস্তু উঠানও চলিবে না, তবে শুধু ঐ ব্যক্তিই উহা উঠাইতে পারে যে উহার মূল মালিকের সন্ধান নিতে ইচ্ছুক।

এসম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এইঃ

"إن هذا البلد– يعني مكة– حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولايختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد " (متفق عليه)

"এই শহর অর্থাৎ মক্কা নগরী আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ায় কিয়ামত দিবস পর্যন্ত 'হারাম'। উহার গাছ কাটা, শিকারযোগ্য জানোয়ারকে বিতাড়ণ করা এবং তাজা ঘাস কাটা যাইবে না, পড়িয়া থাকা দ্রব্য-সামগ্রীও উঠানো চলিবে না, কেবল ঐ ব্যক্তি ছাড়া যে উহার হারানো বস্তু সম্বন্ধে যথারীতি প্রচার ও ঘোষণা করিতে প্রস্তুত থাকিবে। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসে উল্লেখিত "মুনশিদ" শব্দের অর্থ হইতেছেঃ যে ব্যক্তি পরিচয় করাইয়া দেয় আর 'খালা' শব্দের অর্থ তাজা ঘাস।

মীনা এবং মুযদালিফা হারাম সীমানার অন্তর্ভূক্ত আর আরাফাত হারাম এলাকার বহির্ভূত অর্থাৎ হালাল এলাকার অন্তর্গত।

পরিচ্ছেদ-فصل

মক্কায় পৌঁছিয়া হাজীগণ কি করিবে?

মক্কায় পৌঁছিয়া হাজীদের কা'বার তওয়াফের পূর্বে গোসল করা উত্তম কাজ। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সময় গোসল করিয়াছিলেন। তারপর মসজিদুল হারামে প্রবেশকালে সুন্নত মুতাবিক প্রথমে ডান পা রাখিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিম্নোক্ত দোআ পাঠ করিবেঃ

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللّهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اَللّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

উচ্চারণঃ বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রাসূলিল্লাহ্, আউযুবিল্লাহিল আযীম ওয়া বিওয়াজ্‌হিহিল কারীম ওয়া সুলতা নিহিল ক্বাদীম মিনাশ্ শায়তানির রাজীম-আল্লাহুম্মাফ্‌তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিকা।

আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্ এবং তাঁহার মর্যাদাশীল সত্তা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি বিতাড়িত শয়তান হইতে। হে দয়াময় আল্লাহ্! তোমার রহমতের দরওয়াজা আমার জন্য খুলিয়া দাও।

ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم.

"শুধু মসজিদুল হারামেই নয়, সমস্ত মসজিদে প্রবেশকালেই এই দোআ পড়িবে। আমি যতদূর জানি, খাস করিয়া মসজিদুল হারামে

প্রবেশ করার সময় পড়ার জন্য পৃথকভাবে নির্দিষ্ট কোন দোআ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে প্রমাণিত নাই।"

بسم الله والله أكبر.

মসজিদুল হারামে প্রবেশের পূর্বে কেবল উমরাহ অথবা হজ্জের সঙ্গে উমরাহ-তামাত্তু করিতে মনস্থ করিলে প্রথমে কা'বা শরীফ তওয়াফ করিবে। তওয়াফ আরম্ভ করার পূর্বে কা'বায় পৌঁছিয়া তালবিয়া বন্ধ করিয়া দিবে।

তারপর কা'বার দক্ষিণ কোণে রক্ষিত হাজ্‌রে আসওয়াদের নিকট যাইবে। সেখানে গিয়া কেবলামুখী হইয়া হাজ্‌রে আসওয়াদকে সম্মুখে রাখিয়া উহা স্বীয় হস্তদ্বারা স্পর্শ করিবে অতঃপর মুখ লাগাইয়া চুম্বন করিবে যদি উহা করা সহজ হয়; আর ভীড়ের দরুন চুম্বন সম্ভব না হইলে ঠেলাঠেলি বা ধাক্কাধাক্কি করিবে না। ইহাতে যেমন একদিকে নিজের কষ্ট হইবে, অপরদিকে অনেকে কষ্ট পাইতে পারে। হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের সময় بسم الله والله أكبر 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলিবে। যদি বেশী ভীড়ের কারণে চুম্বন করা সম্ভব না হয় তবে ডান হাত অথবা হাতের ছড়ি বাড়াইয়া উহা দ্বারা হাজ্‌রে আসওয়াদ স্পর্শ করাইবে। অতঃপর ঐ হাত বা ছড়ি চুম্বন করিবে। আর যদি হাত বা ছড়ি দ্বারাও স্পর্শ করা সম্ভব না হয়, তবে কেবলমাত্র হাজ্‌রে আসওয়াদের প্রতি নিজ হাতে ইশারা করিয়া 'আল্লাহু আকবার' বলিবে। কিন্তু ইশারাকৃত হাত চুম্বন করিবে না। তারপর বায়তুল্লাহকে বামে রাখিয়া তওয়াফ আরম্ভ করিবে। প্রথম তওয়াফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত এই দোআ পাঠ করা উত্তমঃ

اللّٰهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَإِتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ঈমানাম বিকা ওয়া তাসদীকাম বিকিতাবিকা ওয়া ওয়াফাআম বিআহদিকা ওয়া ইত্তিবাআললিসুন্নাতি নাবিইয়্যিকা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হে আল্লাহ্! আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়া এবং আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আপনার নির্দেশ পালনের উদ্দেশ্যে এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নতের অনুসরণ করিয়া আমি এই কর্তব্য পালন করিতেছি।

তওয়াফে ৭ চক্র দিতে হয়। জানিয়া রাখা দরকার যে, উমরাকারী অথবা হজ্জে তামাত্তুকারী কিংবা কেবলমাত্র ইহ্রামকারী কিংবা হজ্জ ও উমরাহ একত্রে হজ্জে কেরানকারী সর্বপ্রথম যখন মক্কায় পৌঁছিবে, তখনই প্রথম তওয়াফের তিনটি চক্রে রামল করিবে। অবশিষ্ট চারি চক্র হাঁটিয়া চলিবে। হাজ্রে আসওয়াদ হইতে প্রত্যেক চক্র আরম্ভ করিয়া ঐখানেই পৌঁছিলে প্রথম চক্র শেষ হইবে এবং এইভাবে এক চক্র পূর্ণ হইবে। 'রামাল' হইল ছোট ছোট কদমে বা পদক্ষেপে দ্রুত চলা।

পুরা ৭ চক্রের এই প্রথম তওয়াফে ইযতিবা করিতে হইবে। ইযতিবা সহকারে এই প্রথম বারের ৭চক্রের তওয়াফ মুস্তাহাব। হজ্জ ও উমরার জন্য প্রথম বার আল্লাহ্র ঘর তওয়াফ কালে 'ইযতিবা' করিতে হয়। উহার পর যতবার তওয়াফ করিবে উহার কোনটিতেই 'ইযতিবা' নাই। এখন ইয্তিবা কি জানা দরকার।

ইযতিবার নিয়ম

ইহরাম অবস্থায় পরিহিত চাদরের মধ্যভাগকে ডাইন কাঁধের নীচে দিয়া চাদরের উভয় কোণ বাম কাঁদের উপর ধারণ করিতে হইবে অর্থাৎ ডাইন কাঁধ খোলা রাখিয়া বাম কাঁধ আবৃত করিয়া উক্ত চাদর পরিতে হইবে। ইহার ফলে চাদরের দুই কোণই বাম দিকে থাকিবে।

তওয়াফের ব্যাপারে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয়

তওয়াফের ব্যাপারে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয় যেমন তিন না চারি চক্র পূর্ণ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে এই অবস্থায় কম চক্র অর্থাৎ তিন 'চক্র'কে নিশ্চিত ধরিয়া অবশিষ্ট চারি চক্র পূর্ণ করিবে। 'সাঈ'-এর ব্যাপারেও 'সন্দেহ' জাগিলে তাহাই করিতে হইবে। এই তওয়াফ হইতে ফারেগ হওয়ার পর আগের ন্যায় চাদর ঠিকমত পরিধান করিবে অর্থাৎ দুই কাঁধই ঢাকিবে এবং উহার ফলে চাদরের দুই কোণ বুকের উপর আসিবে। এই কাজ তওয়াফের পরবর্তী দুই রাকাত নামায পড়ার পূর্বেই করিয়া লইবে।

মেয়েদের যথারীতি পর্দা করা এবং নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ হইতে বিরত থাকা

বর্তমান যুগে যে বস্তু হইতে নারীদের অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন তাহা হইতেছে নিজ দেহের সৌন্দর্য প্রকাশের আগ্রহ এবং খোশবু লাগাইয়া পর্দার সহিত তওয়াফ করার প্রবণতা! যে কোন অবস্থায় এবং

ويجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف.

তওয়াফের অবস্থায় পর্দা করা এবং সৌন্দর্য প্রকাশ পরিহার করা নারীদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কারণ তাহারা হইতেছে 'আওরাত'* এবং পুরুষের জন্য ফিৎনার কারণ। এই ফিৎতনার প্রকাশ না ঘটিলেই উহা জাতির জন্য মঙ্গলের কারণ হইবে। মহিলাদের মুখমন্ডল তাহাদের

---

* আরবীতে 'আওরাত' বলিতে ঢাকিয়া রাখার বস্তুকে বুঝায়-যাহা প্রকাশে লজ্জা অনুভূত হয়। মহিলাদের আপাদমস্তকই ঢাকিয়া রাখার বস্তু। অতএব হস্ত, মুখমন্ডল, গলা ও কান এবং কান ও গলার অলংকার সমস্তই পর্দায় রাখা প্রয়োজন।

সৌন্দর্যের প্রতীক। তাই তাহাদের মাহরাম ব্যতীত অন্যের সম্মুখে উহার প্রকাশ বৈধ নহে। এই বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ হইতেছেঃ

﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ﴾.

"মুসলিম নারীগণ তাহাদের সৌন্দর্য তাহাদের স্বামীগণ ছাড়া অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।" (সূরাঃ নূর)

অতএব মহিলাদের পক্ষে হাজ্রে আসওয়াদ চুম্বনের সময় মুখ খোলা রাখা চলিবে না। মুখখোলা রাখিলে তাহাদিগকে কোন পরপুরুষ দেখিতে পাইবে, মহিলাদের জন্য হাজ্রে আসওয়াদ চুম্বন করা বা স্পর্শ করা যখন সহজসাধ্য নয়, তখন পুরুষের ভীড়ে প্রবেশ করা তাহাদের পক্ষে মোটেই সঙ্গত হইবে না। বরং তাহারা পুরুষের পিছনে তওয়াফ করিবে। অধিক পুরুষের ভীড়ে ঢুকিয়া তওয়াফ করা অপেক্ষা ইহাতেই তাহাদের মঙ্গল নিহিত।

ولايشرع الرمل والاضطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء.

হজ্জ বা উমরার জন্য মক্কায় পৌঁছাইয়া প্রথম বারের মত তওয়াফ ছাড়া ইযতিবা ও রমল সহকারে তওয়াফ করা শরীয়তসিদ্ধ নহে, সাফা ও মারওয়ার 'সাঈ' কালেও রামল বা ইযতিবা নাই, নারীদের জন্যও কোন তওয়াফ ও সাঈতে উহার একটিও নাই। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মক্কায় যখন শুভাগমন করেন, তখন প্রথম তওয়াফ ছাড়া অন্যান্য তওয়াফে রামল বা ইযতিবা করেন নাই।

যাবতীয় প্রকারের নোংরা ও নাপাকি হইতে মুক্ত হইয়া ওযূ অবস্থায় তওয়াফ করা উচিত।

ويكون خاضعًا لربه متواضعًا له ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء وإن قرأ فيه شيئًا من القرآن فحسن.

ইহার সাথে আপন প্রভুর অবনত এবং নিজেকে গর্বশূন্য অন্তরে নতমুখে তওয়াফ করিতে হইবে। এই অবস্থায় অধিক মাত্রায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা এবং দোআ পড়া উচিত।

তওয়াফ অবস্থায় মনে মনে কুরআন পাঠও একটি উত্তম কাজ হইবে।

তওয়াফ ও সাঈ-এর সময়ে নির্দিষ্ট কোন দোআ বা যিকরের কোন কালেমা নাই।

ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الاطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيـــص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له.

তবে কিছু সংখ্যক লোক তওয়াফ কালে বা সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলাকালে পাঠ করিবার জন্য কতকগুলি যিক্‌র ও দোআ নিজ হইতে আবিষ্কার করিয়া লইয়াছে। এই সবই মুহদাসাত বা শরীয়তের মধ্যে নূতন ভাবে প্রবর্তিত অভিনব রীতি-যাহার কোন ভিত্তি নাই।

বরং যে কোন যিক্‌র ও দোআ যাহা তাহার পক্ষে সহজ হয়-পড়াই যথেষ্ট। অতঃপর যখন রূকনে ইয়ামানী বরাবর পৌঁছিবে, তখন উহাকে স্বীয় দক্ষিণ হাত দ্বারা স্পর্শ করিবে আর বলিবেঃ

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"বিসমিল্লাহে ওয়াল্লাহু আকবর এবং উহা চুম্বন করিবে না। আর যদি উহা স্পর্শ করা ভীড়ের কারণে কঠিন হয়, তবে উহা স্পর্শ করা পরিত্যাগ করিয়া তওয়াফে চলিতে থাকিবে এবং উহার প্রতি হাত ইশারা করিবে না ; আর উহার বরাবর স্থানে 'আল্লাহু আকবার' বলিবে না।

"لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم".

কেননা আমাদের জানা মতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে ঐরূপ করার প্রমাণ নাই। রুক্‌নে ইয়ামানী এবং হাজ্‌রে আসওয়াদের মধ্যভাগে চলাকালে নিম্নের দোআটি পড়িবেঃ

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ রাব্বানা-আ-তিনা ফিদ্‌দুনয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান্নার।"

"হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাদিগকে দুনিয়া এবং আখিরাতের মঙ্গল দান কর। আর আমাদেরকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর।

তওয়াফ কালে যখনই হাজরে আসওয়াদ বরাবর পৌঁছিবে, তখনই উহা স্পর্শ করিবে ও চুম্বন দিবে, এবং আল্লাহু আকবার বলিবে, যদি স্পর্শ ও চুম্বন সহজ সাধ্য না হয় তবে যখনই উহার বরাবর পৌঁছিবে তখনই হাতে ইশারা করিয়া আল্লাহু আকবার বলিবে।

তওয়াফকালীন অত্যধিক ভীড় ঠেলাঠেলি হইতে দেখিলে যম্‌যম্ এবং মাকামে ইব্‌রাহীম-এর পিছন দিয়াও তওয়াফ করা যাইতে পারে- ইহাতে কোন দোষ নাই। কারণ মসজিদে হারামের সমস্ত স্থানই তাওয়াফের উপযোগী। অতএব যদি কেহ মসজিদের রোয়াকে খুটিসমূহের মাঝের ফাঁকা জায়গা দিয়ে তওয়াফ করে তবুও তওয়াফ বৈধ হইবে। তবে কা'বার নিকটবর্তী তওয়াফই উত্তম যদি উহা সহজসাধ্য হয়।

তওয়াফ করা শেষ হইলে মাকামে ইব্‌রাহীমের পিছনে দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে-যদি সম্ভব হয়। আর যদি ভীড়ের কারণে উহা সম্ভব

না হয় তবে মসজিদের যে কোন স্থানে পড়িলেই চলিবে। উক্ত দুই রাকাত নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে ফাতিহার পর সূরা ইখলাস পড়া সুন্নত। তারপর হাজরে আসওয়াদের নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুকরণে সম্ভব হইলে উহাকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে। অতঃপর বাবে সাফা হইয়া সাফা পর্বতের দিকে রওয়ানা হইবে উহাতে আরোহণ করিয়া এই আয়াত পাঠ করিবেঃ

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ إعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا...﴾.

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নির্দশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং, যাহারা কা'বা ঘরে হজ্জ বা উমরাহ পালন করিবে, তাহাদের পক্ষে এই দুইটিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই।" আরোহণ করিতে সমর্থ না হইলে নীচে দাঁড়াইয়া কেবলামূখী হইয়া আলহামদু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলিয়া এই দোআ পড়িবে। (আল-বাকারাঃ ১৫৮)

لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير،لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকালাহু লাহুলমূলকু ওয়া লাহুল হাম্‌দু ইউহয়ী ওয়া ইয়ূমীতু ওয়া হূয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু আনজাযা ওয়াহদাহু ওয়া নাসারা আবদাহূ হাযামাল আহযাবা ওয়াহদাহু।

অর্থঃ আল্লাহ ব্যতীত কেহ মা'বূদ নাই এবং আল্লাহ্ মহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, তিনি একক তাঁহার কোন অংশীদার নাই- আসমান যমীনে সার্বভৌম আধিপত্য একমাত্র তাঁহারই যিনি মহান স্রষ্টা! সমস্ত প্রশংসা তাঁহারই প্রাপ্য, তিনিই জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু প্রদান করেন। সর্বস্থানে তাঁহারই অপ্রতিহত ক্ষমতা-তিনিই কেবল উপাসনার যোগ্য, তিনি ছাড়া কেহ নাই, যত প্রতিজ্ঞা-তিনি পূর্ণ করিয়াছেন, স্বীয় বান্দাকে তিনি মদদ করিয়াছেন এবং একাই শত্রুদলকে ধ্বংস করিয়াছেন।

তারপর হাত উঠাইয়া জানা কোন দোআ পাঠ করিবে এবং উপরের দোআটি তিনবার পড়িবে। অতঃপর সাফা পর্বত হইতে অবতরণ করতঃ মারওয়া পর্বতের দিকে চলিবে এবং প্রথম সবুজ চিহ্ন হইতে দ্বিতীয় চিহ্ন পৌঁছানো পর্যন্ত মধ্যখানে জোরে জোরে চলিবে,

وأما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة.

"মেয়েদের জন্য জোরে জোরে চলা কোনো অবস্থাতেই বৈধ নহে। কারণ মেয়েরা পর্দা-পুশিদার বস্তু। সুতরাং সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থান তাহারা অতি সাধারণভাবে অতিক্রম করিবে। তারপর সাফা হইতে যখন মারওয়াহ্ পৌঁছিবে তখন উহাতে আরোহণ করিয়া উহার উপরে দাঁড়াইবে। যদি সহজ হয় এবং ভীড় না থাকে তবে উপরে উঠাই উত্তম। সাফায় যেভাবে হাত উঠাইয়া দোআ করিতে বলা হইয়াছে মারওয়াতেও তদ্রূপ নিয়মে দোআ করিবে। পুনরায় মারওয়াহ্ হইতে অবতরণ করিয়া সাফার দিকে আসিবে এবং ঐ সময় যেখানে হাঁটিয়া চলার নিয়ম সেখানে হাঁটিয়া চলিবে এবং যেখানে দৌড়িয়া চলার নিয়ম সেখানে দৌড়িয়া চলিবে। এইভাবে সাতবার সাফা পর্বত পর্যন্ত সাঈ করিবে। যাওয়া এক সাঈ এবং ফিরিয়া আসা আর এক সাঈ। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইরূপই করিয়াছেন এবং বলিয়াছেনঃ

"خذو عنّي مَنَاسِكَكُمْ"

তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের আহকাম শিখিয়া লও।

সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলাচল ও দৌড়ানোর সময় জানা মতে যিকির ও দোআ পড়িতে থাকিবে এবং নাপাকি হইতে পাকসাফ ও ওযূ অবস্থায় থাকিবে। সাথে সাথে অন্তরকেও পাপমুক্ত করিবে। যদি সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলাকালীন অনিবার্য কারণবশতঃ ওযূ নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে বিনা ওযূতেও সাঈ করায় কোন ক্ষতি বা দোষ হইবে না।

আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করিবার পর মেয়েরা যদি ঋতুবতী হইয়া পড়ে তবুও সাফা-মারওয়ার মধ্যকার সাঈর কাজ সম্পন্ন করিবে। কারণ আল্লাহ্‌র ঘর তাওয়াফকালীন পবিত্রতার যে শর্ত-এই স্থানে তাহা জরুরী নহে। আগেই বলা হইয়াছে পাক-পবিত্র থাকা উত্তম কিন্তু অপরিহার্য শর্ত নহে। সাঈ পূর্ণ হইবার পর মাথার চুল মুড়াইবে অথবা ছোট করিয়া কাটিবে। পুরুষদের জন্য চুল মুড়ানই উত্তম। উমরার সময়ে চুল ছোট করিয়া কাটিয়া হজ্জের সময় চাঁছিয়া ফেলাই উত্তম। বিশেষ করিয়া যদি হজ্জের অল্প-সময় পূর্বে মক্কায় আসা হয় তখন ক্ষুর ব্যবহার না করাই উচিত; ইহাতে হজ্জের মধ্যে দশ তারিখে মাথার অবশিষ্ট চুল মুড়ানো সুবিধা হয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাবর্গ সমভিব্যাহারে যখন ৪ঠা যিলহজ্জ মক্কায় আসেন, তখন সাহাবাগণের তামাত্তো হজ্জ ছিল। যাহারা কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনেন নাই তাহাদিগকে তিনি উমরার পর মাথার চুল ছোট করিবার নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং মাথা মুন্ডন করিবার জন্য কাহাকেও নির্দেশ প্রদান করেন নাই।

মাথার চুল ছোট করার সময় সম্পূর্ণ মাথার চুল ছোট করা জরুরী। মাথার চুলের কিছু অংশ খাট করা যথেষ্ট হইবে না, যেমন মাথা মুন্ডন

কালে উহার কিছু অংশ মুন্ডন করিলে যথেষ্ট হইবে না। মেয়েদের চুল ছোট করা ব্যতীত মুন্ডন আদৌ বৈধ নহে। তাহারা তাহাদের কেবল চুলের অগ্রভাগ হইতে মাত্র এক আঙ্গুল পরিমাণ কাটিয়া ফেলিবে। উহার বেশী তাহারা কাটিবে না।

অতএব মুহরিম যখন উল্লেখিত কাজগুলি সমাধা করিল, তখন তাহার উমরাহ পূর্ণ হইল এবং ইহরামের কারণে তাহার উপর যে সমস্ত কাজ হারাম ছিল এখন উহা হালাল হইয়া গেল। হ্যাঁ, তবে যদি সে ইহরাম বাঁধার পর মক্কার হারাম এলাকায় প্রবেশ করার পূর্বে কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে লইয়া মক্কায় আসে হজ্জ কেরানের নিয়তে তবে ঐ হাজী তাহার ইহরামের অবস্থায় থাকিয়া যাইবেন-১০ই যিলহজ্জ তারিখে হজ্জ ও উমরাহ উভয়টি সম্পাদনের পর হালাল হইবে।

আর যে ব্যক্তি কেবল মুফরাদ হজ্জের ইহরাম করিয়াছে কিংবা হজ্জ ও উমরাহ্ একত্রে কেরান হজ্জের নিয়ত করিয়া ইহরাম বাঁধিয়াছে, তাহার জন্য সুন্নত তরীকা হইলঃ সে উমরাহ করিয়া ইহরাম খুলিয়া দিবে এবং তামাত্তো হজ্জওয়ালারা যাহা করে, সেও ঠিক সেইরূপ করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের সাথে কুরবানীর জানোয়ার লইয়া আসিয়াছে, সে ইহরাম অবস্থায়ই থাকিবে।

لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال "لـــولا أني سقت الهدي لأحللت معكم".

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তদীয় সাহাবাগণকে ঐ মুতাবিক নির্দেশ দিয়াছিলেন, এবং ঐ সময় বলিয়াছিলেনঃ "আমি যদি কুরবানীর জানোয়ার সাথে না আনিতাম তবে তোমাদের সহিত আমি ইহরাম খতম করিয়া হালাল হইয়া যাইতাম।

وإذا حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامـــها بـــالعمرة لم تطـــف بالبيت.

আর মেয়েরা যদি উমরার ইহরামের পর ঋতুবতী হইয়া যায় অথবা সন্তান প্রসব করে তাহা হইলে আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করিবে না এবং সাফা-মারওয়াহ্ সাঈও করিবে না যে পর্যন্ত ঋতু বা সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ বন্ধ না হয়। যখন পবিত্রতা হাসিল হইবে তখন তওয়াফ করিবে ও সাঈ করিবে এবং মাথার চুল ছোট করিবে। এইভাবে তাহার উমরাহ্ পূর্ণ হইবে আর যদি ৮ই যিলহজ্জ পর্যন্তও ঋতু হইতে বা প্রসবের পর রক্তক্ষরণ হইতে পাক না হয়, তবে যেখানে সে অবস্থিত ছিল ঐ স্থানেই হজ্জের ইহরাম বাঁধিবে এবং অন্যান্য হাজীদের সাথে মীনায় চলিয়া যাইবে। ঐ নিয়মে এই পর্যায়ে মেয়েরা হজ্জ ও উমরার মধ্যে যোজনাকারী কেরান হজ্জকারিনী হইল হাজীগণ যাহা যাহা করিবে ঐ রমণীও অনুরূপ হজ্জের নিয়মাবলী পালন করিবে। আরাফায় অবস্থান, মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রি যাপন, কুরবানী করণ, মাথার চুল ছোট করণ সমস্তই করিবে। তারপর যখন পবিত্র হইবে, তখন আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ, সাফা-মারওয়াহ-এর সাঈ কাজ একই দফায় সম্পাদন করিবে। অর্থাৎ পূর্ব করা উমরাহ ও পরের হজ্জ উভয় ইবাদতের জন্য একবার তওয়াফ ও একবার সাঈ যথেষ্ট হইবে। এই তওয়াফ ও সাঈ হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর হাদীস মুতাবিক পালন করা হইবে। তিনি উমরার ইহরাম করার পর ঋতুবতী হইয়া পড়েন, ফলে তাঁহাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ

"افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".

হাজী হজ্জের জন্য যে নিয়ম পালন করিয়া থাকে তুমিও তাহাই কর, কেবল আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ করিবে না পাক না হওয়া পর্যন্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

এই অবস্থায় মেয়েদের দশ তারিখে কাঁকর মারা, কুরবানী করা ও চুল ছোট করার পর ইহরামকালীন নিষিদ্ধ বস্তুগুলি ব্যবহার করা বৈধ হইবে, যেমন সুগন্ধি বা ঐ ধরনের নিষিদ্ধ বস্তুগুলি স্বামীর সহিত সহবাস ব্যতীত যতক্ষণ অন্যান্য পাক মেয়েদের ন্যায় তাহার হজ্জের রুক্‌ন পূর্ণ

না করিবে অর্থাৎ তরয়াফে এফাযা না করিবে। অতএব যখন ঋতু হইতে পবিত্র হওয়ার পর আল্লাহ্‌র ঘর তওয়াফ, সাফা-মারওয়াহ্-এর সাঈ করিবে তখন তাহার জন্য স্বামী ও তাহার সহিত মিলন হালাল হইবে, অর্থাৎ ঋতু হইতে পবিত্র হওয়াই যথেষ্ট নহে যতক্ষণ পর্যন্ত তওয়াফে এফাযা ও সাঈ করিয়া হজ্জের রুক্‌ন পূর্ণ না হইবে তখন পর্যন্ত তাহার স্বামী তাহার জন্য হালাল হইবে না।

পরিচ্ছেদ-فصل

الأعمال في منى وعرفات

মীনা ও আরাফায় করণীয়

যখন ৮ই যিলহজ্জ তালবিয়ার দিবস সমাগত হইবে তখন মক্কায় অবস্থানকারী হজ্জযাত্রীগণ এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে যাহারা হজ্জ করিতে ইচ্ছা করিবেন তাহারা নিজ নিজ অবস্থান স্থল হইতে পূর্বে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী হজ্জের ইহরাম বাঁধিয়া মীনার পথে রওয়ানা হইবেন। তবে ঐ ইহরাম অবস্থায় কা'বা ঘরের তওয়াফ করিতে হইবে না।

কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবীগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) বিদায় হজ্জের সময় আবতাহ্ নামক স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নির্দেশ মত ৮ই যিলহজ্জ ঐ স্থান হইতেই ইহরাম বাঁধিয়াছিলেন। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবাদিগকে আল্লাহ্র ঘরের নিকট আসিয়া সেই স্থানে অথবা মীযাব নামক স্থান হইতে ইহরাম বাঁধিবার নির্দেশ দান করেন নাই। অনুরূপভাবে মীনা যাওয়ার প্রাক্কালে বিদায় তওয়াফও করিতে নির্দেশ দেন নাই। যদি ঐ সমস্ত কার্য শরীয়তসম্মত হইত তাহা হইলে নিশ্চয় তিনি সাহাবাদেরকে উহা শিক্ষা দিতেন। সকল প্রকার পূণ্য ও বরকতপূণ্য কাজ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার সাহাবাগণ (রাযিআল্লাহু আনহুম) অনুসরণের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

হজ্জের ইহরামের পূর্বে উমরার নিমিত্ত ইহরাম বাঁধিবার জন্য পূর্ব বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইবার উদ্দেশ্যে গোসল করা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। হজ্জের ইহরামে لبيك حجة লাব্বায়কা হাজ্জাতান বলিতে হইবে। ঐ সময় সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করিবে।

হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর অন্য কোথায়ও না গিয়া মীনার দিকে রওয়ানা হইয়া যাওয়াই সুন্নত তরীকা, সূর্য ঢলার পূর্বে হউক অথবা পরেই হউক ৮ই যিলহজ্জ তারিখে মীনায় পৌঁছাইতে চেষ্টা করিবে। এই সময় হইতে ১০ই তারিখে জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারা পর্যন্ত খুব বেশী করিয়া তালবিয়া পড়িতে থাকিবে। মীনায় ৮তারিখে যুহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ৯ তারিখের ফজর নামায পড়িবে।

السنة ان يصلى كل صلاة في وقتها قصراً بلا جمـــع إلا المغـــرب والفجر فلا يقصران.

মীনার প্রত্যেক নামায সুন্নত মুতাবিক পড়ার নিয়ম এই যে, সমস্ত নামায উহার নির্দিষ্ট সময়ে কসর পড়িবে, জমা করিবে না, মাগরিব ও ফজর ব্যতীত-এই দুই নামাযের কসর নাই।

ولا فرق بين أهل مكة وغيرهم لأن النبي صلى الله عليـــه وســـلم ... لم يأمر أهل مكة بالإتمام.

এই ব্যাপারে মক্কায় অবস্থানকারী এবং বহিরাগতদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসী এবং অন্যান্য স্থানের লোকদের লইয়া মীনা, আরাফা ও মুযদালিফায় কসর নামায পড়াইয়াছিলেন, এবং মক্কাবাসীদেরকে পুরা নামায পড়িতে নির্দেশ দেন নাই।

ولو كان واجباً عليهم لبينه لهم.

যদি মক্কাবাসীদের পুরা নামায পড়া ওয়াজিব হইত, তবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাদিগকে উহা অবশ্যই বর্ণনা করিয়া দিতেন।

৯ই তারিখে সূর্যোদয়ের পর হাজীগণ মীনা হইতে আরাফার দিকে রওয়ানা হইবেন এবং সূর্য ঢলা পর্যন্ত নামেরা নামক ময়দানে অবস্থান

সুন্নত যদি উহা সহজসাধ্য হয়। যদি ইহা সহজ হয় করিবে যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐরূপ করিয়াছিলেন, তারপর যখন সূর্য ঢলিয়া যাইবে তখন ইমাম সাহেব স্বয়ং অথবা তাহার প্রতিনিধি জনগণকে সময়োপযোগী খুৎবা প্রদান করিবেন। আর হাজীদের জন্য ঐ দিবসে এবং পরের দিবসে শরীয়ত সম্মত করণীয় কাজগুলি বর্ণনা করিবেন।

ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده والإخلاص له في كل الأعمال.

আর তাহাদিগকে ঐ খুৎবার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় করিয়া চলা এবং তাওহীদ সম্পর্কীয় মাসআলাগুলি বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া দিবেন। আর প্রত্যেক আমলের মধ্যে খুলুসিয়াত-নিষ্ঠার সহিত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিবেন এবং আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ কাজ হইতে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিবেনঃ

ويوصيهم فيها بالتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والحكم بهما والتحاكم إليهما في الأمور اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله.

ঐ খুৎবায় জনগণকে আল্লাহ্‌র কিতাব ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়া চলার অসিয়ত করিবে, এবং নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম কুরআন-হাদীস মুতাবিক সম্পন্ন করার এবং নিজেদের সমুদয় কাজে আল্লাহ্‌র কিতাব এবং তাঁহার সুন্নাতকে চূড়ান্ত মীমাংসাকারীরূপে গ্রহণ করার তাকীদ প্রদান করিবে-যেন সমুদয় কাজে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্ণ অনুসরণ করা সম্ভব হয়।

وبعدها يصلون الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولي بأذان واحد وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم من حديث جابر.

ইহার পর যোহর ও আসরের নামায আউয়াল ওয়াক্তে এক আযান ও দুই একামত দ্বারা কসরসহ একত্রে পড়িবে। অর্থাৎ যোহরের ও আসরের নামায একই আযানে পড়িবে তবে প্রত্যেক নামাযের জন্য পৃথক ইকামত দিবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রূপই করিয়াছিলেনঃ যাহা সহীহ মুসলিম শরীফে সাহাবী জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

তারপর হাজীগণ আরাফায় অবস্থান করিবে, আরাফার প্রান্তর সমস্তই অবস্থানস্থল ওরানার অংশ ছাড়া-ওরানাহ আরাফার সংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট স্থানের নাম। যদি সহজ হয় তবে জাবালে রাহমাত নামক পবর্তকে সম্মুখে রাখিয়া কেবলামুখী হইয়া বসিবে, আর যদি জাবালে রাহমাত না জানার কারণে অথবা উহাকে সামনে রাখার মত উপযুক্ত স্থান না পাওয়া যায় তবে যেখানেই হউক কেবলামুখী হইয়া বসিবে। হাজীদের জন্য এই স্থানে আল্লাহ্ পাকের যিকির তাহার নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন, কাঁন্না-কাটি করার আপ্রাণ চেষ্টা করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। দোআর সময় হাত উঠাইবে। নিজের জন্য এবং পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির জন্য অন্তরের অন্তরস্থল হইতে হাত তুলিয়া দোআ করিবে। এই সময় যদি 'লাব্বায়কা' উচ্চারণ এবং কুরআন হইতে কিছু তেলাওয়াত করিতে থাকে তবে তাহা হইবে উত্তম। অতঃপর নিম্নের দোআগুলি খুব বেশী করিয়া পড়া সুন্নত।

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ূহ্য়ী ওয়া ইয়ূমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি একক। তাঁহার কোন শরীক নাই। সমস্ত রাজত্ব একমাত্র তাঁহারই অধিকারভুক্ত। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই প্রাপ্য। তিনিই জীবিত করেন, তিনি মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি সববস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।

কেননা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

"خير الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

শ্রেষ্ঠ দোআ হইতেছে আরাফার দিবসের দোআ আমি এবং নবীগণ কর্তৃক উচ্চারিত শ্রেষ্ঠতম কথা হইতেছেঃ

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহূ লা-শারীকালাহ্ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে সহীহ সনদে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আল্লাহ্র নিকট চারটি কালাম সর্বাধিক প্রিয় আর উহা হইতেছে সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার। অতএব এই ধনের যিক্র ও দোআ বড় নম্রতার সহিত এবং মনোযোগ সহকারে পাঠ করা চাই। ইহা ছাড়া ঐ সমস্ত দোআ যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এই মহান মর্যাদাপূর্ণ স্থান ও দিনে ঐ দোআ পড়া চাই যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পড়িয়াছেন এবং অর্থের দিক দিয়া অধিক ব্যাপক।

এই দোআগুলি হৃদয়ে ভয়ভীতি এবং নরম দেলে খুব বেশী করিয়া পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে থাকিবে। এইভাবে কুরআন এবং হাদীসে অন্যান্য যেসব যিক্‌র-আযকার এবং দোআসমূহ অন্য সময়ে পড়ার তাকীদ রহিয়াছে সেগুলিও খুব বেশী করিয়া পাঠ করিবে। বিশেষ করিয়া এই পবিত্র জায়গায় এই মহান দিবসে ব্যাপক অর্থবোধক যিক্‌র এবং দোআসমূহ নির্বাচন করিবে যেগুলির মধ্যে খাস করিয়া নিম্নলিখিত দোআসমূহ পাঠ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ."

উচ্চারণঃ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।

পাক-পবিত্র আল্লাহ, তাঁহারই প্রশান্তি বর্ণনা করিতেছি, যিনি সর্বদোষমুক্ত মহান ও মহীয়ান।

"لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ."

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাআনতা সুব্‌হানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায যালিমীন।

তুমি ছাড়া কোন যোগ্য ইলাহ নাই। তুমি পাক-পবিত্র। বস্তুতঃ আমিই ছিলাম অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া লা-না'বুদু ইল্লা এইয়্যাহু লাহুন নে'মাতু ওয়া লাহুল ফায্‌লু ওয়া লাহুস্‌সানাউল হাসানু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখলিসীনা লাহুদ্‌দীনা ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন।

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন সত্য ইলাহ নাই, আমরা তাঁহাকে ছাড়া অপর কাহারও ইবাদত করি না, যত নিয়ামত ও অনুগ্রহরাশি রহিয়াছে সমস্তই

তাঁহারই প্রদত্ত আর তাঁহারই জন্য উত্তম প্রশংসা, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, একমাত্র তাঁহারই দ্বীনকে সম্পূর্ণ খালেস ও নির্ভেজাল করি, যদিও ইহা কাফিরদের নিকট অপছন্দনীয়।

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

উচ্চারণঃ লা-হাওলা ওয়ালা ক্বুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি।

কাহারও শক্তি নাই দুঃখ-কষ্ট ফিরাইবার আর কাহারও ক্ষমতা নাই সুখ-শান্তি প্রদানের-একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া।

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুনয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযাবান্নার।

হে প্রভু পরওয়ারদিগার! আমাদিগকে প্রদান কর এই পার্থিব জগতে, আর পারলৌকিক জীবনে কল্যাণ এবং রক্ষা কর আমাদিগকে জাহান্নামের আযাব হইতে।

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِح لِيْ آخِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আসলিহ্ লী-দ্বীনী আল্লাযী হুয়া ইসমাতু আমরী ওয়া আসলিহ্ লী দুনয়া-য়া আল্লাতী ফীহা মাআশী ওয়া আস্‌লিহ্ লী আখিরাতি আল্লাতী ফীহা-মাআদী ওয়াজ্‌আলিল হায়া-তা যিয়াদাতাল্লী ফী কুল্লি খাইরিন ওয়াল মাওতা রা-হাতাল্‌লী মিনকুল্লি শাররিন।

হে আল্লাহ্! আমার দ্বীনকে আমার জন্য পরিশুদ্ধ করিয়া দাও-যাহার ভিতর নিহিত রহিয়াছে আমার সমুদয় কাজে আত্মরক্ষার নিশ্চিত উপায়। আর সংশোধন করিয়া দাও আমার পার্থিব জীবনকে যাহার ভিতর

রহিয়াছে আমার জীবিকা, আর আমার আখিরাতকে তুমি করিয়া দাও বিশুদ্ধ যেখানে আমাকে অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। আর আমার আয়ূকে প্রত্যেক ভাল কাজে বর্ধিত করার উপকরণ কর এবং মৃত্যুকে যাবতীয় অমঙ্গল হইতে অব্যাহতি পাওয়ার কারণ বানাইয়া নাও।

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرْكِ الشِّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَـــةِ الأَعْدَاءِ.

উচ্চারণঃ আ'উযু বিল্লা-হি মিন জাহদিল বালায়ি ওয়া দারকিশ্ শিক্বায়ি ওয়া সুয়িল ক্বাযা-য়ি ওয়া শামা-তাতিল আ'দায়ি।

আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি বালা-মুসীবতের ভয়াবহতা ও দূর্ভাগ্যের চরম অবস্থা হইতে, আর খারাপ অদৃষ্ট এবং দুশমনের হাসি-মস্কারা হইতে।

اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَمِنَ الْعَجَزِ وَالْكَسَلِ وَمِـــنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَمِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হুয্নী ওয়া মিনাল আজ্যি ওয়াল্ কাসালি ওয়া মিনাল জুব্নি ওয়াল বুখ্লি ওয়া মিনাল মা'সামি ওয়াল মাগরামি ওয়া মিন গালাবাতিদ্ দাইনি ওয়া ক্বাহরির রিজালি।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি চিন্তা ও উদ্বেগ হইতে, অক্ষমতা ও অলসতা হইতে, ভীরুতা ও কৃপণতা হইতে আর আশ্রয় চাহিতেছি পাপাচার ও কর্জ গ্রহণ হইতে এবং ঋণের গুরুভার ও জনবৃন্দের দুর্দম অপপ্রভাব হইতে।

أَعُوْذُ بِكَ اللّهُمَّ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّءِ الأَسْقَامِ.

উচ্চারণঃ আ'উযুবিকা আল্লাহুম্মা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুযামি ওয়া মিন সাইয়েয়িল আসক্বামি।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি ধবল রোগ, কুষ্ঠ রোগ এবং বদ্ধ পাগল হওয়ার দুর্ভাগ্য হইতে এবং দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি হইতে।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফিদ্‌দুনয়া ওয়াল আখিরাতি।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট অপরাধ মার্জনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে বিপদ-আপদ হইতে নিরাপত্তা চাহিতেছি।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِيْ دِيْنِيْ وَدُنْيَايَ وَأَهْلِيْ وَمَالِيْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া ওয়াল আফিয়াতা ফী দ্বীনি ওয়াদ্‌ দুনইয়ায়া ওয়া আহ্‌লী ওয়া মালী।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই মার্জনার, আর কামনা করি আমার দ্বীন ও দুনিয়ার, আমার পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের নিরাপত্তা।

اللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِيْ وَآمِنْ رَوْعَاتِيْ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِيْ وَعَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ شِمَالِيْ وَمِنْ فَوْقِيْ وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِيْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাস্‌তুর আওরাতী ওয়া আ-মিন রাওআতী ওয়াহ্‌ ফায্‌নী মিমবাইনা ইয়াদাই-ইয়া ওয়ামিন খালফী ওয়াআন ইয়ামীনী ওয়াআন শিমালী ওয়ামিন ফাওক্বী ওয়া 'আউযু বিআযমাতিকা আন উগতালা মিন তাহ্‌তী।

হে আল্লাহ্! আমার গোপন দোষসমূহ তুমি ঢাকিয়া রাখিও, আমাকে ভয়-ভীতি হইতে সংরক্ষণ করিও, আমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে দৃশ্য এবং অদৃশ্যভাবে আমকে তুমি নিরাপদ, রাখিও, আর নিরাপদ রাখিও আমার ডানে-বামে এবং আমার উর্ধ্বদেশ হইতে আর তোমার আশ্রয় চাহি আমার নিম্নদেশে মাটি ধ্বসিয়া মৃত্যুবরণ হইতে।

اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ خَطِيْئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَإِسْرَافِيْ فِيْ أَمْرِيْ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ্ ফিরলী খাত্বিয়াতী ওয়া জাহ্লী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী ওয়া মাআনতা আ'লামু বিহী মিন্নী।

হে আল্লাহ্! তুমি মাফ করিয়া দাও গুনাহ, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং অজ্ঞতা, আমার কাজ-কর্মে আমার সীমালংঘন এবং আমার তরফ হইতে সংঘটিত সেই সব অপরাধ যাহা তুমি আমা অপেক্ষা অধিক অবহিত রহিয়াছ।

اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ جِدِّيْ وَهَزَلِي وَخَطَئِي وَعَمَدِيْ وَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِيْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির্লী জিদ্দী ওয়া হাযলী ওয়া খাত্বায়ী ওয়া আমাদী ওয়া কুল্লা যালিকা ইন্দী।

হে আল্লাহ্! মাফ করিয়া দাও তুমি আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রকৃত অপরাধ, আমার হাসি-তামাশাকৃত পাপ, আমার ছোট-খাট ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার সংকল্পিত কিন্তু অকৃত অনাচার এবং আমার তরফ হইতে কৃত সমস্ত পাপাচার।

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدَّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ

أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগ ফিরলী মাক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখ্খারতু ওয়ামা আস্রারতু ওয়ামা-আ'লানতু ওয়ামা আন্তা আ'লামুবিহি মিন্নী আন্তাল মুক্বাদ্দিমু ওয়া আন্তাল মুআখ্খিরু ওয়া আন্তা আ'লা কুল্লি শাইয়্যিন ক্বাদীর।

হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি মাফ করিয়া দাও যে অন্যায় আমি পূর্বে করিয়াছি, যাহা আমি পরে করিয়াছি, যে অপরাধ আমি গোপনে করিয়াছি, যাহা আমি প্রকাশ্যে করিয়াছি, আর যে গুনাহ সম্পর্কে তুমি আমা অপেক্ষা বেশী জান। তুমিই তো যাহাকে ইচ্ছা আগাইয়া আন আর যাহাকে চাহ পিছনে হটাইয়া দাও এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الثَّبَاتَ فِيْ الأَمْرِ وَالْعَزِيْمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْئَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. وَأَسْئَلُكَ قَلْبًا سَلِيْمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ إِنَّكَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাস্সাবাতা ফিল আম্রি ওয়াল আযীমাতা আলার্রুশ্দি ওয়া আসআলুকা শুক্রা নি'মাতিকা ওয়া হুস্না ইবাদাতিকা ওয়া আস্আলুকা ক্বালবান সালীমান ওয়ালিসা-নান সা-দিক্বান ওয়া আসআলুকা মিন খাইরি মা-তা'লামু ওয়া 'আউযুবিকা মিন্শার্রি মা তা'লামু ওয়া আস্তাগ্ফিরুকা লিমা তা'লামু ইন্নাকা আল্লামুল গুয়ূব।

হে আল্লাহ্! তোমার নিকট দ্বীনের কাজে আমি চাই অনড়-অবিচলতা, সৎ পথে দৃঢ় নিষ্ঠা, আর তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার নিয়ামতের শুক্র গুযারী, আর তোমার ইবাদত সুন্দর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার

তওফীক, আমি তোমার নিকট আরও চাই-নির্ভেজাল প্রশান্ত হৃদয়, সত্যনিষ্ঠ বাকশক্তি আর প্রার্থনা জানাই সেই মঙ্গলের জন্য যাহা তুমি আমার জন্য ভাল জান, আর আশ্রয় প্রার্থনা করি সেই অনিষ্ট হইতে যে সম্পর্কে তুমি সুবিদিত, আর আমি মাগফিরাত চাই সেই অন্যায় অপকর্ম হইতে যাহা তুমিই জান, নিশ্চয় তুমি গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ إِغْفِرْلِيْ ذَنْبِيْ وَأَذْهِبْ غَيْظَ قَلْبِيْ وَأَعِذْنِيْ مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَبْقَيْتَنِيْ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বান্ নাবিইয়ি মুহাম্মাদিন আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামু ইগ্‌ফিরলী যাম্‌বী ওয়া-আযহাব গায়যা ক্বাল্‌বী ওয়া আইয্‌নী মিন মুযিল্ লা-তিল্ ফিতানে মা-আবক্বায়তানী।

হে আল্লাহ্ নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রভু প্রতিপালক! মাফ করিয়া দাও আমার সমুদয় গুনাহ। আমার হৃদয়ের ক্রোধসমূ দূর করিয়া দাও আর ফেৎনার গুমরাহী হইতে আমাকে বাঁচাও যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বে।

"اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَالْقرآنِ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ. أَقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ."

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা রাব্বাস্ সামাওয়াতি ওয়া রাব্বাল আরযি ওয়া রাব্বাল আরশিল আযীম ওয়া রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ফা-লিক্বাল হাববি ওয়ান্নাওয়া মুন্যিলাত্তাওরাতি ওয়াল্ ইন্জীলি ওয়াল কুরআনি, 'আউযুবিকা মিন শার্রি কুল্লি শাইয়িন আনতা আখিযুন্ বি-নাসিয়াতিহী আন্তাল আউয়ালু ফালাইসা ক্বাবলাকা শাইয়ূন ওয়া আনতাল আখিরু ফালাইসা বা'দাকা শাইয়ূন ওয়া আনতায যা-হিরু ফালাইসা ফাওক্বাকা শাইয়ূন ওয়া আনতাল্ বাতিনু ফালাইসা দুনাকা শাইয়ূন ইক্বযি আনিদ্দাইনা ওয়াআগনিনী মিনাল ফাক্বরি।

হে আল্লাহ্! আকাশমন্ডলীর প্রভু পরোয়ারদিগার, পৃথিবীর পরোয়ারদিগার, মহান আরশের প্রভু পরোয়ারদিগার এবং প্রত্যেক বস্তুর প্রভু পরোয়ারদিগার। বীজ এবং আঁটিকে চিরিয়া চারা ও বৃক্ষের উদ্ভব ঘটাও তুমি! তাওরাত ও ইন্জীল এবং কুরআন কারীমের নাযিলকারী তুমি, প্রত্যেক বস্তুর অনিষ্ট হইতে তোমার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি আমি। তুমিই সব কিছুর পেশানীকে তোমারই হাতে ধারণ করিয়া আছ। তুমিই আদি- তোমার পূর্বে কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না; তুমিই অন্ত- তোমার পরে কোন কিছুই নাই থাকিবে না, তুমি প্রকাশ্য-সকল বস্তুর উপর বিজয়ী তোমার উপরে কিছুই নাই। তুমি গোপন-তুমি ছাড়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব নাই-হইতে পারে না। আমার যত ঋণ আছে তুমি- হে প্রভু! উহা পরিশোধ করিয়া দাও। আর আমাকে দারিদ্র্য হইতে মুক্তি দিয়া বেনেয়াজ করিয়া দাও!

اَللّٰهُمَّ اعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আ'তি নাফসী তাক্বওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আনহা খাইরু মান্ যাক্কাহা, আনতা ওয়ালিইয়ূহা ওয়া মাওলা-হা।

হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়ে দাও তোমার ভয়-ভীতি ও তাক্ওয়া পরহেযগারী আর কলুষমুক্ত কর আমার অন্তরকে, উহাকে নিষ্কলুষ করার

সর্বোত্তম সত্তা যে একমাত্র তুমিই। তুমিই উহার ওলী এবং মালিক মুখতার।

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আউযুবিকা মিনাল্ আজযি ওয়াল কাসালি ওয়া 'আউযুবিকা মিনাল জুব্‌নি ওয়াল হারামি ওয়াল বুখলি ওয়া 'আউযুবিকা মিন আযাবিল্ ক্বাবরি।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা ও অলসতা হইতে, তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি ভীরুতা, কাপুরুষতা, বার্ধক্যের অপরাগতা এবং কৃপণতার লা'নত হইতে আর তোমারই আশ্রয় চাই কবরের আযাব হইতে।

اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ أَعُوْذُبِعِزَّتِكَ أَنْ تُضِلَّنِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لاَ يَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوْتُوْنَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা লাকা আসলামতু ওয়াবিকা আ-মানতু ওয়া আলাইকা তাওয়াক্‌কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়াবিকা খা-সাম্‌তু 'আউযুবিয্‌যাতিকা আন-তুযিল্‌লানী লা-ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা। আন্‌তাল হাইয়ূল লাযী লা-ইয়ামুতু ওয়ালজিন্‌নু ওয়াল ইন্‌সু ইয়ামুতুন।

হে আল্লাহ্! তোমারই আনুগত্য বরণ করিয়াছি, তোমার প্রতিই ঈমান আনিয়াছি, তোমারই উপর ভরসা করিয়াছি, তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হইয়াছি আর তোমারই জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই। আমাকে পথ ভ্রষ্ট করার দুর্ভাগ্য হইতে তোমার ইয্‌যতের দোহাই দিয়া তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করি। তুমি ভিন্ন কোন সত্য ইলাহ্ নাই, তুমি এমন চিরঞ্জীব যাহার কখনও মৃত্যু নাই। অপর পক্ষে সমুদয় জিন এবং মানবকুল মরণশীল।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَّ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَّيُسْتَجَابُ لَهَا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী 'আউযুবিকা মিন ইল্মিল লা-ইয়ানফাউ ওয়া মিন ক্বালবিল লা-ইয়াখশাউ' ওয়ামিন নাফসিল্ লা তাশ্বাউ' ওয়ামিন দা'ওয়াতিল্ লা-ইউসতাজাবু লাহা।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় চাহিতেছি এমন ইলম হইতে, যাহা কোন উপকারে আসে না, এমন হৃদয় হইতে যাহা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় না, এমন অন্তর হইতে যাহা কোন কিছুতেই তৃপ্ত হয় না এবং এমন দো'আ হইতে যাহা কবুল হয় না।

اللّٰهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الأَخْلاَقِ وَالأَعْمَالِ وَالأَهْوَاءِ وَالأَدْوَاءِ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা জান্নিবনী মুনকারাতিল্ আখ্লা-ক্বী ওয়াল আমালি ওয়াল আহ্ওয়া-য়ি ওয়াল আদ্ওয়ায়ি।

হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি দূরে রাখ ঘৃণিত স্বভাব এবং অবাঞ্ছিত আচরণ হইতে আর আমাকে রক্ষা কর কুপ্রবৃত্তির তাড়না এবং দৈহিক রোগ হইতে।

اللّٰهُمَّ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأَعِذْنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِي.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আলহিম্নী রুশদী ওয়া আইযনী মিন শাররি নাফসী।

হে আল্লাহ্! আমাকে হিদায়াত দ্বারা অনুগৃহীত কর এবং আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট হইতে আমাকে রক্ষা কর।

اللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বি-হালালিকা আন হারামিকা ওয়া আগ্‌নিনী বি-ফাযলিকা আম্মান সিওয়াকা।

হে আল্লাহ্! তোমার নিষিদ্ধ বস্তু হইতে দূরে রাখিয়া আমাকে তোমার হালাল বস্তুর মাধ্যমে অভাবমুক্ত রাখ আর তুমি ব্যতীত অন্য সব কিছু হইতে আমাকে তোমার অনুগ্রহরাশি দ্বারা বেনেয়াজ করিয়া দাও।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَي وَالتُّقَي وَالْعَفَافَ وَالْغِنَي.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত্‌তুক্বা-ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই হিদায়াত, সংযম, পবিত্র স্বভাব এবং অভাবশুণ্যতার নিয়ামতের।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْهُدَي وَالسَّدَادَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াস্ সাদা-দা।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি হিয়াদাত এবং সঠিক পথে চলার তাওফীক।

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرٍّ كله عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صَلّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা মিনাল খায়রি কুল্লিহী আ'জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা আ'লিম্‌তু মিন্‌হু অয়ামা-লাম্ আ'লাম ওয়া 'আউযুবিকা মিনাশ্‌শার্‌রি কুল্লিহী আ'জিলিহী ওয়া আ-জিলিহী মা

আ'লিমতু মিন্‌হু ওয়ামা লাম আ'লাম ওয়া আসআলুকা মিনাল খাইরি মা সাআলাকা মিন্‌হু 'আবদুকা ওয়া নাবিইয়ুকা মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া আউযুবিকা মিন্ শার্‌রি মাস্‌তা'আ-যা মিনহু আবদুকা ওয়া নাবিইয়ুকা মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ, নিকট এবং দূরবর্তী কল্যাণ যে কল্যাণ সম্পর্কে আমি অবহিত এবং যে সম্পর্কে আমি অবিদিত। আর আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই সর্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে-যাহা সন্নিকটে এবং যাহা দূরে অবস্থিত- যে বিষযে আমি অবহিত এবং যে বিষয়ে আমি অনবহিত। আর আমি তোমার নিকট সেই কল্যাণের আকাঙ্খী যাহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর আমি সেই অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করি যে অকল্যাণ হইতে তোমার নিকট পানাহ্ চাহিয়াছেন তোমার বান্দা এবং তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ لِيْ خَيْرًا.

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়ামা ক্বার্‌রাবা ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আওআমালিন ওয়া আউযুবিকা মিনান্‌নারি ওয়ামা ক্বার্‌রাবা ইলাইহা মিন ক্বাওলিন আওআমালিন ওয়া আস্‌আলুকা আন্ তাজ্‌আলা কুল্লা ক্বাযায়িন্ ক্বাযায়তাহ্ লী খাইরান্।

হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই জান্নাতের আর সেই কথা ও সৎ কাজের জন্য যাহা জান্নাতের নিকটে আমাকে লইয়া যায়। আর প্রার্থনা করি জাহান্নামের আগুন হইতে তোমার নিকট আশ্রয়ের এবং সেই কথা ও কাজ হইতে যাহা আমাকে উহার নিকটে লইয়া যায় আর

আমার জন্য তুমি যাহা নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছ সেই নির্ধারিত বস্তুকে আমার নিমিত্ত মঙ্গলময় করার জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা জানাই।

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَــهُ الْحَمْــدُ يُحْيِــي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ."

উচ্চারণঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহ্য়ী ওয়া ইয়ুমীতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়াহুয়া আলাকুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

নাই কোন সত্য ইলাহ্ একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া তিনি একক তাঁহার কোন শরীক নাই, সমস্ত রাজত্ব তাঁহারই, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁহারই জন্য। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন, তাহারই হাতে সমস্ত কল্যাণ তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

"سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لله وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُــوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِّيِ الْعَظِيْمِ.

উচ্চারণঃ সুব্হানাল্লা-হি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্বার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইয়্যিল আযীম।

পাক-পবিত্র আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই জন্য, নাই কোন সত্য ইলাহ আল্লাহ্ ছাড়া, মহান ও মহীয়ান একমাত্র আল্লাহ্ই, নাই কোন ক্ষমতা ও কাহারও কোন কল্যাণ করার, নাই কোন শক্তি বিপদ-আপদ দূর করার। মহান মর্যাদাবান আল্লাহ্র শক্তি ছাড়া।

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَــى إِبْرَاهِيــمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ."

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি'আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আ-লি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা-ইব্‌রাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বা-রিক 'আলা-মুহাম্মাদিন ওয়া আলা-আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাক্‌তা আলা-ইব্‌রাহীম ওয়া আলা-আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

হে আল্লাহ্! শান্তি বর্ষণ কর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এবং মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বংশধরগণের প্রতি যেমন তুমি শান্তি বর্ষণ করিয়াছিলে ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাম) এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতি, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন। হে আল্লাহ্! তুমি বরকত সমৃদ্ধ কর মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে এবং তাঁহার বংশধরদেরকে যেমন বরকত সমৃদ্ধ করিয়াছিলে তুমি ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্ সালাম)- কে এবং তাঁহার বংশধরদেরকে, নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত এবং মর্যাদা সম্পন্ন।

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾

উচ্চারণঃ রাব্বানা আ-তিনা ফিদ্‌দুন্‌য়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযাবান্‌নার।

প্রভু! তুমি আমাদেরকে এই দুনিয়ায় কল্যাণ প্রদান কর এবং কল্যাণ প্রদান কর পারলৌকিক জীবনে এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন হইতে বাঁচাও।

আরাফায় যাহা যাহা করণীয়

এই মহান মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে হাজীগণ পূর্বোল্লিখিত দোআ ও যিক্‌রগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িতে থাকিবে এবং ঐ ধরনের অন্যান্য দোআসমূহ পড়িতে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে দরূদ পাঠ করিবে। দোআগুলি পাঠ করার সময় বার বার অতি নম্রতার সহিত দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ আল্লাহ্‌র নিকট চাহিতে থাকিবে। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোআ করিতেন, তখন প্রত্যেকটি দোআ তিনি তিনবার করিয়া করিতেন।

সুতরাং তাঁহার অনুকরণে আরাফায় অবস্থানকালে ঐ সমস্ত দোআ সহযোগে নিজেকে অত্যন্ত দীনহীন ভাবে প্রভু পরোয়ারদিগারের নিকট পেশ করিয়া আবেদন-নিবেদন করিতে থাকিবে। আল্লাহ্‌র রহমত ও মার্জনার আশায় আশান্বিত এবং তাঁহার গযব ও আযাবের বিষয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হইবে। নিজের নফসের হিসাব মনে মনে গ্রহণ করিয়া নতুনভাবে তওবা করিবে। কারণ এই দিনই বড়ই মর্যাদাপূর্ণ এবং এই দিনের সমাবেশে অত্যন্ত বিপুল। এই দিবসে মহান আল্লাহ্ স্বীয় বান্দাদের জন্য তাঁহার অনুগ্রহের দ্বার খুলিয়া দেন। আর ফেরেশ্‌তাদের নিকট বান্দাদের আনুগত্য ও নিজের গৌরব প্রকাশ করেন। এই দিবসে তিনি বেশী সংখ্যক লোককে দোযখ হইতে মুক্ত করেন।

শয়তানকে এই দিন যত লাঞ্ছিত, হীন ও নিকৃষ্ট এবং ম্লান দেখা যায় অন্য কোনও দিনই ঐরূপ দেখা যায় নাই- কেবল বদর দিবস ছাড়া।

ইহা এই জন্য যে, শয়তান দেখিতে পায় যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার বান্দাদের প্রতি অকাতরে দয়া বখশিশ ও মার্জনা বিলাইয়া চলিয়াছেন এবং তাহাদের বেশী সংখ্যায় মুক্তি দিতেছেন। সহীহ্ মুসলিম শরীফে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে এই মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,

বৎসরে এমন কোনও দিন নাই যে, আল্লাহ্ আরাফার দিবস অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় স্বীয় বান্দাদেরকে দোযখ হইতে মুক্ত করেন এবং তিনি সেইদিন বান্দাদের অতি নিকটবর্তী হন। তারপর ফেরেশ্তাগণের নিকট গৌরব প্রকাশ করিয়া বলেন, আমার এই বান্দাগণ কী চায়?

অতএব, মুসলমানগণের উচিত নিজদের তরফ হইতে আল্লাহ্কে নেকীর কাজ দেখানো এবং বেশী সংখ্যক যিক্র -আযকার ও দোআ-দরূদ পাঠ এবং সর্বপ্রকার পাপ এবং ভুলত্রুটি হইতে তওবা ইস্তিগ্ফারের মাধ্যমে শয়তানকে হেয় ও উদ্বিগ্ন করিয়া তোলা কর্তব্য। সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার মর্যাদাপূর্ণ মহা সমাবেশে হাজীগণ যিক্র -আযকার দোআ-দরূদসহ বিনম্র হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট আহাজারি করিতে থাকিবে।

সূর্যাস্ত যাওয়ার পর প্রশান্ত হৃদয়ে ধীরে-সুস্থে আরাফাত হইতে মুয্দালিফার দিকে গমন করিবে। এই সময় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুকরণে খুব বেশী করিয়া "লাব্বায়ক" উচ্চারণ করিতে থাকিবে। স্মরণ রাখা কর্তব্য, আরাফা হইতে সূর্যাস্তের পূর্বে মুয্দালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া সিদ্ধ নহে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন,

"خذو عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ"

তোমরা আমার নিকট হইতে হজ্জের নিয়ম-কানুন শিখ এবং গ্রহণ কর।

মুযদালিফায় রাত্রি প্রবাস

হাজীগণ যখন মুযদালিফায় পৌঁছিয়া যাইবে, তখন পৌঁছিয়াই মাগরিবের ৩ রাকাত এবং ইশার ২ রাকাত নামায এক আযানে আর দুই ইকামতে একত্র করিয়া পড়িবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এইরূপই করিয়াছিলেন।

মুয্‌দালিফায় হাজীগণ মাগরিবের সময়ই পৌঁছুক অথবা ইশার সময়; নামাযের তরতীব ঠিক এরূপই হইবে-অর্থাৎ প্রথমে মাগরিবের ৩ রাকাত, পরে ইশার দুই রাকাত কসর পড়িতে হইবে ; যে সব লোক মুয্‌দালিফায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই নামাযের পূর্বে কঙ্কর সংগ্রহের কাজে লাগিয়া যায় এবং তাহাদের অনেকে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, উক্ত কাজ শরীয়ত-সিদ্ধ তাহারা ভ্রান্ত, এরূপ করা সম্পূর্ণ ভুল, উহার কোনই ভিত্তি নাই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশ্‌আরুল হারাম হইতে মীনার দিকে গমনকালেই কঙ্কর সংগ্রহের আদেশ দিয়াছিলেন-তাহার পূর্বে নহে। যেখান হইতেই কঙ্কর লওয়া হউক তাহা জায়েয হইবে। তবে মুয্‌দালিফা হইতেই উহা চয়ন করিতে হইবে এরূপ নির্দিষ্ট স্থানের সহিত উহাকে বিশেষভাবে সম্পর্কিত করিবে না। বরং মীনা হইতেও উহা চয়ন করা শরীয়ত সম্মত হইবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণে ঐ দিনে জামরা উকবায় মারিবার জন্য কেবল সাতটি কঙ্কর চয়ন করা সুন্নত। অবশিষ্ট তিন দিবস-মীনা হইতেই প্রতি দিন ২১টি করিয়া কঙ্কর চয়ন করিবে এবং তিন জামরায় পর্যায়ক্রমে উহা নিক্ষেপ করিবে।

কঙ্করগুলিকে ধৌত করা মুস্তাহাব নয় ; বরং না ধুইয়াই উহা নিক্ষেপ করিবে। কেননা এই কঙ্কর ধৌতকরণের কোন কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁহার সাহাবাগণ হইতে বর্ণিত হয় নাই। আর ব্যবহৃত কঙ্কর পুরনায় ব্যবহার করা ঠিক নহে।

দূর্বল নারী ও শিশুদের অর্ধরাত্রির পর মীনায় প্রেরণ

হাজীদের এই রাত্রিতে মুয্‌দালিফাতেই অবস্থান করিতে হইবে। অপরপক্ষে নারীদের মধ্যে যাহারা দূর্বল তাহাদের এবং শিশুদের শেষ রাত্রে মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করা সিদ্ধ হইবে। অনুরূপ নির্দেশ অন্যান্য অক্ষমদের বেলায়ও। প্রমাণ হইতেছে আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং হযরত উম্মে সালমা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর হাদীস। কিন্তু ইহা ছাড়া অন্যসব হাজীদের ফজরের নামায না পড়া পর্যন্ত মুয্‌দালিফাতে অবস্থান করিতে হইবে। ফজরের নামাযের পর হাজীগণ মাশ'আরুল হারাম সামনে রাখিয়া কিবলামুখী হইয়া দাঁড়াইবে এবং খুব বেশী সংখ্যায় আল্লাহ্‌র যিক্‌র , তাকবীর এবং দোআ-দরূদ পাঠ করিতে থাকিবে- যে পর্যন্ত না খুব ফর্সা হইয়া যায় অর্থাৎ যে পর্যন্ত না প্রভাতের আলোকরেখা অনেকটা উজ্জ্বল হইয়া উঠে অর্থাৎ ফর্সা নামিয়া আসে। দোআর সময় হাত উঠান মুস্তাহাব। মাশ্‌আরুল হারামের কাছেই অবস্থান করিতে হইবে বা উহাতে উঠিতে হইবে এমন কোন কথা নাই ; বরং মুয্‌দালিফার যেখানেই অবস্থান করিবে তাহাই সিদ্ধ এবং যথেষ্ট হইবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"وقفت ههنا- يعني على المشعر- وجمع كلها موقف". (رواه مسلم)

আমি এখানে অর্থাৎ মাশ্‌আরুল হারামের কাছে অবস্থান করিয়াছি তবে পুরা মুয্‌দালিফাই অবস্থানের স্থল। (সহীহ মুসলিম)

ভোর হইতে মীনায় গমন, কঙ্কর নিক্ষেপকরণ প্রভৃতি

যখন পূর্বাকাশ অরুণালোকে উদ্ভাসিত হইবে এবং বেশ ফর্সা হইয়া যাইবে- তখন সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে-মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে এবং পথে খুব বেশী করিয়া লাব্বায়ক পড়িতে থাকিবে। যখন মুহাস্‌সার উপত্যকায় পৌঁছিয়া যাইবে তখন কিঞ্চিৎ দ্রুত চলা মুস্তাহাব, মীনা

পৌঁছার পর জামরাতুল উক্‌বার কাছে গিয়া তালবিয়া-লাব্বায়ক ধ্বনি বন্ধ করিয়া দিবে। সেখানে পৌঁছিয়াই বড় জামরায় পর পর সাতটি কঙ্কর মারিবে-প্রত্যেকটি কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হাত উঠাইবে এবং তাক্‌বীর-আল্লাহু আকবার পাঠ করিবে। কঙ্কর মারার সময় কা'বা শরীফকে বাম দিকে এবং মীনাকে ডান দিকে রাখিবে আর উপত্যকার মধ্য হইতে কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে, কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এইরূপ করিয়াছিলেন, তবে অন্য দিক হইতেও যদি মারে, তবু উহা জায়েয হইবে- যদি উহা নিক্ষেপের লক্ষ্যস্থলে পতিত হয়। সেখানে পড়াটাই শর্ত, পড়িয়া থাকিয়া যাওয়াটা শর্ত নয়, যদি নিক্ষেপের লক্ষ্যস্থলে পতিত হওয়ার পর কঙ্করগুলি উহা হইতে গড়াইয়া পড়িয়া যায়, বিস্তৃত ব্যাখ্যা ইমাম নওয়াভী তাঁহার শারহুল মুহায্‌যাব গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। কঙ্করগুলি ছেলেদের ব্যবহৃত গুলালের গুলির সমান হওয়া বাঞ্ছনীয় যাহা বুটের দানা অপেক্ষা কিছু বড় হইয়া থাকে।

কঙ্কর মারার পরেই কুরবানীর জানোয়ার যবহ্ করিবে। যবহ্ করার সময় বলিতে হইবেঃ

"بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ".

উচ্চারণঃ বিস্‌মিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহুম্মা হাযা মিন্‌কা ওয়া লাকা।

"আল্লাহ্‌র নামে কুরবানী করিতেছি এবং আল্লাহ্ হইতেছেন মহান মহীয়ান। হে আল্লাহ্! ইহা তোমারই তরফ হইতে প্রাপ্ত তোমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত।" জানোয়ারটিকে কেবলামুখী করিবে। উহা উট হইলে সুন্নত পদ্ধতি হইল উহাকে দাঁড় করাইয়া সামনের বাম পা বাঁধা অবস্থায় বক্ষদেশে বর্শা দ্বারা আঘাত করা। সে অবস্থায় ফিনকি দিয়া রক্ত বাহির হইবে এবং উহা পড়িয়া যাইবে।

গরু, ছাগল বা দুম্বা হইলে উহাকে উহার বাম কাইতে শায়িত করিয়া যবহ করিতে হইবে। কিবলামুখী না করিয়া যদি অন্যমুখী যবহ হইয়া যায় তবে সুন্নত ছুটিয়া যাইবে ; কিন্তু যবহ সিদ্ধ হইবে। কেননা যবহের সময় জানোয়ারকে কিবলামুখী করা সুন্নাত- উহা অবশ্যকরণীয় ওয়াজিব নহে। কুরবানীর গোশত হইতে নিজে কিছু খাওয়া মুস্তাহাব, বাকীটা হাদিয়ারূপে বন্ধু ও আপনজনদের এবং সাদ্‌কা স্বরূপ গরীবদের প্রদান করিবে, যেমন আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ প্রদান করিয়াছেনঃ

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ﴾.

তোমরা উহা হইতে খাও এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তিদের খাওয়াও। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৬)

কুরবানীর দিবস সমূহ

বিদ্বানগণের অধিকতর বিশুদ্ধ মতানুযায়ী কুরবানীর সময়সীমা আইয়ামে তাশরীকের ১৩ই তারিখের সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত সম্প্রসারিত। অর্থাৎ ১০ই হইতে ১৩ই যিলহজ্জ পর্যন্ত চারি দিবসই কুরবানী করা চলে। জানোয়ার নহর অথবা যবহ্ করার পর হাজী হয় তার মাথা মুন্ডন করিবে, নতুবা চুল ছোট করিয়া কাটিবে। তবে মাথা মুন্ডন করাই উত্তম। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার রহমত ও মাগফেরাতের দোআ করিয়াছেন- অপর পক্ষে চুল ছোট করিয়া কর্তনকারীদের জন্য মাত্র একবার উক্ত দোআ করিয়াছেন। মাথার কিছু অংশের চুল ছোট করিয়া কাটা যথেষ্ট হইবে না ; বরং মাথা ন্যাড়া করার মত সমস্ত মাথার চুলই ছোট করা অবশ্য কর্তব্য। আর নারীদের জন্য তাহাদের চুলের প্রত্যেক বেণী হইতে কমপক্ষে আঙ্গুল পরিমাণ কাটিতে হইবে। জাম্‌রা উকবায় কঙ্কর নিক্ষেপ এবং মাথা মুন্ডন অথবা চুল কর্তনের পর মুহরিমের জন্য স্ত্রীর সহিত যৌন মিলন ছাড়া অন্য সব বস্তুই হালাল হইয়া যাইবে যাহা ইহরামের কারণে তাহার উপর

হারাম হইয়া গিয়াছিল। এই হালাল হওয়াকে তাহাল্লুলে আওয়াল বা প্রথম হালাল হওয়া বলা যাইতে পারে।

এই 'হালাল' হওয়ার পর হাজীর জন্য খুশবু মাখা এবং তওয়াফে ইফাযা করার জন্য মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়া সুন্নত। হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধিবার পূর্বে এবং প্রথম হালাল হওয়ার পর বায়তুল্লাহ্র তওয়াফের পূর্বে খুশবু মাখাইয়া দিয়াছি। (বুখারী ও মুসলিম) এই তওয়াফকে তওয়াফে ইফাযা এবং তওয়াফে যিয়ারতও বলা হয়। ইহা হজ্জের আরকানসমূহের অন্যতম রুকন। ইহা ভিন্ন হজ্জ উদ্‌যাপন পূর্ণ হয় না। আর ইহাই হইতেছে মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্র নিম্নোক্ত ইরশাদের তাৎপর্য।

﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.

অতঃপর তাহারা যেন তাহাদের দৈহিক অপরিচ্ছন্নতা দূর করে এবং তাহাদের মানত পূর্ণ করে এবং তওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের -কা'বা গৃহের।

তওয়াফ এবং মাকামে ইব্রাহীমে দুই রাকাত নামায পড়ার পর সাফা-মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থলে 'সাঈ' করিবে-যদি হাজী মুতাম্মাত্তে হয় অর্থাৎ তাহার হজ্জ তামাত্তো হজ্জ হয়। আর এই 'সাঈ' হইবে তাহার হজ্জের 'সাঈ' প্রথম 'সাঈ' ছিল তাহার উমরার 'সাঈ'।

তামাত্তো হজ্জের জন্য এক 'সাঈ' যথেষ্ট নহে।

"আলেমগণের সর্বাধিক সহীহ্ মতানুসারে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর এই হাদীসের আলোকে তামাত্তো' হজ্জ পালনকারীর জন্য এক 'সাঈ' যথেষ্ট নহে। হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেনঃ

আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহিত হজ্জের জন্য বাহির হইলাম, এই হাদীসের পরবর্তী অংশের শব্দ এইঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তির সহিত কুরবানীর জানোয়ার আছে সে উমরার সহিত হজ্জেরও ইহ্রাম বাঁধিবে এবং উমরাহ্ ও হজ্জ উভয়ই উদ্যাপন করিবার পর হালাল হইবে। তারপর হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) বলেন, যাহারা শুধু ইহ্রাম বাঁধিয়াছিলেন তাহারা কা'বা শরীফের তওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার 'সাঈ' করিয়া হালাল হইয়া যায়, তারপর তাহারা হজ্জ সমাপন করিয়া যখন মীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিল, তখন আর একটি তওয়াফ করিল। (বুখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা)-এর কথা অনুসারে যেসব লোক উমরার ইহ্রাম বাঁধিয়াছিল তাহারা হজ্জের পর মীনা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া যে তওয়াফ করিয়াছিল সে তওয়াফের তাৎপর্য এই হাদীসের বিশুদ্ধতম ব্যাখ্যা অনুসারে সাফা এবং মারওয়ার তওয়াফ। যে সব লোক বলে যে, হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) যে তওয়াফের কথা বলিয়াছেন- তাহা দ্বারা তিনি তওয়াফে ইফাযা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা মোটেই সহীহ্ নয়। কেননা তওয়াফে ইফাযা হইতেছে সকলের জন্য অবশ্যপালনীয় একটি রুক্ন যাহা তাহারা সবাই সম্পাদন করিয়াছিল।

এই তওয়াফ তামাত্তো হজ্জকারীদের জন্য নির্দিষ্ট-উহা সাফা ও মারওয়ার তওয়াফ যাহা হজ্জব্রত সমাপন অন্তে মীনা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দ্বিতীয় দফায় করিতে হয়। আল্হামদু লিল্লাহ্-অতএব মাসআলা সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গেল। আর ইহাই অধিকাংশ বিদ্বানগণের অভিমত। অর্থাৎ তামাত্তো হজ্জকারীদের সাফা-মাওয়ার 'সাঈ' বা তওয়াফ দ্বিতীয় দফায় করিতে হয়। উহার বিশুদ্ধতার সপক্ষে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের সেই হাদীস উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহা ইমাম

বুখারী স্বীয় সহীহ্ বুখারীতে নির্ভরযোগ্য শব্দে "তা'লীকান" রেওয়ায়েত করিয়াছেন। ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু)কে তামাত্তো হজ্জ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, মুহাজেরীন ও আনসার এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সহধর্মিনীগণ বিদায় হজ্জের ইহ্রাম বাঁধিলেন, আমরাও ইহ্রাম বাঁধিলাম। যখন আমরা মক্কায় পৌছিলাম তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেনঃ "তোমরা তোমাদের হজ্জের ইহরামকে উমরার ইহ্রাম রূপে গণ্য কর- কিন্তু ঐ সব ব্যক্তি ছাড়া যাহাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার রহিয়াছে।"

মূলতঃ আমরা বায়তুল্লাহ্ এবং সাফা-মারওয়ার তওয়াফ করিলাম এবং আমরা স্বীয় স্ত্রীদের নিকটও গেলাম এবং সিলাইকৃত কাপড়ও পরিধান করিলাম। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, আর যাহাদের সঙ্গে কুরবানীর জানোয়ার রহিয়াছে তাহারা কিন্তু হালাল হইবে না যে পর্যন্ত না কুরবানীর জানোয়ার স্বীয় নির্দিষ্ট স্থানে অর্থাৎ মীনায় না পৌছে। ৮ই জিলহাজ্জার দিবসে তিনি আমাদিগকে হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার হুকুম প্রদান করিলেন। অতঃপর আমরা যখন আবার হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার ক্রিয়াকর্ম শেষ করিয়া ফারেগ হইলাম তখন কা'বা শরীফ এবং সাফা-মারওয়া তওয়াফ করিলাম, শেষ পর্যন্ত। এই বিবরণ হইতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল এবং তামাত্তো হজ্জকারীদের দুই দফা 'সাঈ' করার অপরিহার্যতা পরিষ্কার হইয়া গেল।

এখন বাকী রহিল মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক সেই হাদীস যাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার সাহাবাগণ মাত্র একবারই সাফা-মারওয়ার তওয়াফ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রথম তওয়াফ, ইহা শুধু তাঁহাদের উপরে প্রযোজ্য যাহারা কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কেননা তাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সঙ্গে তাহাদের স্বীয় ইহ্রাম অবস্থাতেই রহিয়া

গিয়াছিলেন- যে পর্যন্ত না তাহারা হজ্জ ও উমরাহ্ হইতে ফারেগ হওয়ার পর হালাল হইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই সাথে হজ্জ ও উম্‌রার ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছিলেন। যাহারা কুরবানীর জানোয়ার সঙ্গে আনিয়াছিল তাহাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, তাহারা উমরার সহিত হজ্জেরও ইহ্‌রাম বাঁধিবে এবং যে পর্যন্ত এই দুইটি হইতে ফারেগ না হইবে সে পর্যন্ত তাহারা হালাল হইবে না। আর হজ্জ ও উমরাহ্ যাহারা এক সাথে করার নিয়ত করিবে তাহাদের জন্য 'সাঈ' হইবে একবার মাত্র যাহা জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর উল্লেখিত হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ্ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হইয়া যায়।

এইভাবে যে ব্যক্তি হজ্জে এফরাদের ইহ্‌রাম বাঁধে এবং কুরবানীর দিবস পর্যন্ত স্বীয় ইহ্‌রামের অবস্থায় থাকে তাহার জন্যও সাফা-মারওয়ায় একবার মাত্র 'সাঈ' যথেষ্ট হইবে।

অতএব যখন কেরান হজ্জকারী এবং ইফরাদ হজ্জকারী-মক্কায় পৌঁছিয়া তওয়াফে কুদূমের পর যখন সাফা-মারওয়া 'সাঈ' করিল, তখন তওয়াফে ইফাযার পর আর 'সাঈ' করিতে হইবে না প্রথমবারের 'সাঈ'ই যথেষ্ট হইবে। যেমন, হযরত জাবেরের (রাযিআল্লাহু আনহু) উল্লেখিত হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে উহা পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল।

এইভাবে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের হাদীস এবং হযরত জাবেরের (রাযিআল্লাহু আনহু) হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল এবং একটির সহিত অপরটিকে বাহ্যিক বৈসাদৃশ্যও দূরীভূত হইয়া গেল এবং এই সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে সকল হাদীসের উপর আমল হইয়া গেল।

এই সামঞ্জস্যের স্বপক্ষে আর একটি সমর্থন এইভাবেও হইতে পারে যে, হযরত আয়িশার (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং হযরত ইবনে আব্বাসের

(রাযিআল্লাহু আনহু) সহীহ্ হাদীস দুইটি-তামাত্তো হজ্জকারীদের জন্য দুই দফায় 'সাঈ' সাব্যস্ত করে। আর জাবেরের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাদীস দৃশ্যতঃ উহা অস্বীকার করে। কিন্তু ইল্‌মে উসূল এবং হাদীসের ইস্‌তিলাহ্ মুতাবিক সাব্যস্তকারী হাদীস অস্বীকারকারী হাদীসের উপর অগ্রগণ্য বিবেচিত হইয়া থাকে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ও তাআলাই সঠিক তথ্যের তাওফীকদাতা, আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত কাহারও ভালমন্দের কোন ক্ষমতা নাই।

পরিচ্ছেদ-فصل

কুরবানীর দিবসে করণীয় কাজসমূহের শ্রেণীবিন্যাস

হাজীদের জন্য কুরবানীর দিবসে করণীয় ৪টি কাজ উল্লিখিত বিন্যাস অনুসারে করা উত্তম। তরতীব বা পর্যায়ক্রমটি এইরূপঃ

প্রথম করণীয় কাজ হইতেছে জাম্‌রাতুল উকবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা, দ্বিতীয় কাজ হইতেছে কুরবানী করা, তৃতীয় পর্যায়ের কাজ হইল মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, চতুর্থ পর্যায়ের কাজ কাবাগৃহের তওয়াফ করা। এবং মুতামাত্তে হাজীর জন্য সাফা-মারওয়ার 'সাঈ' করা আর মুফরাদ অথবা ক্বারেন হজ্জকারী যদি তওয়াফে কুদূমের সঙ্গে 'সাঈ' না করিয়া থাকে তবে তাহাদের জন্যও 'সাঈ' করা প্রয়োজন।

এই চারি পর্যায়ের উল্লিখিত তরতীবে যদি ব্যতিক্রম ঘটে এবং কাজগুলি কোনটি আগে-পরে ঘটিয়া যায় তবু উহা জায়েয হইবে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে উহার রুখসতের প্রমাণ মওজুদ রহিয়াছে।

তওয়াফের পূর্বে 'সাঈ' এই রুখ্‌সতের অন্তর্ভুক্ত হইবে কেননা ইহা কুরবানীর দিবসে করণীয় কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কোন সাহাবী কর্তৃক এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ افعل ولا حرج কর, উহাতে কোন দোষ বর্তিবে না। কারণ ভুল এবং অজ্ঞতাবশতঃ এরূপ হইয়া থাকে। সুতরাং সহজসাধ্যতা ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 'তওয়াফ' ও 'সাঈ'-এর আগে-পরে হওয়ার ব্যাপারটি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাধারণ রুখ্‌সতের অন্তর্ভুক্ত না হইয়া পারে না।

এক ব্যক্তি তওয়াফের পূর্বে সাফা-মারওয়ার 'সাঈ' করিয়া ফেলে, তাঁহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হওয়ায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছিলেনঃ "কোন ক্ষতি নাই।" ইমাম আবূ দাউদ উসামা ইবনে

শারীকের বর্ণনায় উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে ইহা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত রুখ্সতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্যাপারটি পরিষ্কার হইয়া গেল। আল্লাহ্ই তাওফীকদাতা।

যে সমস্ত কাজ পূর্ণ করার ফলে হাজীগণ পুরাপুরি হালাল হইয়া যায় উহা তিনটি-জাম্‌রা উকবায় কঙ্কর মারা, মাথা মুন্ডন অথবা চুল ছোট করা এবং তওয়াফে ইফাযার সহিত 'সাঈ' করা, -ঐ সমস্ত হাজীদের জন্য যাহাদের কথা এইমাত্র উল্লেখ করা হইল। অতএব হজ্জ পালনকারী যখন এই তিনটি কাজ সমাধা করিবে, তাহার জন্য ইহ্‌রামের কারণে নিষিদ্ধ প্রত্যেকটি কাজ হালাল হইয়া যাইবে, স্ত্রীর সহিত মিলন, সুগন্ধি লাগানো প্রভৃতি সবই তাহার জন্য সিদ্ধ হইবে। আর যে ব্যক্তি উক্ত তিনটির মধ্যে দুইটি সমাপন করিবে তাহার জন্য ইহ্‌রামের কারণে হারাম কাজগুলি সবই হালাল হইবে একমাত্র স্ত্রীর সহিত যৌন মিলন ব্যতীত। এই অবস্থায় এই হালাল হওয়াকে বলা হইবে তাহাল্লুলে আউয়াল বা প্রাথমিক হালাল।

যম্‌যমের পানি পান করা

হাজীদের জন্য যম্‌যমের পানি পান করা এবং উহা পেট পুরিয়া পান করা উত্তম কাজ। যম্‌যমের পানি পান করার সময় কল্যাণপ্রদ দোআগুলির মধ্যে যাহা সহজ সাধ্য সেই দোআগুলি পড়া বাঞ্ছনীয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেনঃ

"ماء زمزم لما شرب له"

"যম্‌যমের পানি যে উদ্দেশ্যে পান করা হইবে সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে।" সহীহ্ মুসলিম শরীফে আবু যার গিফারী (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যম্‌যমের পানি সম্পর্কে বলিয়াছেনঃ

"إنه طعام طعم"

"উহা পানকারীর জন্য উত্তম খোরাক স্বরূপ।" আবু দাউদে এই হাদীসের অতিরিক্ত শব্দগুলি নিম্নরূপঃ

"وشفاء سقم"

"উহা রোগীর জন্য আরোগ্য স্বরূপ।"

তওয়াফে ইফাযা এবং যাহার জন্য সাঈ করা কর্তব্য তাহার সাঈ করার পর হাজীগণ মীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে এবং মীনায় তিন দিন, তিন রাত্রি অবস্থান করিবে। প্রত্যেক দিনই সূর্য ঢলার পর তিন জামরাতেই কঙ্কর মারিবে,

ويجب الترتيب في رميها.

এই কঙ্কর মারার তরতীব রক্ষা করা ওয়াজিব। অতএব মসজিদে খায়েফের সন্নিকটে অবস্থিত জামরা উলায় প্রথম কঙ্কর মারা শুরু করিবে অতঃপর সাতটি কঙ্কর একের পর এক মারিবে।

প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় হস্ত উত্তোলন করিতে হইবে। মাসনূন নিয়ম এই যে, কঙ্কর মারার পর কিছুটা পিছাইয়া আসিবে এবং জামরাকে বাম দিকে রাখিয়া কেবলামুখী হইবে এবং দুই হাত তুলিয়া করুণ আবেদন-নিবেদন সহকারে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক মাত্রায় দোআ করিতে থাকিবে।

তারপর দ্বিতীয় জামরায় পৌঁছিয়া প্রথম বারের ন্যায় কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে। এখানে মাসনূন পদ্ধতি এই যে, কঙ্কর নিক্ষেপের পর কিছুটা সম্মুখের দিকে সরিয়া যাইবে এবং জামরাকে ডাইন দিকে এবং কেবলাকে সম্মুখ দিকে রাখিয়া হাত উঠাইয়া খুব বেশী করিয়া দোআ পাঠ করিবে। তারপর তৃতীয় জামরায় গিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিবে কিন্তু সেখানে দাঁড়াইবে না এবং দোআ পাঠ করিবে না কঙ্কর মারিয়াই চলিয়া আসিবে।

আইয়ামে তাশরিকের দ্বিতীয় দিবসে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিবার পর প্রথম দিবসের ন্যায় ঐ তিন জামরায় কঙ্কর মারিবে এবং প্রথম দিবসে প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় যেরূপ করা হইয়াছে ঠিক সেইভাবেই উক্ত কাজ সমাধা করিবে যেন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পুরাপুরি অনুসরণ করা সম্ভব হয়। জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, আইয়ামে তাশ্রীকের প্রথম দুই দিবস অর্থাৎ ১১ই ও ১২ই যিলহজ্জে কঙ্কর মারা হজ্জের ওয়াজিব কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ঐ একইভাবে মীনায় প্রথম এবং দ্বিতীয় রাত্রি যাপন করা প্রত্যেক হাজীর জন্য ওয়াজিব, তবে যাহারা যম্যমের পানি পান করানোর কাজে নিয়োজিত এবং যাহারা মেষ পালক তাহাদের জন্য এবং এই ধরনের অন্যদের জন্য ওয়াজিব নয়।

উল্লিখিত দুই দিবস কঙ্কর মারার পর যাহারা মীনা হইতে তাড়াতাড়ি প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইবে, তাহাদের জন্য ঐরূপ চলিয়া আসা বৈধ হইবে কিন্তু ঐদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই বাহির হইতে হইবে। তবে যে ব্যক্তি আরও বিলম্ব করিবে এবং তৃতীয় রাত্র তথায় যাপন করিয়া তৃতীয় দিবসে জামরাগুলিতে কঙ্কর মারিবে সে উত্তম কাজ করিবে এবং অধিক সওয়াবের হক্বদার হইবে যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿وَاذْكُرُوا اللهَ فِيْ أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى﴾. الآية.

"তোমরা গণনার নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্র যিক্র কর- অর্থাৎ মীনায় অবস্থানকালে- অতঃপর যে ব্যক্তি দুইদিনের মধ্যে চলিয়া আসিতে চায় তাহার উপর কোনরূপ দোষ নাই এবং যে পিছাইয়া থাকে তাহাদের প্রতিও কোন দোষ বর্তিবে না।" (সূরা বাক্বারাঃ ২০৩)

১৩ তারিখের রাত্রি যাপনপূর্বক কঙ্কর মারিয়া থাকার কাজ অতিউত্তম হওয়ার কারণ এই যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লোকদিগকে ১২ তারিখে চলিয়া আসার অনুমতি দিলেও নিজে চলিয়া

আসেন নাই বরং মীনায় অবস্থান করেন এবং ১৩ তারিখে সূর্য ঢলার পর সমস্ত জামরায় কঙ্কর মারিয়া যোহর পড়ার পূর্বেই রওয়ানা হইয়াছিলেন।

অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের পক্ষে উহাদের অভিভাবকদের জন্য কঙ্কর মারা জায়েয হইবে। উহারা নিজেদের জন্য কঙ্কর মারার পর উহাদের পক্ষে মারিবে। অনুরূপ অপ্রাপ্ত বয়সের মেয়েদের পক্ষে তাহার ওলীরা কঙ্কর মারিবে। সাহাবী জাবের (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহিত হজ্জ করিয়াছিলাম,

"...ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيـــان ورمينـــا عنـــهم" (أخرجه ابن ماجه)

"আমাদের সহিত নারী ও শিশু ছিল, অতঃপর আমরা বাচ্চাদের পক্ষ হইতে লাব্বায়িক বলিয়াছিলাম এবং কংকর মারিয়াছিলাম। বর্ণনায় ইবনে মাজাহ-

ويجوز للعاجز .. أن يوكل من يرمى عنه.

অসুস্থতার কারণে কিংবা বয়ঃবৃদ্ধি বা মেয়েদের গর্ভের কারণে নিজ হাতে কঙ্কর মারিতে অপারগ ব্যক্তিবর্গের জন্য অপরকে দিয়া কঙ্কর মারার কাজ করা জায়েয হইবে। কেননা আল্লাহ্ বলিয়াছেনঃ

﴿فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.

"তোমরা সাধ্য মুতাবিক আল্লাহ্কে ভয় করিয়া চল।" (সূরাঃ তাগাবুনঃ ১৬) আর তাহারা মানুষের ভীড় ঠেলিয়া কঙ্কর মারিতে সক্ষম নহে।

وزمن الرمي يفوت ولايشرع قضاؤه فجازلهم أن يوكلوا بخـــلاف غيره من المناسك.

আর কঙ্কর মারার সময় চলিয়া গেলে উহা কাযা করার সুযোগ নাই সুতরাং তাহাদের জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ হইবে। ইহা ব্যতীত হজ্জের অন্য কোনও কাজ অপরকে দিয়া করানো চলিবে না। নফল বা বদলা যে কোন হজ্জেই যে ইহ্‌রাম বাঁধিয়াছে বা বাঁধিবে তাহাকে হজ্জের যাবতীয় কাজ নিজেই করিতে হইবে। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ﴾.

"তোমরা আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হজ্জ ও উমরার কাজ পূর্ণভাবে সম্পাদন করো।" (সূরা বাক্বারা ঃ ১৯৬)

তাওয়াফ ও সাঈর সময় ফউত (শেষ) হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে কঙ্কর নিক্ষেপের সময় ফউত (শেষ) হইয়া যায়। আর আরাফায় অবস্থান এবং মুযদালিফা ও মীনায় রাত্রিবাসের সময়সীমা নির্দিষ্ট বিধায় উক্ত সময় নিঃসন্দেহে ফউত হইয়া যায়। কিন্তু কোন অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে কষ্টসাধ্য হইলেও এই সব জায়গায় (বিলম্ব হইলেও) পৌছা সম্ভব। অনুরূপভাবে প্রস্তর নিক্ষেপের সময়সীমাও নির্দিষ্ট তাই প্রস্তর নিক্ষেপে অক্ষম ব্যক্তির প্রতিনিধি নিয়োগ সালাফে সালেহীন হইতে সুসাব্যস্ত। হজ্জের অন্যান্য অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি নিয়োগ সাব্যস্ত নয়।

জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, ইবাদাতের ক্রিয়াকর্ম সম্পাদন আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রাপ্ত নির্দেশের উপরই নির্ভরশীল। কাজেই কাহারও পক্ষেই দলীল প্রমাণ ছাড়া কোন বস্তুকে শরীয়তসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করা জায়েয নয়।

কঙ্কর মারার জন্য নিয়োজিত নায়েব তথা প্রতিনিধির প্রথমে নিজের তরফ হইতে এবং পরে স্বীয় মুয়াক্কিলের পক্ষে কংকর মারা সিদ্ধ। তিনবার কংকর মারার প্রত্যেক বারে একই স্থানে দাঁড়াইয়া উহা করা চলিবে। তিনবারের সমস্ত কংকর নিক্ষেপ প্রথমে নিজের তরফ হইতে সমাপ্ত করিয়া পরে মুয়াক্কিলের পক্ষে কংকর নিক্ষেপ করিতে হইবে-

এমন প্রক্রিয়া ওয়াজিব নহে। ইহাই উলামাদের বিশুদ্ধ মত। কেননা ঐরূপ পদ্ধতি বাধ্যবাধকতার মধ্যে কঠিনতা ও কষ্টসাধ্যতা রহিয়াছে অথচ আল্লাহ্‌র বাণী হইতেছে যে,

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ﴾.

"আল্লাহ্ তোমাদের দ্বীনের কোন অপ্রশস্ততা রাখেন নাই।" আর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ও ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"يسروا ولا تعسروا"

সহজভাবে সমাধা কর, কঠিন বা কষ্টসাধ্য করিয়া তুলিও না। ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কোন সাহাবী হইতেও এরূপ রেওয়ায়েত নাই যে, তাহারা যখন তাহাদের বাচ্চাদের এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা ছিল অক্ষম তাহাদের পক্ষে কংকর মারিয়াছে তখন ঐ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছেন। যদি ঐরূপ করিতেন তবে নিশ্চয় উহা বর্ণিত হইত বিশেষ করিয়া বর্ণনার সবরকম সুযোগই যখন বিদ্যমান ছিল। একমাত্র মহান আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ-فصل
কুরবানী প্রসঙ্গ

হাজী যদি তামাত্তু অথবা ক্বেরান হজ্জ সম্পাদনকারী হয় এবং সে মসজিদুল হারামের সীমার মধ্যে বসবাসকারী না হয়, তবে তাহার জন্য পশু কুরবানী করা ওয়াজিব, ছাগ- মেষ জাতীয় হইলে একটি এবং উট কিংবা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ হইলেও চলিবে।

কুরবানীর জানোয়ার হালাল রোযগারের হইতে হইবে

কুরবানীর জানোয়ার হালাল মাল এবং পবিত্র উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা হইতে হইবে। কেননাঃ

"إن الله طيب لايقبل إلا طيبًا".

আল্লাহ্ পাক-পবিত্র এবং পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।

মুসলিম হিসাবে উচিত ফরয কুরবানীর জানোয়ার বা অন্য কোনরূপ কুরবানীর জন্য মানুষের নিকট সওয়াল-যাঞ্জা করা হইতে বিরত থাকা, সে যাচ্যমান ব্যক্তি স্বয়ং বাদশা হউক, অথবা অন্য কেহ হউক। অর্থাৎ কাহারও নিকট যাঞ্জা করা উচিত নহে, যখন আল্লাহ্ তাহাকে তাহার মাল দ্বারা নিজের পক্ষে কুরবানী করার সুযোগ দিয়াছেন এবং অপরের হাতে রক্ষিত মালের মুখাপেক্ষী হওয়া হইতে তাহাকে বেনিয়ায করিয়াছেন।

এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে এমন বহু হাদীস আসিয়াছে, যাহাতে সওয়াল করার নিন্দা ও উহার প্রতি দোষারোপ করা হইয়াছে এবং পরের নিকট যাঞ্জা পরিত্যাগ করার প্রতি প্রশংসা করা হইয়াছে।

যে হাজী কুরবানী করিতে অক্ষম তাহাকে কি করিতে হইবে

তামাত্তো এবং ক্বেরান হজ্জ পালনকারী যদি পশু কুরবানী করিতে সক্ষম না হয় তবে তাঁহার জন্য হজ্জের সময় তিনদিন এবং গৃহে নিজ

পরিবারে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন রোযা রাখা ওয়াজিব। সে ইচ্ছা করিলে কুরবানীর পূর্বে উক্ত তিনটি রোযা রাখিতে পারে অথবা আইয়ামে তাশরীকে অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ তারিখেও রাখিতে পারে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ্ কুরআন মজীদে ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

তামাত্তো হজ্জকারী সাধ্যানুসারে পশু কুরবানী করিবে, যে ব্যক্তির জন্য সহজসাধ্য না হয়, তাহাকে হজ্জের সময়ে তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সাত দিন-এই পূর্ণ দশ দিন রোযাপালন করিতে হইবে। ইহা তাহাদের জন্য যাহারা মসজিদুল হারাম এলাকার বাসিন্দা নহে। (সূরা বাক্বারা ঃ ১৯৬)

সহীহ্ বুখারীতে হযরত আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উভয়ই বলিয়াছেন, আইয়ামে তাশ্রীকে রোযা রাখার জন্য শুধু তাহাদিগকেই রুখ্সত দেওয়া হইয়াছে যাহারা কুরবানীর পশু সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়াছে। এই হুকুম নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে মরফূ পর্যায়ে প্রমাণিত। আর উক্ত তিন রোযা আরাফার দিবসের পূর্বে রাখাই উত্তম- যেন হজ্জ পালনকারী আরাফার দিবসে রোযা না-রাখা অবস্থায় থাকিতে পারে। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরাফার দিবসে (৯ই যিলহজ্জ তারিখে) আরাফায় অবস্থান কালে রোযা রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহার অন্যতম কারণ ইহাও যে, ইফতার অর্থাৎ রোযা না-রাখা অবস্থায় যিক্র -আয্কার ও দোআ-দরূদ পাঠে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়। উল্লিখিত তিন দিবসের রোযা পর পর এক সঙ্গে অথবা ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পৃথক ভাবেও

করা যাইবে। ঐরূপ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ৭ দিবসের রোযাও এক সঙ্গে রাখা জরুরী নহে, উহা একত্রে অথবা পৃথকভাবেও রাখা জায়েয। কেননা, আল্লাহ্ সুবহানাহু উহা একত্রে পর পর রাখার কোন শর্ত আরোপ করেন নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-ও কোন শর্ত লাগান নাই। পরবর্তী ৭টি রোযা গৃহে পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত বিলম্বিত করাই উত্তম। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেনঃ

﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾.

"আর সাত দিন যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে অর্থাৎ রোযা রাখিবে।"

والصوم للعاجز أفضل من سؤال الملوك وغيرهم.

কুরবানী করিতে অক্ষম ব্যক্তির জন্য সুলতান বা আমীর, উমারা প্রভৃতির নিকট চাহিয়া কুরবানীর জানোয়ার যবহ করার চেয়ে রোযা রাখাই উত্তম। তবে যে ব্যক্তিকে না চাহিতেই এবং স্বীয় হৃদয়ের লোভ-লালস ছাড়াই কাহারও পক্ষ হইতে কোন হাদিয়া, তোহ্ফা বা উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়, তবে তাহা গ্রহণ করিতে কোন দোষ নাই-এমন কি সেই হাজী যদি হজ্জে বদলের জন্য আসে এবং তাহাকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরক ব্যক্তি যদি তাহার প্রদত্ত অর্থে কুরবানীর পশু ক্রয়ের শর্ত আরোপ না করিয়া থাকে। আর যে সব লোক সরকার কিংবা অন্য কাহারও নিকট অন্য কোন লোকের নামে মিথ্যা-মিথ্যি কুরবানীর পশুর প্রার্থনা জানায়-তাহার এইরূপ কাজ নিঃসন্দেহে হারাম হইবে, কেননা উহা হইবে মিথ্যা বেসাতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, সুতরাং উহা হইবে হারাম খাওয়ার তুল্য।

عَافَانَا اللّٰهُ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ ذٰلِكَ.

আল্লাহ্ আমাদিগকে এবং মুসলমানদের উহার পাপ হইতে অব্যাহতি দিন।

পরিচ্ছেদ-فصل

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

আম্‌র বিল মা'রূফ ওয়ান্‌ নাহ্‌য়ী আনিল্‌ মুন্‌কার এবং বাজামা'আত পাঞ্জেগানা নামাযের পাবন্দী

হাজীগণ এবং অন্যদের উপর সব চাইতে যে বড় কর্তব্য তাহা হইতেছে আম্‌র বিল্‌ মা'রূফ এবং নাহ্‌য়ী আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ এবং অন্যায় কাজ হইতে নিষেধাজ্ঞার কর্তব্য সম্পাদন করা আর জামা'আতের সহিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়করণ- যে কাজের নির্দেশ আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার পাক কুরআনে এবং তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবানে প্রদান করিয়াছেন।

মক্কাবাসী এবং অন্যান্যদের মধ্যে অনেকেই যে তাহাদের গৃহে নামায পড়ে এবং মসজিদকে মু'আত্বাল (অনাবাদী) করিয়া রাখে, উহা তাহাদের জন্য মস্ত বড় ভুল। উহা শরীয়তের বরখেলাপ এবং উহা হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত থাকা একান্ত কর্তব্য

মসজিদে পাবন্দীর সহিত নামায আদায়করণের তাকীদ এই হাদীস হইতে বিশেষভাবে অনুভূত হইবে যে, ইবনে উম্মে মাকতুম রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর খেদমতে আসিয়া নিবেদন করিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি অন্ধ এবং মসজিদ হইতে আমার গৃহ দূরে অবস্থিত বিধায় আমি কি জামা'আতে শরীক না হইয়া গৃহে নামায পড়ার অনুমতি পাইতে পারি? রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন,

"هل تسمع النداء بالصلوة؟ قال : نعم، قال: فأجب".

তুমি কি নামাযের জন্য প্রদত্ত আযানের শব্দ শুনিতে পাও? ইবনে উম্মে মাকতুম বলিলেনঃ জী হ্যাঁ, শুনিতে পাই। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, তবে তুমি সেই ডাকে সাড়া দাও। আযান শুনিলে উহার ডাকে তোমার মত অন্ধকেও সাড়া দিয়া মসজিদে নামাযের জামা'আতে শামিল হইতে হইবে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন, لا أجد لك رخصة আমি তোমার জন্য রুখ্‌সতের কোন গুঞ্জায়েশ দেখিতে পাইতেছি না। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, আমি ইচ্ছা পোষণ করি যে, নামায শুরু করার আদেশ প্রদান করি, ফলে মুসল্লীগণ যখন নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয়, তখন কোন একজনকে হুকুম দেই এবং সে উক্ত নামাযের ইমামতের দায়িত্ব পালন করে,

"ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".

আর আমি সেই লোকদের নিকট গমন করি যাহারা নামাযের জন্য (মসজিদে) উপস্থিত হয় নাই এবং (জামা'আতে উপস্থিত না হওয়ার কারণে) তাহাদের গৃহে আগুন ধরাইয়া উহা পোড়াইয়া দিই।

সুনানে ইবনে মাজাহ এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক হাসান সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر".

"যে ব্যক্তি আযান শুনিতে পাইল এবং ন্যায়সঙ্গত ওযর ছাড়া মসজিদে আসিল না তাহার নামায সিদ্ধ হইবে না।"

সহীহ্ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি আগামীকাল আল্লাহ্র সহিত মুসলিমরূপে সাক্ষাৎ করিতে আনন্দ অনুভব করে, তাহার উচিত যে,

فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن.

যখনই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের উদ্দেশ্যে আযান দেওয়া হয়, তখনই উহাতে সাড়া দিয়া উক্ত নামাযগুলির হিফাযত করা একান্ত প্রয়োজন।

নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য হিদায়াতের তরীকা সুসাব্যস্ত করিয়া দিয়াছেন, আর পাঁচ ওয়াক্ত নামায উক্ত হিদায়াতের তরীকার অন্তর্ভুক্ত। যদি তোমরা তোমাদের গৃহে নামায পড়িয়া লও, যেরূপ এই পিছাইয়া পড়া ব্যক্তি নিজের ঘরে নামায পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে সে অবস্থায়

"لتركتم سنة نبيكم ولوتركتم سنة نبيكم لضللتم".

তোমরা তোমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নত পরিত্যাগ করিলে। আর যখনই তোমরা তোমাদের নবীর সুন্নত পরিত্যাগ করিবে, তখনই তোমারা পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। অপর পক্ষে যে ব্যক্তি সুন্দররূপে উযূ করিয়া মসজিদসমূহের মধ্যে কোন এক মসজিদে গমন করে, সে অবস্থায় আল্লাহ্ তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপে একটি করিয়া নেকী লিখিয়া দেনও একটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং উহার বদৌলতে একটি পাপ মাফ করিয়া দেন। ইবনে মাসউদ (রাযিআল্লাহু আনহু) বলিয়াছেন, আর আমাদেরকে দেখিয়াছি যে, নামাযের জামা'আতে কেহই পিছাইয়া থাকিত না কেবল ঐরূপ মুনাফিক ছাড়া যাহার নেফাক সুবিদিত। ...সাহাবী আরও বলিয়াছেন যে,

"ولقد كان الرجل يؤتى به يهادي بين الرجلين حتى يقام في الصف".

রাসূলের যুগে মানুষের দুই বগলে হাত রেখে আনা হইত এবং তাহাকে কাতারে খাড়া করাইয়া দেওয়া হইত।

ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى.

হাজীদের জন্য পাপ হইতে দূরে অবস্থান একান্ত প্রয়োজন

হাজীগণ এবং অন্যদের আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বস্তু হইতে দূরে অবস্থান একান্ত জরুরী। যেমন ব্যভিচার, (সমকামিতা) চুরি, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ, ব্যবসা প্রভৃতি কার্যকলাপে ধোঁকা প্রদান, আমানতের খেয়ানত করা, নেশা হয় এমন বস্তু এবং টাখনুর গীটার নীচে কাপড় ঝুলান, অহংকার, হিংসা গীবত চুগলখুরী রিয়াকারী মুসলমানদের সম্পর্কে হাসি মশকারী করা, বেহালা-তবলা সারেংগী প্রভৃতি যন্ত্রের মাধ্যমে গান-বাজনা শ্রবণ করা, অশ্লীল গান বাজনায় ভরপুর রেডিও হারমোনিয়াম ক্যাসেট প্রভৃতির ব্যবহার, বাঘ-বকরী খেলা, তাস, জুয়া ও লটারী প্রভৃতি কাজে অংশ নেওয়া, মানুষ বা যে কোন প্রাণবান বস্তুর ছবি তোলা বা অঙ্কন করা, উহা পছন্দ করা এবং এই ধরণের অন্যান্য অবাঞ্ছিত অপকর্ম যাহা আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশে তাহার বান্দাদের উপর হারাম করিয়া দিয়াছেন।

এই সব হারাম কাজ হইতে বিরত থাকা অন্যদের অপেক্ষা হাজীগণের এবং মক্কার অধিবাসীদের জন্য বেশী প্রয়োজন। উহা এজন্য প্রয়োজন যে, পবিত্র মক্কায় অনুষ্ঠিত পাপ কাজের গুনাহ অধিক গুরুতর এবং উহার শাস্তিও বেশী ভীতিপ্রদ হইবে। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

"আর যে ব্যক্তি হারাম সীমানায় যুল্মের সাথে সাথে ইলহাদের (ধর্মদ্রোহী কাজ করার) কামনা করিবে আমি তাহাকে ভয়াবহ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব। (সূরা হজ্জঃ ২৫)

হারাম এলাকার ভিতর যুলমের সঙ্গে সঙ্গে ইলহাদের ইচ্ছা করিবে যে ব্যক্তি, তাহার জন্যই যখন আল্লাহ্ এইরূপ ভয়াবহ শাস্তির ওয়াদা

করিতেছেন, তখন যে ব্যক্তি সত্য সত্যই অপরাধ এবং অন্যান্য পাপ করিয়া বসিবে তখন উহার শাস্তি যে আরও কত ভয়ঙ্কর হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। নিঃসন্দেহে উহা হইবে আরও অধিক ভয়ঙ্কর , আরও বেশী ভয়াবহ। কাজেই উহা হইতে এবং সমুদয় পাপরাজি হইতে নিবৃত্ত থাকা অবশ্যকর্তব্য।

এই সব পাপাচার এবং অন্যান্য যেসব কাজকে আল্লাহ্ তাআলা হারাম করিয়াছেন তাহা হইতে সাবধানতা অবলম্বন এবং দূরে অবস্থান ব্যতীত হাজীদের জন্য হজ্জের কল্যাণ অর্জন এবং পাপসমূহের মার্জনা লাভ করা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে যাহারা পাপ হইতে বিরত থাকে তাহাদের সম্বন্ধে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পবিত্র যবানে বর্ণিত হইয়াছেঃ

"من حج فلم يرفث و لم يفسق رجع كيوم ولدته أمه."

"যে ব্যক্তি হজ্জ করিল এবং উহাতে নির্লজ্জ কোন আচরণ করিল না এবং পাপাচারে লিপ্ত হইল না, সে এমন নিষ্পাপ অবস্থায় দেশে প্রত্যাবর্তন করিল যেমন সে ছিল ঐদিন যেদিন তাহার মা তাহাকে প্রসব করিয়াছিল।"

وأشد من هذه المنكرات وأعظم منها دعاء الأموات والإستغاثة بهم والنذر لهم... رجاء أن يشفعوا لداعيهم عند الله ... وهذا من الشرك الأكبر الذي حرمه الله وهو دين مشركي الجاهلية.

"উপরোক্ত সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যাপারে এবং পাপরাজির মধ্যে সবচাইতে বেশি কঠোর এবং অবাঞ্ছিত অন্যায় কাজটি হইতেছে মৃত ব্যক্তিদের নিকট দোআ প্রার্থনা করা, তাহাদের নিকট ফরিয়াদ করা, তাহাদের জন্য নযর-মান্নত করা, তাহাদের জন্য পশু যবেহ করা এই আশায় যে, তাহারা ঐ আহ্বানকারীদের জন্য আল্লাহ্র নিকট শাফায়াত করিবে, অথবা উহারা তাহাদের রোগীদের আরোগ্য প্রদান করিবে,

কিংবা তাহাদের হারানো ব্যক্তিকে ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি, এইগুলিই হইতেছে শির্কে আকবারের অন্তর্ভুক্ত-যাহা আল্লাহ্ তাআলা হারাম করিয়াছেন। এইগুলিই ছিল জাহেলী যুগের মুশ্‌রিকদের দ্বীন- যে দ্বীন অস্বীকার করার এবং উহা হইতে মানব সমাজকে নিবৃত্ত থাকার আহ্বান জানানোর জন্য আল্লাহ্ তাআলা যুগে যুগে রাসূলগণকে পাঠাইয়াছেন এবং কিতাবসমূহ নাযিল করিয়াছেন। সুতরাং প্রত্যেক হাজীর এবং অন্যদের অবশ্যকর্তব্য হইতেছে উহা হইতে সাবধানতা অবলম্বন ও আত্মরক্ষা করিয়া চলা। আর যদি অতীতে তাহারা শির্কের মহা অন্যায়ে লিপ্ত হইয়া থাকে তবে পূর্বকৃত সমস্ত পাপের জন্য তাহাদের উচিত আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করা এবং হজ্জের জন্য নূতন করিয়া তৈয়ার হওয়া। কারণ শির্ক সমস্ত আমলকেই বরবাদ করিয়া দেয়। যেমন আল্লাহ্ ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾.

"যদি তাহারা শির্ক করিয়া থাকে, তবে তাহারা যত কিছু আমল করিয়াছে, উহার সমস্তই বরবাদ হইয়া যাইবে।

ইহার পর শির্কে আসগারের কথা। শির্কে আসগার তথা ছোট শির্কের মধ্যে রহিয়াছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও কসম খাওয়া। যেমন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অথবা কা'বা শরীফ বা আমানত প্রভৃতির নামে কসম খাওয়া। ঐ একই পর্যায়ের শির্ক হইতেছে রিয়াকারী বা লোক দেখানো আমল, খ্যাতি অর্জন ও প্রচারের মোহে অথবা এই বলাঃ ماشاء الله وشئـــت 'যাহা আল্লাহ্ চাহেন এবং আপনি চাহেন।" অথবা এই কথা বলা যদি আল্লাহ্ এবং আপনি না থাকিতেন। অথবা এরূপ বলা "ইহা আল্লাহ ও আপনার বদৌলতে প্রাপ্ত। এইরূপ এবং এই ধরণের সব রকম শিরক কাজ ও অবাঞ্ছিত কার্যকলাপ হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিবে, এবং উহা পরিত্যাগ করার জন্য পরিবারের সকলকে, ওসীয়ত করিবে। উহা একান্ত প্রয়োজন যেমন রাসূলুল্লাহ্

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এ ব্যাপারে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেনঃ

"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك".

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারও নামে শপথ গ্রহণ করিয়াছে সে কুফরী অথবা শেরেকী কাজ করিয়াছে।" এই হাদীস সহীহ্ সনদে বর্ণনা করিয়াছেন আহমদ আবূ দাউদ ও তিরমিযী।

আর সহীহ বুখারীতে হযরত উমর (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর বর্ণনায় হাদীস উদ্ধৃত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"من كان حالفاً فليحلف بالله او ليصمت"

"যে ব্যক্তি কসম খাইতে চাহে সে যেন কেবল আল্লাহ্র নামে শপথ গ্রহণ করে নতুবা সে চুপ থাকে।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ

"من حلف بالأمانة فليس منا"

"যে ব্যক্তি আমানতের কসম খাইল সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" এই হাদীস সংকলন করিয়াছেন। ইমাম আবূ দাউদ।

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ

"أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر".

"আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশী আশঙ্কা করি তাহা হইতেছে শির্কে আসগার।

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলঃ শির্কে আস্গার কি? فقال : الرياء তিনি বলিলেন, রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানো আমল।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরও বলিয়াছেনঃ

"لا تقولوا ما شاء الله فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان".

"তোমরা একথা বলিও না যে, আল্লাহ্ যাহা চাহেন এবং অমুক যাহা চাহে, বরং বলঃ যাহা আল্লাহ্ চাহেন, তারপর সেইমতে অমুক যাহা চাহে।"

ইমাম নাসায়ী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ماشاء الله وشئت "আল্লাহ্ যাহা চাহেন এবং আপনি যাহা চাহেন।" তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিলেন,

"أجعلتني لله ندًا؟ بل ما شاء الله وحده".

"কী? তুমি আমাকে আল্লাহ্র শরীক বানাইলে? বরং বল, যাহা আল্লাহ্ এককভাবে চাহেন।"

وهذه الأحاديث تدل على حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وتحذيره أمته من الشرك الأكبر والأصغر.

উপরোক্ত সমস্ত হাদীস হইতে একথাই বুঝা যাইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহান তাওহীদকে সুদৃঢ় রাখার জন্য জোর তাকীদ দিয়াছেন এবং তাঁহার উম্মতকে শির্কে আক্‌বার এবং শির্কে আস্‌গার হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এতদ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে, উম্মতের ঈমান নিষ্কলুষ রাখার এবং তাহাকে আযাব ও গযবে এলাহীর কারণসমূহ হইতে নিরাপদ রাখার জন্য তিনি ছিলেন অতীব আগ্রহী।

فجزاه الله أفضل الجزاء.

এজন্য আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে সর্বোত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। তিনি মানুষের নিকট আল্লাহ্র পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, তাহাদেরকে

অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাঁহার বান্দাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন- তাঁহাদের শুভেচ্ছা কামনা করিয়াছেন।

صلى الله عليه وسلم صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم القيامة.

আল্লাহ্ ক্বিয়ামত দিবস অবধি তাঁহার প্রতি নিরন্তর দরূদ এবং শান্তি প্রেরণ করিতে থাকুন।

বিদেশাগত হাজীগণ এবং আল্লাহ্‌র শহর পবিত্র মক্কা ও রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শহর মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা ইলমে দ্বীনে পারদর্শী তাহাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হইতেছে যে, লোকদেরকে তাহারা আল্লাহ্‌র শরীয়ত শিক্ষা দিবেন এবং বিভিন্ন প্রকরণের শির্ক ও সেই সব পাপাচার হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন যাহা আল্লাহ্ তাআলা তাহাদের জন্য হারাম করিয়া দিয়াছেন। তাহারা দলীল-প্রমাণসহ সকল বিষয় ব্যাখ্যা করিয়া পরিষ্কারভাবে বোধগম্য ভাষায় বুঝাইয়া দিবেন- যাহাতে তাহারা এতদ্বারা লোকদেরকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে বাহির করিয়া আনিতে পারেন এবং এইভাবে তাহাদের উপর আল্লাহ্ যে তাবলীগ এবং তা'লীম তথা পয়গাম পৌঁছান এবং বুঝাইয়া দেওয়ার যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা যেন সঠিকভাবে পালন করিতে সক্ষম হন।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ ﴾.

"যাহাদেরকে কিতাব প্রদান করা হইয়াছিল সেই সব লোকদের নিকট হইতে যখন আল্লাহ্ এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, "তোমারা লোকদের নিকট উহা বর্ণনা করিবে এবং তোমরা কিতাবের বিষয়বস্তুকে লোকদের নিকট গোপন রাখিবে না"-শেষ পর্যন্ত। (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৭)

এই আয়াতের উদ্দেশ্য হইতেছে এই উম্মতের আলেম সমাজকে এই মর্মে সতর্ক করিয়া দেওয়া যে, তাহারা যেন সত্য গোপন করার ব্যাপারে আহ্লে কিতাব যালিমদের অনুসৃত পথে না চলে এবং এইভাবে পারলৌকিক জীবনের স্থায়ী সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়া পার্থিব জীবনের আপাত মধুর সুখ-সমৃদ্ধি বরণ করিয়া না নেয়।

এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার এই বাণীও উল্লেখ্যঃ

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَي مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُوْنَ- إِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولَئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴾.

"নিশ্চয় সেই সব লোক যাহারা গোপন করিয়া রাখে ঐসব দলীল এবং হিদায়াত যাহা নাযিল করিয়াছি-কিতাবে লোকদের জন্য সমস্ত বিষয় বিশদ্ভাবে বর্ণনা করার পরও-উহারাই তো সেই সব লোক যাহাদের প্রতি লা'নত করেন আল্লাহ্ তাআলা এবং লা'নত করেন অন্যান্য লা'নতকারীগণও; কিন্তু যাহারা তওবা করে পরিশুদ্ধ হয় এবং সব শুদ্ধ করে সব কথাই বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া দেয় লোকদের নিকট, তাহাদের তওবা আমি কবুল করি আর আমি হইতেছি অত্যাধিক তওবা কবুলকারী এবং করুণাময়।"(সূরা বাক্বারাঃ১৫৯-১৬০)

এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক কুরআনী আয়াত এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীস দ্বারা এই কথা প্রতিপন্ন হয় যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলার দিকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন এবং বান্দাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে সে দিকে পথ-প্রদর্শন অত্যন্ত নেকীর কাজ এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর ইহাই ক্বিয়ামতকাল অবধি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাহাদের অনুসারীদের অবলম্বিত পথ।

যেমন আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

﴿ وَمَنْ أَحسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴾.

"এবং ঐ ব্যক্তির চাইতে কথার দিক দিয়া সুন্দরতর আর কে হইতে পারে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান জানায় এবং সৎকাজসমূহ সম্পাদন করে, আর বলে যে, আমি হইতেছি আত্মসমর্পিত মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।" (হা-মীম সাজদাহঃ ৩৩)

﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴾.

"আপনি হে রাসূল! ঘোষণা করিয়া দিনঃ ইহাই আমার তরীকা, আল্লাহ্‌র দিকে আমি এবং আমার অনুসারীগণ আহ্বান জানাই জ্ঞান-চক্ষে আলোকদীপ্ত পথে আল্লাহ হইতেছেন পাক-পবিত্র, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নহি।" (সূরা ইউসুফঃ ১০৮)

আর এই প্রসঙ্গে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"من دل على خير فله مثل أجر فاعله".

"যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে কাহাকেও পথ দেখায়, সেই ব্যক্তি উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর সমান সওয়াবপ্রাপ্ত হয়।" (সহীহ্ মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত আলী (রাযিআল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন,

"لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم".

"যদি আল্লাহ্ তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হিয়াদাতের পথে পরিচালিত করেন, তবে উহা তোমার জন্য একটি লাল উটনি অপেক্ষাও উত্তম।" (সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম)

এই মর্মে আরও অসংখ্য কুরআনী আয়াত ও হাদীস রহিয়াছে। আলেম সমাজ ও মুমিন বান্দাদের উচিত আল্লাহ্র পথে আহ্বানের কাজে তাঁহাদের প্রচেষ্টাকে আরও কয়েকগুণ বর্ধিত করা এবং আল্লাহ্র বান্দাকে মুক্তির পথ প্রদর্শনে আর ধ্বংসের উপায়-উপকরণগুলি হইতে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে তাহাদের প্রচেষ্টাকে পুরাপুরিভাবে চালাইয়া যাওয়া। বিশেষ করিয়া এই যুগে যখন মানুষের প্রবৃত্তি পরায়ণতা বেশী রকম প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং ধ্বংসকর কর্মতৎপরতা আর ভ্রান্ত পথে আকর্ষণ সৃষ্টিকারী উপায়-উপকরণ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপরদিকে সত্যপথে আহ্বানকারীদের সংখ্যা ক্রমেই স্বল্প হইতে স্বল্পতর হইয়া উঠিতেছে এবং ইল্হাদ, আনাচার ও অন্যায় কাজের দিকে আমন্ত্রণকারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে।

"فَاللّٰهُ الْــمُسْتَعَانُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ."

আর আল্লাহ্ হইতেছেন পরম সাহায্যকারী এবং মহান আর আল্লাহ্ ব্যতীত সৎকাজ সম্পাদনের কোন উপায় নাই এবং বিপদ আপদ হইতে পরিত্রাণ দানের কোন ক্ষমতা কাহারও নাই।

পরিচ্ছেদ– فصل

মক্কা হইতে বিদায়ের পূর্বে যাহা করণীয়

হাজীগণ যতদিন মক্কা মুআয্যমায় অবস্থান করিবেন, ততদিন সর্বক্ষণ আল্লাহ্‌র যিক্‌র , তাঁহার আনুগত্যবরণ এবং আমলে সালিহ করিতে থাকিবেন। ইহা ছাড়া খুব বেশি বেশি নফল নামায পড়িবেন এবং কা'বা শরীফের তওয়াফও খুব বেশী করিয়া করিতে থাকিবেন। কেননা হারাম শরীফে ভাল কাজের সওয়াব অনেক গুণ বেশি এবং খারাপ কাজের পরিণতিও অত্যন্ত গুরুতর হইয়া থাকে। ঐ একই ভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি হাজীদের খুব বেশি করিয়া দরূদ ও সালাম জানান একান্ত প্রয়োজন এবং উত্তম কাজ।

হাজীগণ যখন মক্কা মুআয্যমা হইতে বাহির হইতে চাহিবেন, তখন তাহাদের জন্য তওয়াফে 'বিদা' বা বিদায়ী তওয়াফ করা অবশ্য কর্তব্য-ওয়াজিব, যেন তাহাদের সর্বশেষ অবস্থান কালটি বায়তুল্লাহ্‌তেই ব্যয়িত হয়।

কিন্তু এই কর্তব্য কাজটি ঋতুবতী এবং নেফাসওয়ালীর উপর প্রযোজ্য নহে। ইহাদের জন্য বিদায়ী তওয়াফ নাই। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাযিআল্লাহু আনহু) হাদীস এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তিনি বলেনঃ

"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المـــرأة الحائض". متفق علي صحته.

"লোকদেরকে হুকুম দেওয়া হইয়াছে তাহাদের শেষ সময়টি যেন সমাপন হয় বায়তুল্লাহে কিন্তু হায়েযা ঋতুবতী নারীদিগকে এই বিষয়ে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।" (বুখারী-মুসলিম)

বায়তুল্লাহ্কে বিদায় জানাইয়া যখন হাজীগণ মসজিদুল হারাম হইতে বাহির হইতে চাহিবে তখন সোজা মুখেই হাঁটিয়া বাহির হইবে।

"ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى..."

বায়তুল্লাহ্র দিকে মুখ রাখিয়া কখনই উল্টা পায় হাঁটিয়া বাহির হইবে না। কারণ এইরূপ করা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতেও যেমন প্রমাণিত নহে, তাঁহার সাহাবাগণ হইতেও এরূপ করার কোন নযীর নাই। বরং উহা নবাবিষ্কৃত বিধায় সুস্পষ্ট বিদ্য়াত। আর বিদ্আত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সতর্কবাণী এইঃ

"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

"যে ব্যক্তি এমন কিছু কাজ করিল যাহার পিছনে আমার শরীয়তের কোন অনুমোদন নাই, উহা বাতিল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেনঃ

"إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة"

"নেকীর উদ্দেশ্যে নব আবিষ্কৃত কাজ হইতে তোমরা দূরে অবস্থান করিও, কেননা প্রত্যেকটি (দ্বীন ইসলামে) নূতন কাজ বিদ্য়াত আর প্রত্যেকটি বিদ্য়াতই পথপভ্রষ্টতা।"

আল্লাহ্র নিকট তাঁহার দ্বীনের উপর কায়েম থাকার তওফীক আমরা কামনা করি। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁহার বিরোধীদের ষড়যন্ত্র হইতে সুরক্ষিত রাখুন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত দানশীল এবং মর্যাদাবান।

পরিচ্ছেদ– فصل

في زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

মসজিদে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যিয়ারত প্রসঙ্গে

হজ্জের পূর্বে বা পরে মদীনা মুনাওয়ারার মসজিদে নববী যিয়ারত করা সুন্নত, যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

"আমার এই মসজিদে এক (ওয়াক্ত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার নামায অপেক্ষা উত্তম।"

আর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাযিআল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام".

"আমার এই মসজিদে এক (রাকাত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে কোন মসজিদে এক হাজার (রাকাত) নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (মুসলিম)

আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়র (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا."

"আমার এই মসজিদে এক (ওয়াক্ত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মসজিদে এক হাজার (ওয়াক্ত) নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর মসজিদে হারামে এক (ওয়াক্ত) নামায আমার এই মসজিদে একশত (ওয়াক্ত) নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (আহমাদ ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হিব্বান)

হযরত জাবির (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجدي الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه."

"আমার এই মসজিদে এক (রাকাত) নামায মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য মসজিদে এক হাজার (রাকআত) নামায অপেক্ষা শ্রেয় আর মসজিদে হারামে এক (রাকাত) নামায অন্য মসজিদে এক লক্ষ (রাকাত) নামায অপেক্ষা শ্রেয়।" (আহমদ ও ইবনে মাজা)

এই মর্মে আরও বহু হাদীস মওজুদ রহিয়াছে। যিয়ারতকারী যখন মসজিদে নববীতে পৌছিবে, তখন তাহার ডান পা প্রথমে মসজিদে স্থাপন করিবে এবং এই দোআ পাঠ করিবে।

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، أَعُوْذُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، اللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ.

"আল্লাহ্‌র নামে প্রবেশ করিতেছি আর দরূদ এবং সালাম রাসূলুল্লাহ্‌ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাহিতেছি, আর তাঁহার মর্যাদাপূর্ণ চেহারা ও সত্তার এবং তাহার অবিনশ্বর বাদশাহীর শরণাপন্ন হইতেছি-বিতাড়িত মরদূদ শয়তান হইতে।"

হে আল্লাহ্! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত করিয়া দাও। ইহা সেই একই দোআ যাহা অন্য যে কোন মসজিদে প্রবেশের কালে পাঠ করিতে হয়। মসজিদে নববীতে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট অন্য কোন দোআ নাই। (দোআর বাংলা উচ্চারণ ৪৩ পৃষ্ঠায়)

অতঃপর মসজিদে নববীতে দুই রাকআত নামায পড়িবে। উহাতে আল্লাহ্‌র নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের প্রিয় বস্তু তাহার নিকট চাহিবে। এই দুই রাকাআত নামায রওযা শরীফে যদি পড়া হয় তবে তাহাই উত্তম যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

"আমার হুজরা এবং আমার মিম্বারের মাঝে বেহেশ্‌তের বাগিচাসমূহের মধ্যে একটি বাগিচা রহিয়াছে।"

অতঃপর উক্ত নামায (শেষে) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর এবং তাঁহার দুই সাহাবী আবূ বকর (রাযিআল্লাহু আনহু) এবং উমার (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর কবরদ্বয় যিয়ারত করিবে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের সম্মুখে আদবের সঙ্গে এবং বিনয় নম্রতার সাথে দন্ডায়মান হইবে। তারপর এই বলিয়া নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উদ্দেশ্যে সালাম জানাইবে।

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

সুনানে আবু দাউদে হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে উত্তম সনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ

"ما من أحد يسلم عَلَيَّ إلا رَدَّ الله عَلَيَّ روحي حتى أردَّ عليه السلام".

"যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে সালাম পাঠায় আল্লাহ্ তাআলা আমার রূহকে আমার দেহে ফিরাইয়া দেন, ফলে আমি তাঁহার সালামের জওয়াব প্রদান করিয়া থাকি।"

যিয়ারতকারী তাহার সালামে যদি এই কথাগুলি বলেঃ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خِيرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ إِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ، أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الأُمَّةَ وَجَاهَدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

"হে আল্লাহ্র নবী! আপনার প্রতি সালাম, হে আল্লাহ্র সৃষ্টিসমূহের মধ্যে সুনির্বাচিত! আপনার প্রতি সালাম, হে নবীগণের সরদার এবং মুত্তাকীদের ইমাম! আপনার প্রতি সালাম। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহ্র রিসালত-পয়গাম পৌছাইয়া দিয়াছেন, আপনি আমানত সঠিকভাবে আদায় করিয়াছেন। আপনি উম্মতকে নসীহত করিয়াছেন এবং আল্লাহ্র পথে যেরূপ জিহাদ করা প্রয়োজন সেই রূপই জিহাদ করিয়াছেন, এই সবই রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার প্রতি দরূদ প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জন্য দোআও করিবে, যেরূপ শরীয়তে দরূদ ও সালামকে একত্র করার সঠিকতা প্রমাণিত রহিয়াছে। কুরআনে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেনঃ

"يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا".

"হে মু'মিন সমাজ! তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং সালাম জানাও।

আর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহু) যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার দুই সাহাবীর প্রতি সালাম জানাইতেন তখন প্রায়শঃই এই কথাগুলির বেশী কিছু বলিতেন নাঃ

السلام عليكِ يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكـــــر، الســـلام عليك يا أبتاه.

"হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনার প্রতি সালাম, হে আবূ বকর, আপনার প্রতি সালাম! হে পিতা আপনার প্রতি সালাম।"

এই কথাগুলি বলিয়াই তিনি সেই স্থান ত্যাগ করিতেন। এই যিয়ারত কেবলমাত্র পুরুষদের জন্যই শরীয়ত সম্মত। নারীদের জন্য কবরসমূহের যিয়ারত ঠিক নহে। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে,

"أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليـــــها المســـاجد والسرج".

"তিনি কবরসমূহে নারী যিয়ারতকারীদের, উহাতে মসজিদ স্থাপনকারীদের এবং কবরে বাতি জ্বালানেওয়ালাদের লা'নত করিয়াছেন।"

মসজিদে নববীতে নামায পড়ার ও দোআ করার এবং তথায় অন্যান্য মসজিদসমূহের ন্যায় শরীয়তসম্মত কাজ করার জন্য মদীনার উদ্দেশে সফর করার সংকল্প করা নারী-পুরুষ সকলের জন্য সম্মত। এই মর্মে বহু হাদীস ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

মসজিদে নববীতে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাত। বেশী করিয়া যিক্র, দোআ এবং নফল নামায পড়িয়া অধিক সওয়াব হাসিলের এই সুযোগকে গণীমতরূপে গ্রহণ কনা বাঞ্ছনীয়। এইভাবে বেহেশ্‌তী বাগিচা স্বরূপ রওযা শরীফে বেশী করিয়া নফল নামায পড়া অতি উত্তম কাজ। উহার ফযীলত সম্পর্কীয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছেঃ

"ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة".

"আমার গৃহ এবং আমার মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানে বেহেশ্‌তের বাগিচাসমূহের মধ্যে একটি বাগিচা রহিয়াছে।"

আর ইহা জানা কথা-যিয়ারতকারী হউক বা অন্য কেহ ফরয নামাযের বেলায় সম্মুখের দিকে আগাইয়া যাইবে এবং যথাসাধ্য প্রথম কাতারে শামিল হওয়ার চেষ্টা করিবে- যদিও তাহা মসজিদের বর্ধিতাংশেও হয়। কেননা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে প্রথম কাতারের প্রতি বেশী গুরুত্ব এবং উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এই বাণীতে বলা হইয়াছেঃ

"لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا".

"মানুষ যদি জানিত যে আযান এবং প্রথম কাতারের মধ্যে কত ফযীলত কত সওয়াব রহিয়াছে তাহা হইলে সেই অবস্থায় লটারী করা ছাড়া প্রথম কাতারে স্থান পাওয়া সম্ভব হইত না, তখন অবশ্যই তাহারা স্থান পাওয়ার জন্য লটারী করিত।" (বুখারী ও মুসলিম)

ইহা ছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার সাহাবীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেনঃ

"تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله".

"তোমরা সম্মুখের কাতারে স্থান গ্রহণ কর এবং আমার ইকতিদা কর। আর তোমাদের পরবর্তী লোকেরা তোমাদের ইক্তিদা করিবে। মানুষ যখন নামাযে পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, তখন আল্লাহ্ও তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখেন। (মুসলিম)

আর আবূ দাউদ হযতর আয়িশা (রাযিআল্লাহু আনহা) হইতে হাসান সনদে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেনঃ

"لايزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار."

"মানুষ যতই প্রথম কাতার হইতে পিছে পড়িয়া থাকিবে, ততই আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে পিছনে রাখিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করিবেন।"

রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁহার সাহাবাগণকে লক্ষ্য করিয়া আরও বলিয়াছেনঃ

"ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها."

"ফেরেশতাগণ তাঁহাদের প্রভু পরোয়ারদিগারের সম্মুখে যেরূপ কাতারবন্দী হয় তোমরা সেইরূপ কাতারবন্দী হও না কেন? সাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! ফেরেশ্তাগণ কিভাবে কাতারবন্দী হয়? তিনি বলিলেনঃ

يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف.

"তাহারা প্রথম কাতার পূর্ণ করিয়া লয় এবং প্রত্যেক কাতারে তাঁহারা পরস্পরের সহিত দালানের গাঁথুনির ন্যায় মিলিয়া দাঁড়ায়। (মুসলিম)

এই মর্মে আরও বহু হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। এই ব্যাপারে মসজিদে নববী এবং অন্যান্য মসজিদের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। মসজিদে

নববী সহ অন্যান্য সব মসজিদের জন্য প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত সমভাবে প্রযোজ্য। মসজিদে নববীর পরিসর বর্ধিত হওয়ার পূর্বেও এবং পরে একই হুকুম। রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে সহীহ্ সনদে হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার সাহাবীগণকে কাতারের ডান দিকে দন্ডায়মান হওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

আর একথা সকলেরই সুনির্দিষ্টভাবে জানা যে, সাবেক মসজিদে নববীর ডান ভাগ রওযার বাহিরেই অবস্থিত ছিল। সুতরাং ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মসজিদে নববীর প্রথম কাতার এবং কাতারসমূহের ডান অংশ রওযা শরীফের তুলনায় ফযীলতে অগ্রগণ্য। উহাতে পাবন্দীর সহিত নামায পড়া রওযা শরীফে পাবন্দীর সহিত নামায পড়া অপেক্ষা উত্তম। আর যে কোন ব্যক্তি এই পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করিবে-তাহার নিকটেই এই আপেক্ষিক ফযীলতের বিষয়টি পরিষ্কার ও স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আর আল্লাহ্ হইতেছেন এই পার্থক্য অনুধাবনের তাওফীকদাতা।

ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة منكرة.

অতঃপর কাহারও পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হুজরা তথা কবরের চতুঃস্পার্শ্বস্থ লোহার রড বা জালগুলিকে স্পর্শ করা বা চুমা খাওয়া অথবা উহার তওয়াফ করা জায়েয নহে। কেননা সালাফে-সালেহীন হইতে এরূপ করার কোন নযীর উদ্ধৃত হয় নাই। বরং ইহা জঘন্য বিদ্আত।

ولايجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك.

"আর কাহারও পক্ষে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট কোন প্রয়োজন মিটানোর অথবা বিপদ দূর করার কিংবা

রোগমুক্তির অথবা এই ধরনের অন্য কিছুর জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপনও ঠিক নয়।"

لأن كل ذلك لايطلب إلا من الله سبحانه وطلبه مـــن الأمـــوات شرك بالله تعالى وعبادة لغيره سبحانه وتعالى.

"কেননা এই সব বস্তুর প্রার্থনা আল্লাহ্ সুবহানুহু তাআলা ছাড়া অপর কাহারও নিকট করা চলে না-একমাত্র তাঁহারই নিকট করিতে হয়। মৃত ব্যক্তির নিকট এইগুলির প্রার্থনা জ্ঞাপনে আল্লাহ্র সঙ্গে শেরেক করা হয় এবং ইহা গায়রুল্লাহ্র ইবাদত বৈ কিছুই নয়।"

দ্বীন ইসলামের দুইটি মূলভিত্তি

ودين الإسلام مبني على أصلين أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحـــده والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وســـلم وهـــذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله.

"দ্বীন ইসলাম দুইটি মূলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহার প্রথমটি এই যে, এক আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাহারও ইবাদত করা চলিবে না, আর দ্বিতীয়টি এই যে, ইবাদত একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকা অনুসারেই করিতে হইবে। বস্তুতঃ আশ্হাদু-আল-লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্-এই কালেমা শাহাদাতের তাৎপর্য ইহাই।"

وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه.

"অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শাফায়াত চাওয়া কাহারও জন্য জায়েয নহে। কারণ শাফায়াত একমাত্র

আল্লাহ্ তাআলার অধিকারভুক্ত। সুতরাং আল্লাহ্ ছাড়া অপর কাহারও নিকট চাওয়া চলিবে না।" আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿ قل لله الشفاعة جميعاً ﴾.

"হে রাসূল! তুমি বলিয়া দাও যাবতীয় প্রকারের শাফায়াত একমাত্র আল্লাহর অধিকারে।"

অতঃপর এই নিয়মে শাফায়াত চাওয়া যাইবেঃ

اللهم شفع فيّ نبيك اللهم شفع فيّ ملائكتك وعبادك المؤمنين اللهم شفع فيّ أفراطي ونحو ذلك.

"হে আল্লাহ্"! তোমার নবীকে আমার সম্পর্কে শাফায়াতকারী বানাইয়া দাও। আয় আল্লাহ্! তোমার ফেরেশ্তাগণকে এবং তোমার মু'মিন বান্দাগণকে আমার সম্পর্কে সুপারিশকারী করিয়া দাও। আয় আল্লাহ্! আমি যে সন্তান-সন্ততি নাবালেগ অবস্থায় তোমার নিকট পাঠাইয়াছি, তাহাদেরকে আমার সুপারিশকারী করিয়া দাও। অর্থাৎ আমার পক্ষে তাহাদের সুপারিশ গ্রহণ কর।"

وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء لا الشفاعة ولا غيرها سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لأن ذلك لم يشرع.

"আর মৃত ব্যক্তির নিকট বস্তুতঃপক্ষে কিছুই চাওয়া যাইবে না- তাহারা নবী হন অথবা নবী ছাড়া অন্য কেহই হন। কারণ এরূপ করা শরীয়তসম্মত নহে।" কেননা মৃত ব্যক্তির কাজ তাহার মৃত্যুর সাথে সাথে ছিন্ন হইয়া যায় একমাত্র সেই কাজগুলি ছাড়া যাহা শরীয়তদাতা ব্যতিক্রম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন সহীহ মুসলিম শরীফে আবূ হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريـــــة، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له."

"বনু আদম যখন মরিয়া যায় তখন তাহার সমস্ত ক্রিয়াকর্ম বন্ধ হইয়া যায়। তবে মাত্র তিনটি কাজ ছাড়া যথাঃ

"সাদকা জারিয়া-উহা নিজ হাতে করা হউক অথবা তাহার পক্ষ হইতে ওয়ারিসগণ কর্তৃক করা হউক। অথবা এমন ইল্‌ম যাহা দ্বারা - তাহার মৃত্যুর পরও জনগণ উপকৃত হইতে থাকে। অথবা সৎ সন্তান যে তাহার জন্য দোআ করে।

وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياتـــه ويوم القيامة لقدرته على ذلك.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এবং কিয়ামত দিবসে তাঁহার নিকট শাফায়াত তলব করা বৈধ। কেননা ইহা তাঁহার অধিকারভুক্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত।" কারণ তিনি কিয়ামত দিবসে অগ্রসর হইয়া তাঁহার রবের নিকট হইতে শাফায়াত তলবকারীদের জন্য শাফায়াত করিবার অধিকার লাভ করিবেন। ইহা জানা কথা যে, দুনিয়ায় তাঁহার জীবদ্দশায় শাফায়াত তলব সকলের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য। অতএব এক মুসলমান তাহার অপর মুসলমান ভাইকে ইহা বলিতে পারে যে, আপনি আমার প্রভুর নিকট অমুক অমুক ব্যাপারে সুপারিশ করুন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকট আমার জন্য দোআ করুন। যাহাকে ঐ কথা বলা হইল তাহার পক্ষে তাহার উক্ত মুসলিম ভাই-এর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দোআ চাওয়া বা সুপারিশ করা বৈধ হইবে- যদি যাচঞাকৃত বস্তু বৈধ হয়।

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে প্রাপ্ত অনুমতি ছাড়া কেহই কাহারও জন্য সুপারিশ করিতে পারিবে না। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলিয়াছেনঃ

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ﴾.

"কে আছে এমন ব্যক্তি (আসমান-যমীনে) যে আল্লাহ্‌র বিনা অনুমতিতে তাঁহার নিকট সুপারিশ করিবে?"

বাকী থাকিতেছে মৃত অবস্থার কথা, উহা তো এমন এক বিশেষ অবস্থা যে অবস্থায় মৃত্যুর পূর্বে মানুষের পার্থিব জীবনের অবস্থা এবং পুনরুত্থানের পর কিয়ামত দিবসের অবস্থার কোনরূপ তুলনাই চলিতে পারে না। কেননা যে ব্যক্তি মারা গিয়াছে তাঁহার আমল বন্ধ হওয়ায় নূতন কোন আমলের সুযোগ নাই-আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যাহা কিছু সে করিয়াছে উহার ফল সে ভোগ করিবে। তবে শরীয়তদাতা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ব্যতিক্রম হিসাবে যে কয়েকটি সুযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন শুধু সেইগুলি হইতে সেই উপকার লাভ করিতে পারিবে।

وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع فلا يجوز إلحاقها بذلك.

"মৃত ব্যক্তিদের নিকট শাফায়াত তলব করা ব্যতিক্রমধর্মী বৈধ কার্যরূপে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং মৃত ব্যক্তির নিকট শাফায়াত তলব ব্যতিক্রমের আওতায় না পড়ায় উহার সহিত ইহাকে জুড়িয়া দেওয়া যায় না।" যদি কেহ বলে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো সাধারণ মৃতের ন্যায় নন-তিনি তো কবরে জীবিত। তাহার জবাব এইঃ

لاشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة بل حياة لايعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه.

"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার কবরে জীবিত আছেন সে জীবন বারযাখী-বধ্যবর্তীকালীন জীবন যাহা শহীদগণের বারযাখী জীবন অপেক্ষা অধিকতর পূর্ণ। কিন্তু সেই জীবন মৃত্যুও পূর্বের জীবন এবং কিয়ামত দিবসের জীবনের ন্যায় সমপ্রকৃতির নয়। প্রকৃতিগতভাবে এই তিন জীবন আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ব্যতীত অপর কেহই যাহার অবস্থার ও তাৎপর্য অনুধাবন করিতে সক্ষম নয়।

এই জন্যই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এইভাবে ইহার প্রকৃতির ইঙ্গিত দিয়াছেনঃ

"ما من أحد يسلم عَلَيَّ إلا رَدَّ الله عَلَيَّ روحي حتى أردَّ عليه السلام."

"যে কোন ব্যক্তি আমার প্রতি যখনই সালাম জানায়-তখনই আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তাআলা আমার রূহ আমার দেহে ফিরাইয়া দেন ফলে আমি তাহার সালামের জবাব দেই।"

فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معلومة وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم.

অতএব এই হাদীসের দ্বারা একথাই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত এবং ইহার দ্বারা একথাও বুঝা যায় যে, তাঁহার রূহ্ তাঁহার দেহ হইতে পৃথক অবস্থায় থাকে। কিন্তু তাঁহার প্রতি যখন সালাম দেওয়া হয় তখন তাঁহার রূহ্ ফিরাইয়া দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু সংঘটিত হওয়া

কুরআন ও হাদীসের দলিল দ্বারা প্রমাণিত। ইহা বিদ্ধানগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মত।

ولكن ذلك لايمنع حياته البرزخية كما أن موت الشهداء لم يمنع حياهم البرزخية.

"কিন্তু তাই বলিয়া এই মৃত্যু তাঁহার বারযাখী-মধ্যবর্তী কালীন-জীবনে জীবিত থাকিবার পরিপন্থী নহে।" যেমন শহীদদের মৃত্যু ও তাঁহাদের বারযাখী জীবনে জীবিত থাকিবার পরিপন্থী নহে। উক্ত বারযাখী জীবন সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে।

﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ﴾

"যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হইয়াছে তাঁহাদেরকে তুমি মৃত মনে করিওনা বরং তাঁহারা জীবিত অবস্থায় আল্লাহ্‌র নিকট অবস্থান করিতেছে। তাঁহাদিগকে জীবিত হিসাবে খোরাক দেওয়া হইয়া থাকে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৬৯)

যিয়ারত অধ্যায়ে এই মাসয়ালা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এইজন্যই করা হইল যে, এই বিষয়েই মানুষ অত্যধিক সন্দেহে পতিত হয়-তাই ইহার আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সন্দেহে পড়িয়া মানুষ শির্ক করে এবং আল্লাহ্‌কে ভুলিয়া মৃতের ইবাদত করে। অতএব আমাদের জন্য ও যাবতীয় মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সকল প্রকার শরীয়ত-বিরোধী রীতিনীতির অনুসরণ হইতে অব্যাহতি চাহিতেছি। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত।

শরীয়তের পরিপন্থী প্রতিটি অবাঞ্ছিত পথ হইতে আল্লাহ্ আমাদেরকে এবং সকল মুসলমানকে রক্ষা করুন এই প্রার্থনাই তাঁহার হুজুরে ঐকান্তিকভাবে নিবেদন করি।

وأما مايفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم فهو خلاف المشروع.

কোন কোন যিয়ারতকারী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারতকালে তাহাদের আওয়াজ বুলন্দ করে এবং সেখানে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকে। এই ধরণের কাজ শরীয়তের সম্পূর্ণ খেলাফ। কেননা আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের উপর উম্মতকে তাহাদের আওয়াজ বুলন্দ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তাঁহার সমীপে লোকদেরকে নীচু আওয়াজে নম্র গলায় কথা বলার তরগীব দিয়াছেনঃ যেমন তিনি নির্দেশ দিয়াছেনঃ

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُوْنَ * إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أولئكَ الَّذِيْنَ امتَحَنَ اللهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴾

“হে মুমিন সমাজ! তোমরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কণ্ঠ স্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করিও না এবং নিজেদের পরস্পরের মধ্যে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল, তাঁহার সহিত সেইরূপ কথা বলিওনা। কারণ এইরূপ করিলে তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের যাবতীয় পূণ্য কর্ম নিস্ফল হইয়া যাইবে।

যাহারা রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মুখে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু করে, আল্লাহ্ তাহাদের অন্তরকে পরিশোধিত করিয়া দেন যাহাতে তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করিয়া সাবধান হইয়া চলিতে পারে। তাহাদের জন্য রহিয়াছে-তাহাদের ভুল ও অপরাধ সমূহের মার্জনা এবং মহা পুরস্কার।" (সূরা হুজরাত ঃ ২-৩)

আল্লাহ্র এই নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও উপরন্তু কথা এই যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের নিকট দীর্ঘ সময় দাঁড়াইয়া থাকা এবং পুনঃ পুনঃ তাঁহার প্রতি সালাম জানানের আশায় তথায় অবস্থানরত থাকার ফলে লোকের ভীড় বর্ধিত হইবে এবং তাঁহার কবরের নিকটে শোরগোল বাড়িয়া যাইবে। ফলে আল্লাহ্ তাআলা উল্লেখিত স্পষ্ট অর্থবোধক আয়াতগুলিতে মুসলমানদের জন্য-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের যে নিয়ম নীতি নির্ধারণ করিয়াছেন, ইহা হইবে উহার খেলাফ।

وهو صلى الله عليه وسلم محترم حياً وميتًا فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي.

"আর একথা স্মরণযোগ্য যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থাতেই মর্যাদার পাত্র।"

সুতরাং কোন মুমিনের জন্য তাঁহার কবরের নিকট এমন কিছু করা কিছুতেই উচিত হইবে না যাহা শরয়ী আদবের পরিপন্থী।

وهكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعاً يديه يدعو فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات.

অনুরূপভাবে যিয়ারতকারী এবং অন্যান্য লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের পার্শ্বে দোআ করিবার সময় কবরের দিকে মুখ করিয়া হাত উঠাইয়া দোআ করে। এইরূপ দোআ করাও সাহাবা, তাবেয়ীন এবং সালফে-সালেহীনদের অনুসৃত আচরণের সম্পূর্ণ খেলাফ। বরং উহা এক অভিনব বিদ্আত। অথচ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়া গিয়াছেনঃ

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مـــن بعـــدي... وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة."

“তোমরা আমার সুন্নতকে আঁকড়াইয়া ধরিও এবং আমার পরে সত্য পথে চালিত ও হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত খলীফাদের তরীকাকেও মযবূত সহকারে উহা হাতে দাঁতে ধরিয়া রাখিও। আর সাবধান! শরীয়তে নবাবিস্কৃত প্রত্যেকটি কাজ বিদ্আত এবং প্রত্যেক বিদ্আতই হইল গোমরাহী।” আবূ দাউদ ও নাসায়ী সহীহ্ সনদে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলিয়াছেনঃ

"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد."

“যে ব্যক্তি আমাদের দেওয়া শরীয়তের মধ্যে নতূন কোন কাজ আবিস্কার করিবে যাহা উহার অন্তর্ভুক্ত নহে, সেই সমস্ত কাজ মরদূদ। মুসলিম শরীফে পৃথকভাবে বর্ণিত আছেঃ

"من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد."

“যে ব্যক্তি শরীয়তে ইসলামীয়ার ভিতর এমন কাজ করিল যে সম্পর্কে আমাদের নির্দেশ নাই, সেই কাজ মরদূদ।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর পুত্র আলী-জয়নুল আবেদীন একদা এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের নিকট দোআ করিতে দেখিয়া ঐরূপ করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেনঃ

"ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جـــدي رســـول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لاتتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا وصلوا عَلَيَّ فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم."

"আমি তোমায় এমন একটি হাদীস বর্ণনা করিতেছি যাহা আমি আমার পিতা হুসাইন (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর নিকট শুনিয়াছি। তিনি আমার প্রপিতামহ রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন যে, তোমরা আমার কবরকে ঈদগাহ বানাইয়া লইও না এবং তোমাদের গৃহগুলিকে কবর বানাইও না। তোমরা যেখানে থাকিবা, সেখান হইতেই আমার উপর দরূদ ও সালাম পড়িবা, কেননা ঐখান হইতেই তোমাদের সালাম আমার নিকট পৌঁছাইবে।" এই হাদীস হাফেজ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহেদ মাকদেসী স্বীয় কিতাব 'আলমুক্তারাত'-এর রেওয়ায়েত করিয়াছেন।

وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلـــى الله عليـــه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلـــي فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم....،

"অনুরূপ কেহ কেহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারকের নিকট সালাম দেওয়ার সময় দক্ষিণ হস্তকে বাম হস্তের উপর রাখিয়া বুকের উপর অথবা নীচে স্থাপন করিয়া নামাযরত মুসল্লীর মত দাঁড়ায়। এইভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে

সালাম দেওয়া বৈধ নহে। কোন রাজা-বাদশাহ, আমীর-উমরা প্রমুখকে সালাম সম্ভাষণকালে ঐভাবে দাঁড়ানোও জায়েয নহে।

لأنـــها هيئة ذل وخضوع وعبادة لاتصلح إلا لله.

"কারণ ঐরূপ মিনতি ও ভয়ভীতি সহকারে দাঁড়ানো ইবাদতের পর্যায়ভুক্ত অবস্থা যাহা একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাহারো জন্য বৈধ নহে।" হাফেজ ইবেন হাজার (রহঃ) ফাতহুল বারী গ্রন্থে আলেমগণ হইতে একথা উল্লেখ করিয়াছেন। আর এই ব্যাপারে যাহারাই গভীরভাবে চিন্তা করিবে তাহাদের জন্য ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইয়া উঠিবে-যদি তাহাদের মূল উদ্দেশ্য সালাফে-সালেহীনদের অনুসরণ হয়।

পক্ষান্তরে যাহাদের হৃদয়ে হিংসাবিদ্বেষ, প্রবৃত্তিপরায়ণতা, অন্ধ তাকলীদ এবং সালাফে সালেহীনদের তরীকার দিকে আহ্বানকারীদের প্রতি বদ্ধমূল কুধারণা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহারা আল্লাহ্র হাওয়ালা-তিনিই তাহাদের হিসাব নিবেন। আল্লাহ্ তাআলার নিকট আমাদের জন্য এবং তাহাদের জন্য হিদায়াত প্রার্থনা করি। সর্বস্থানে সর্বকাজে ও সর্ববস্তুর উপর হকের প্রতিষ্ঠাদানের তওফীক তিনি আমাদেরকে দান করুন।

ঐরূপ পূর্বোল্লিখিত বিদ্আতসমূহের অন্তর্ভুক্ত সেই সব কাজ যাহা কতক লোক করিয়া থাকে। যেমন দূর হইতে কবর মোবারকের দিকে মুখ করিয়া মনে মনে সালাম বা দোআ পাঠ করা। আল্লাহ্র দ্বীনে এমন কাজ করিবার আদৌ কোন অনুমতি নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে কোন অনুমতি দেন নাই। ইমাম মালেক (রাহেমাহুল্লাহ্) এইরূপ কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করিয়া বলিয়াছেনঃ

لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

"এই উম্মতের পরবর্তীদের সংশোধন ও সেই সব কাজের মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে, যে সব কাজের দ্বারা পূর্ববর্তীদের সংশোধন হইয়াছিল এবং তাহারা নেক্‌কার বান্দায় পরিণত হইয়াছিলেন।

আর ইহা সকলের নিকটেই সুবিদিত যে, এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকদের যে বস্তু দ্বারা সংশোধন ও সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল তাহা ছিল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), তাঁহার খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাঁহার সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনদের অনুসৃত তরীকায় চলা। এই উম্মতের পরবর্তীগণ ঐপথ দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া এবং সেই পথ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করিয়াই সংশোধন ও সমৃদ্ধি অর্জন করিতে পারে।

আল্লাহ্ মুসলমানদের এমন বিষয়ে তওফীক দান করুন যাহার ভিতর রহিয়াছে তাহাদের সৌভাগ্য-সমৃদ্ধি এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সম্মান ও চরম কল্যাণ।

إنه جواد كريم.

নিশ্চয় তিনি মহান দাতা, অতীব মেহেরবান।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মোবারক যিয়ারত

বিশেষ সতর্কবাণী

ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطـــا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারক যিয়ারত করা ওয়াজিব নহে এবং হজ্জের কোন শর্তও নহে- যেমন সাধারণের মধ্যে কিছু লোক ধারণা করিয়া থাকে। বরং যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মসজিদ যিয়ারত করিবে অথবা উক্ত মসজিদের নিকটবর্তী হইবে তাহার জন্য কবর মোবারক য়িারত করা মুস্তাহাব। মদীনা হইতে বহুদূরে যাহাদের বসবাস তাহাদের জন্য শুধু কবর শরীফ যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে সফর করা উচিত নহে। অবশ্য মসজিদে নববী যিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নত। যখন মদীনায় পৌঁছিয়া যাইবে তখন কবর মোবারক এবং হযরত আবূ বকর ও উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর কবরদ্বয়ও যিয়ারত করিবে। (বলা বাহুল্য) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর এবং তাঁহার দুই সাহাবী হযরত আবূ বকর ও হযরত উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা)-এর কবরদ্বয়ের যিয়ারত মসজিদে নববীর যিয়ারতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে) বলিয়াছেনঃ

"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى."

"তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনও স্থানের জন্য সফর করা যাইবে নাঃ আল্ মসজিদুল হারাম, আমার মসজিদ-মসজিদে নববী ও মসজিদে আল-আক্‌সা বায়তুল মাকদেস।" এই তিন মসজিদে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বাড়ী হইতে দূর -দূরান্ত পথের সফর করা বৈধ।

ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله.

"যদি তাঁহার কবর মোবারক বা অন্য কোন নবী কিংবা সম্মানিত লোকের কবর যিয়ারত করা শরীয়তে বৈধ নীতির অন্তর্ভুক্ত হইত, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই উম্মতকে উহার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেন। কেননা, তিনি ছিলেন লোকদের সর্বাধিক মঙ্গলাকাঙ্খী, সবচাইতে বেশী আল্লাহ্‌কে জানতেন এবং তিনি সবচাইতে বেশী তাঁর জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। প্রত্যেক ক্ষতিকারক বস্তু ও কাজ হইতে সাবধান ও বিরত থাকিতে বলিয়াছেন।

তিনি পুরাপুরিভাবে এবং প্রকাশ্যে নবুওয়াতের পয়গাম পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। তদীয় উম্মতকে তিনি প্রতিটি কল্যাণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অমঙ্গল হইতে তাহাদেরকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেনঃ

كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة.

ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে যে, কবর যিয়ারত আসলে সওয়াবের কাজ-কিন্তু তিনি উহার বিপরীত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য সব কিছুর উদ্দেশ্যে-সওয়াবের আকাঙ্খায় সফর করা নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন আর সাবধানবারী উচ্চারণ করিলেন এই বলিয়া-

"لا تتخذوا قبري عيدًا ولابيوتكم قبورًا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم."

"আমার কবরকে তোমার উৎসবস্থল বানাইও না, আর তোমাদের গৃহগুলিকে কবরস্থানে পরিণত করিও না, এবং আমার প্রতি তোমরা দরূদ পাঠ কর। কেননা তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছিয়া যাইবে।"

"অতএব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর শরীফের জন্য দূর-দূরান্ত হইতে সফর করাকে শরীয়ত সম্মত বলার অর্থই হইতেছে উক্ত কবর শরীফকে উৎসবালয় বা মেলা-সম্মেলনের স্থান বানাইয়া লওয়া এবং হৈ-হল্লা ও বাড়াবাড়ি যে নিষিদ্ধ কাজ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়া যাইবে। যেমন বহু সংখ্যক লোক উহাতে যোগদান শরীয়ত সম্মত ও লাভজনক ভাবিয়া দূর -দূরান্ত হইতে যোগদান করিয়া থাকে।"

وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث فهي موضوعة كما نبه على ذلك الحفاظ كالدار قطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم..

"কবর যিয়ারতের জন্য সফর করিবার বৈধতা প্রমাণের জন্য যে সমস্ত হাদীস বর্ণনা করা হয় তাহার সমস্তই যয়ীফ এবং মওযূ। সুতরাং প্রামাণের অযোগ্য। ঐ রেওয়ায়েতগুলি দূর্বল বলিয়া ইমাম দারাকুত্নী, বায়হাকী, হাফেজ ইবনে হাজার প্রমুখ হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করিয়াছেন।" ইহারা সকলেই হাদীস শাস্ত্রের অভিজ্ঞ আলেম। সুতরাং ঐ সমস্ত যয়ীফ ও উময্ হাদীস দ্বারা সহীহ হাদীসের মোকাবেলা করা আদৌ বৈধ নহে। কারণ সহীহ্ ও নিখুঁত হাদীস দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন স্থানের সফরই নিষিদ্ধ। উক্ত মউযূ হাদীসগুলি হইতে নিম্নে কয়েকটা হাদীস পেশ করা যাইতেছে যাহাতে পাঠকবৃন্দ উহা চিনিয়া লইতে এবং উহা দ্বারা ধোঁকা খাওয়া হইতে তাহারা বাঁচিতে পারেনঃ

"من حج و لم يزرني فقد جفاني."

যে ব্যক্তি হজ্জ করিল এবং আমার কবর যিয়ারত করিল না সে আমার প্রতি যুলুম করিল।

"من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي."

যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার কবর যিয়ারত করিল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করিল।

"من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة."

যে ব্যক্তি একই বৎসরে আমার এবং আমার পিতা ইব্‌রাহীম (আলাইহিস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালাম)-এর কবর যিয়ারত করিল, তাহার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আমি জান্নাতের দায়িত্ব লইব।

"من زار قبري وجبت له شفاعتي."

যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিবে তাহার জন্য শাফায়াত করা আমার পক্ষে ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

فهذه الأحاديث وأشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

এই হাদীসগুলি এবং ইত্যাকার অন্যান্য হাদীসগুলির কোন একটিও সনদের দিক দিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত বলিয়া সাব্যস্ত হয় নাই।

হাফেজ ইবনে হাজার (রাহেমাহুল্লাহ্) 'তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থে এই সমস্ত রেওয়ায়েত উল্লেখ করিবার পর বলিয়াছেনঃ

طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وقال الحافظ العقيلي: لايصح في هذا الباب شيء.

এই হাদীসের যাবতীয় সূত্রগুলি দূর্বল। হাফেজ ওক্বায়লী (রহঃ) বলিয়াছেনঃ "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর যিয়ারত অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসগুলির একটিও সহীহ নহে।

وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة وحسبك به علمًا وحفظًا واطلاعًا ولو كان شيء منها ثابتًا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوهم إليه.

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই ধরনের যাবতীয় হাদীস ভিত্তিহীন। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ্ও বিদ্যাবত্তা, অসাধারণ স্মরণশক্তি এবং সূদূরপ্রসারী দৃষ্টিই এই মন্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট। যদি এ বিষয়ে এবং উহার সপক্ষে কোন হাদীস সহীহ্ সনদে প্রমাণিত হইত, তবে সাহাবাগণ উহার প্রতি আমল করিবার জন্য সর্বাগ্রে অগ্রণী হইতেন এবং পরবর্তী লোকদেরকে উহার প্রতি আহ্বান করিয়া যাইতেন। কেননা সাহাবাগণ ছিলেন নবীদের পরে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার বান্দাদের জন্য যে শরীয়ত বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা সে সম্পর্কে অন্যদের চাইতে অধিক সংবাদ রাখিতেন এবং আল্লাহ্র বান্দাদের জন্য সর্বাধিক মঙ্গলাকাঙ্খী ছিলেন।

فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع.

অতএব সাহাবাবর্গ হইতে যখন এতদ্সম্পর্কে কোন কিছু উদ্ধৃত হয় নাই- তাই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঐরূপ করা শরীয়তে বৈধ নহে। আর যদি সহীহ্ সনদে সাহাবাগণ হইতে কোন কিছু প্রমাণিত হয়, তবে উহা শরয়ী যিয়ারত হইবে, যাহা কেবলমাত্র কবরের জন্য সফর করার অর্থ বুঝাইবে না, মসজিদে নববীর জন্য সফরের সহিত উহা সংযুক্ত হইবে। বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য এইভাবে রক্ষিত হইবে।

والله سبحانه وتعالى أعلم.

পরিচ্ছেদ-فصل

মসজিদে কু'বা, জান্নাতুল বাকী প্রভৃতির যিয়ারত

মদীনা যিয়ারতকারীগণের জন্য মসজিদে কু'বা যিয়ারত করা এবং তথায় নামায পড়া মুস্তাহাব যেমন সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমার (রাযিআল্লাহু আনহুমা) হইতে বর্ণিত হইয়াছেঃ

كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبًا وماشيًا ويصلي فيه ركعتين.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদব্রজে এবং বাহনে চড়িয়া মসজিদে কু'বা গমন করিতেন এবং তথায় দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

সহল ইবনে হুনাইফ (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة.

যে ব্যক্তি নিজ গৃহে ওযূ করিয়া কু'বা মসজিদে উপস্থিত হইল, তারপর সেখানে নামায পড়িল, তাহার জন্য এক উমরার নেকীর সমান গণ্য পুণ্য অর্জিত হইল। ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা ও হাকেম ইহা রেওয়ায়েত করিয়াছে। শব্দগুলি ইবনে মাজাহ্ এবং হাকেমের।

ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعولهم.

(জান্নাতুল বাকী) নামে পরিচিত মদীনার মশহুর কবরস্তানে যেখানে বড় বড় সাহাবাগণ শায়িত আছেন এবং শহীদানের কবরসমূহ এবং ওহুদ পর্বতের পাদদেশে হযরত হামযা (রাযিআল্লাহু আনহু)-এর কবর যিয়ারত করাও সুন্নত। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐসব কবর যিয়ারত করিতেন এবং তাহাদের জন্য দোআ করিতেন।" এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة."

"তোমরা কবর যিয়ারত কর, কারণ কবর যিয়ারত আখিরাতকে স্মরণ করাইয়া দেয়।" মুসলিম শরীফ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে কবর যিয়ারতকালে এই দোআ পড়িবার শিক্ষা দিতেনঃ

"اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ."

উচ্চারণঃ আস্সালামু আলাইকুম আহ্লাদ্দিয়ারে মিনাল-মুমেনীনা ওয়াল মুসলেমীন, ওয়া ইন্না ইনশা আল্লাহু বেকুম্লাহেকুন, নাস্আলুল্লাহা লানা ওয়া লাকামুল আফিয়াতা।

"ওহে গৃহবাসী মু'মিন মুসলিম, তোমাদের প্রতি সালাম, আমরাও ইন্শাআল্লাহ তোমাদের সহিত মিলিত হইবে। আমরা আল্লাহ্র দরবারে আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য নিরাপত্তা চাহিতেছি।" এই হাদীস রেওয়ায়েত করিয়াছেন ইমাম মুসলিম হযরত বুরায়দার পুত্র সুলায়মান হইতে, তিনি তাঁহার পিতা হইতে।

ইমাম তিরমিযী সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাযিআল্লাহু আনহু) হইতে রেওয়ায়েত করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেনঃ

"مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ."

"একদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার কবরসমূহের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিবার কালে কবরবাসীদের প্রতি মুখ করিলেন- তারপর বলিলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুরি ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালাকুম আনতুম সালাফুনা-ওয়া নাহ্‌নু বিল আস্‌রি।"

"হে কবরসমূহের বাসিন্দাগণ! তোমাদের প্রতি সালাম। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এবং আমাদেরকে মাফ করুন! তোমরা পূর্ববর্তী আর আমরা পশ্চাদবর্তী।

এই সমস্ত হাদীস হইতে বুঝা যায় যে, কবর যিয়ারতের শর্‌য়ী উদ্দেশ্য হইল পরকালকে স্মরণ করা, মৃত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি ও ইহ্‌সান প্রদর্শন, তাহাদের উপকারার্থে দোআ করা এবং তাহাদের প্রতি রহম করার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট আবেদন জ্ঞাপন। অপরপক্ষে কবরের বাসিন্দার নিকট নিজের জন্য দোআ চাহিবার উদ্দেশ্যে কবর যিয়ারত করা, তথায় অবস্থান করা, নিজের অভাব-অভিযোগ পূরণ বা রোগমুক্তিও জন্য দোআ করা কিংবা তাহাদের মধ্যস্থ্তা অথবা মর্তবার দোহাই দিয়া আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা-এই ধরণের যিয়ারত জঘন্য বিদ্‌আত। না আল্লাহ্ উহাকে বৈধ করিয়াছেন, না তাঁহার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সালাফে সালেহীন রাযিআল্লাহু আনহুমও এ ধরণের কাজ কস্মিনকালে করেন নাই।

بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.

বরং উহা এমন একটি কাজ যাহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ

"زوروا القبور ولا تقولوا هجراً"

"তোমরা যিয়ারত কর এবং কবরস্তানে শরীয়ত বিরোধী কথা বলিও না।"

وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة

এই সমস্ত বিষয়ের পরিণাম এই যে, ঐ ধরণের উদ্দেশ্যে যিয়ারত করা হইলে উহার সমস্তই বিদ্‌আত বলিয়া পরিগণিত হইবে। তবে উহার

বিভিনন প্রকরণ, কোন কোন বিদ্‌আত শির্কেও পর্যায়ভুক্ত নয়- যেমন কবরের পার্শ্বে গিয়া আল্লাহ্‌র নিকট দোআ করা এবং মৃত ব্যক্তিকে ওসীলা করিয়া বলা-

بحق هذا الميت وجاهه

"এই মৃত ব্যক্তির যে হক তোমার কাছে আছে তাহাই ওসীলায় আমি দোআ চাহিতেছি।"

وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستغاثة بهم ونحو ذلك.

"আবার অপর কতকগুলি যিয়ারত শির্কে-আকবারের অন্তর্ভুক্ত। তাহা হইল মৃত ব্যক্তিকে ডাকা এবং তাহার নিকট সাহায্য কামনা করা বা রোগমুক্তি, দুঃখ-মুসীবত দূরীকরণ ইত্যাদিও জন্য আবেদন করা। এই বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে।

সুতরাং তুমি হে মুসলিম! সাবধান ও হুঁশিয়ার! আল্লাহ্‌র নিকট তওফীক ও হক পথের হেদায়াত কামনা কর।

فهو سبحانه الموفق والهادي لا إله غيره ولا رب سواه.

তিনি সুবহানাহু ওয়া তাআলা তওফীকদাতা, পথ-প্রদর্শক, তিনি ব্যতীত পূঁজিবার যোগ্য কেহই নাই- তিনি ছাড়া নাই অন্য কোনও প্রভূ প্রতিপালক।

এই বিষয়ে আমি যাহা লিখাইতে চাহিতেছিলাম ইহাই উহার শেষ করা।

هذا آخر ما أردنا إملاءه والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله وسلم على عبده ورسله وخيرته من خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

আল্লাহ্‌র হামদ্ প্রথমে ও শেষে। আল্লাহ্ তাঁহার আশীষ বর্ষণ করুন তাঁহার বান্দা ও রাসূল এবং সৃষ্টির সেরা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপরে এবং তাঁহার পরিবার-পরিজন ও তাঁহার সাহাবাবর্গেও প্রতি আর যাহারা কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিবেন নিষ্ঠার সহিত তাহাদের প্রতি।
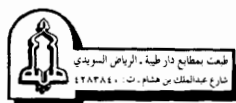
Ⓒ وزارة الشئون الإسلامية، ١٤١٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله .
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة . ـ الرياض.
١٣٢ ص؛ ١٢×١٧ سم
ردمك: ٦-٠٧٨-٢٩-٩٩٦٠
النص باللغة البنغالية
١- الحج ٢- العمرة ٣- زيارة المسجد النبوي
أ- العنوان
ديوي ٢٥٢,٥ ١٦/١٦٠١

رقم الإيداع: ١٦/١٦٠١
ردمك: ٦-٠٧٨-٢٩-٩٩٦٠

التحقيق والإيضاح

لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة

تأليف

العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- رحمه الله -

ترجمة الشيخ

أبو محمد عليم الدين الندياوي

باللغة البنغالية